ঐতিহাসিক উপন্যাস।

চন্দ্রকেতু ও পীর গোরাচাঁদের যুদ্ধ।

শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তী

প্রণীত

শ্রীগিরীশচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৭১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট রাজকীয় যন্ত্রে

শ্রীশ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত।

সন ১২৮৫ সাল।

ভূমিকা।

১৮৭৪ খৃঃ অব্দের সেপ্‌টম্বর মাসে লণ্ডন নগরে প্রাচ্য তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের যে এক সভা হয়, তাহাতে পণ্ডিত্ত-গণাগ্রগণ্য ডক্টমোক্ষমুলর সভাপতির আসন গ্রহণান্তর যে একটী বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি এইরূপ বলিয়াছিলেন—"যে জাতি তাহাদিগের প্রাচীন ইতিবৃত্ত ও প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা না করে তাহারা জাতীয় প্রতিষ্ঠা হইতে পরিভ্রষ্ট হয়। জর্ম্মণি যে সময়ে গভীর অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন ছিল, সেই সময় হইতে জর্ম্মণেরা তাহাদের প্রাচীন সাহিত্যের ও পুরাবৃত্তের আলোচনা করিয়া এক্ষণে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে।" আমি উক্ত পণ্ডিতবরের উপদেশানুসারে বঙ্গদেশের অন্তর্গত বালণ্ডানগরীর (অধুনা যাহাকে বালণ্ডা পরগণা বলে) পুরাবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া রাজা চন্দ্রকেতুর সহিত পীর গোরাচাঁদের যে যুদ্ধ হয় তাহা বর্ণনা করিলাম। পাঠকগণ! এই আমার প্রথম উদ্যম, ইহাতে কোনরূপ ভ্রম লক্ষিত হইলে আপনারা নিজগুণে সংশোধন করিয়া লইবেন।

শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তী

সাঃ ঝিকিরা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অরণ্য।

একে নিবিড় জন শূন্য অরণ্য, তাহাতে জলদ-জাল সমাচ্ছন্ন অমানিশার নিশীথ সময়। লোক-লোচন-প্রীতিকর তারকাবলীও যেন নীলাম্বরে, নিবিড় অসিত বসনে বদন আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। নিশাচর, -মাংসাশী হিংস্র জন্তুগণ শোণিত-লোলুপ রসনা পরিতৃপ্ত করনাশয়ে ইতস্ততঃ নির্ভয়ে ভ্রমণ করিতেছে। উহাদিগের দর্শনপথে পতিত হইলে প্রাণী মাত্রকেই কালের করাল কবলে নিপতিত হইতে হয়; কোন ক্রমে পরিত্রাণ পাইবার আশা থাকে না। বনের নৈসর্গিক মনোহর শোভা কিছুমাত্র লক্ষিত

হইতেছে না; মধ্যে মধ্যে পর্ব্বত নিঃসৃত সলিল প্রবাহের ঝাং ঝাং শব্দে, গহ্বর শয়িত ভল্লুকগণের থুৎকার মিশ্রিত ভীষণ নিনাদে, এবং ব্যাঘ্রাদি হিংস্র শ্বাপদের গভীর গর্জ্জনে বন প্রতি-ধ্বনিত হইতেছে। দিনের আনন্দোৎপাদক বস্তুও ভয় প্রদর্শন করিতেছে। যেদিকে নেত্রপাত করা যায়, সেই দিকেই ভয় মূর্তিমান্। এই সময়ে রজনী-চর জন্তু ব্যতীত প্রায় আর সকল প্রাণীই স্ব স্ব বাস স্থানে শ্রমহারিণী নিদ্রার ক্রোড়ে অচৈতন্য। ধনী ধন চিন্তা, ঔদরিক উদর-চিন্তা, বিরহী বিরহ বেদনা বিরহিত। যে জননী প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্রকে ক্ষণকাল চক্ষের অন্তরাল করেন না এবং যে পুত্র তাঁহার অঙ্ক ও হৃদয় ভূষণ, সেই জননী, সেই নয়ন প্রীতিকর হসিত মূর্ত্তি শিশুকে দূরে রাখিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রাভিভূত আছেন। এই ভয়াবহ বিজন অরণ্য মধ্য হইতে সহসা কামিনী-কণ্ঠস্বর জনৈক যুবকের শ্রুতি বিবরে প্রবিষ্ট হইল। যুবা বিস্মিত ও চমকিত হইয়া শব্দানুসারে দৃষ্টিপাত করিলেন। অন্ধকারের আতিশয্য বশতঃ কিছুই দেখিতে পাই-লেন না। শব্দ আর শ্রুতি গোচর হইল না, যুবা চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

যুবক চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া মনোমধ্যে বিবিধ তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন। একবার মনে করিলেন, এই মেঘাচ্ছন্ন অমা-নিশাতে বিশেষ এরূপ

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নিভৃত স্থানে কামিনীর কণ্ঠধ্বনি হওয়া কিরূপে সম্ভব? আবার মনে করিলেন, হয়ত কোন কামোন্মত্ত যুবা, বলপূর্ব্বক কোন অনাথা সরলা পতিব্রতাকে অরণ্যে আনিয়া উৎপীড়ন করিতেছে, অথবা কোন সম্ভ্রান্ত কামিনী, যবন হস্তে পতিত হইয়াছে। এবম্প্রকার বিতর্কের পর, অবশেষে এই স্থির করিলেন, যতক্ষণ ইহার প্রকৃত তথ্য জ্ঞাত হইতে না পারিব, ততক্ষণ এই স্থানে আমাকে সন্দিগ্ধ-চিত্তে অবস্থান করিতে হইবে। যদি আমার শ্রবণেন্দ্রিয় মিথ্যা শব্দে প্রতারিত না হইয়া থাকে, তবে কখনই প্রকৃত ঘটনা অপ্রকাশ থাকিবেক না; অবশ্যই জ্ঞাত হইতে পারিব। অনন্তর তদনুসন্ধানে কৃতসংকল্প হইয়া সন্নিহিত কোন একটী মহীরুহ তলে উপবেশন করিলেন। কিন্তু চিন্তাধিক্য বশতঃ স্থির থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন।

একে মেঘাচ্ছন্ন তমোময়ী নিশা, তাহাতে কণ্টকাকীর্ণ বন্ধুর পথ, সুতরাং বিচরণ কষ্টকর হইয়া উঠিল। কিন্তু যুবার কৌতূহল নিবারিত না হওয়ায় নিকটবর্ত্তী শিবিরেও ফিরিয়া যাইতে পারিলেন না, আবার সেই বৃক্ষতলে দূর্ব্বাদলে, উপবেশন করিলেন।

আবার সেই শব্দ, সেই করুণরসার্দ্র, সেই হৃদয় বিদারক রমণীকণ্ঠ নিনাদ যুবকের কর্ণবিবর ভেদ করিল। শুনিবা

মাত্র অমনি দ্রুতপদ বিক্ষেপে শব্দানুসারে ধাবিত হইলেন; সেই কণ্টকাকীর্ণ বন্ধুর পথ! সেই অমা-নিশার দৃষ্টিরোধী গাঢ় তিমির পুঞ্জ! সেই ঘনঘটার ভীষণ গর্জ্জন ধ্বনি! সেই শ্বাপদ গণের ভয়াবহ চীৎকার! সকলই বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিন্তু যুবকের কিছুতেই গতির প্রতিরোধ করিতে পারিল না। পরোপকার ব্রতের এমনি মহিমা! বিপন্নের পরিত্রাণ বাসনা সাধুচিত্তে এমনি বদ্ধমূল! কণ্টকে গাত্র ক্ষত, বৃক্ষাঘাতে পুনঃ পুনঃ মস্তক নিপীড়িত, কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই; অবলার কণ্ঠস্বর, অবলার চীৎকার ধ্বনি, যেন রশ্মিকর্ষণে যুবাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল।

তাঁহার পদ সঞ্চালন ও হস্ত তাড়িত শুষ্কপল্লবোত্থিত মর্ মর্ শব্দ শ্রবণে বিবরস্থিত দীর্ঘাকার বিষধরেরা ভয়াবহ স্বরে গর্জ্জন করিতে লাগিল। মহাকায় দন্তী, খড়্গী, বরাহ, মহিষদল আপনাদিগকে তাড়িত ভাবিয়া ভীম-রবে দূর-বর্ত্তী গহন বনে প্রবেশ করিতে লাগিল। বস্তুতঃ তাঁহার পরদুঃখবিমোচনার্থে ধাবিত পদদ্বয়কে কি অসমতল ভূতল, কি তরু, কি লতা, কি সুতীক্ষ্ণ কণ্টক, কি ভয়, কি শ্রম, কি শ্বাপদ জন্তুগণ, কিছুতেই রোধ করিতে পারিল না। বরং ধাবিত প্রাণীগণ তাঁহার পথপ্রদর্শক হইল, কেহই প্রতিহিংসা সাধনে প্রবৃত্ত হইল না। তদ্দর্শনে যুবক পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সাহসী হইয়া শব্দের অনুসরণ করিলেন।

কিছুদূর গমন করিয়া যুবক সম্মুখে একটী প্রৌঢ়া রমণীকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন যেরূপ আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহা নহে; সুতরাং সহসা সম্মুখীন না হইয়া ব্যাপারটা কি জানিবার নিমিত্ত সন্নিহিত বৃক্ষান্তরালে লুকায়িত হইয়া রহিলেন।

রমণী বসিয়া আছেন, মধ্যে মধ্যে মনস্তাপ জনিত আহা উহু করিতেছেন। মনে সুখ নাই,—মন, দুঃখ—সরোবরে পদ্ম-পর্ণবৎ ভাসিতেছে। রমণী কখন অবিরল বিলাপ করিতে-ছেন, কখন চিন্তা-স্রোত তাড়নায় কোন কথা কহিতে পারিতেছেন না।

অনন্তর রমণী দুঃখনিপিড়ীত স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। "হায় কি হইল! এক্ষণে উপায় কি! এ যে জন শূন্য অরণ্য, প্রাণনাশক জন্তুর বাসস্থান! পথ নাই! থাকিলেও তাহা ঘোর অন্ধকারে অদৃশ্য। যখন নিকটে লোকালয় নাই তখন পথ পাইলেই বা কি হইবে? স্থানান্তরে গমন করিলেও হিংস্র জন্তুর প্রশস্ত উদরে চিরনিদ্রায় অভিভূত থাকিতে হইবে; এখানে থাকিলেও তাহাই। এ অবস্থায় ভাগ্যের উপর নির্ভর করাই যুক্তি সিদ্ধ। অভাগিনি! তুই কি নির্ব্বোধ? এখনো ভাগ্যফল পরীক্ষা করিতেছিস্।

আশা! তোর মোহিনীশক্তিকে অগণ্য ধন্যবাদ। উহাতে

কাল-কবলিত প্রাণীও প্রতারিত হয়? তোর ঐ শক্তি প্রভাবে পতিবিয়োগবিধুরা যুবতী জীবিত থাকে? আশা, তুই ধন্যা! তোর বল অতিক্রম করা নর ক্ষমতা বহির্ভূত, নতুবা কি প্রাণবায়ু এখনও আমার হৃদয়াগার অধিকার করিয়া থাকিতে পারে? এতক্ষণে যন্ত্রণায় বহির্গত হইয়া যাইত।

প্রাণ! তুই বা কি নির্ব্বোধ? তুইও কি আশার দ্বারা প্রতারিত হইতেছিস্? একবার ভাবিয়া দেখ্, যে রাজকন্যা রাজরাণী হইবে, রাজভোগে কালক্ষেপ করিবে, দাস, দাসীগণ সর্ব্বদা যাহার সেবা করিবে, এমন কি এই দিশার পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত যাঁহার পদতল ধরণী স্পর্শ করে নাই এবং রাজবাটির প্রধান প্রধান লোক ভিন্ন যাহাকে অন্য কেহ দেখিতে পায় নাই, আজ সে সেই রাজকন্যা, গগনতল ধরাতলে, ধূলি ধূসরিত অঙ্গে, আলু থালু কেশ পাশে, মলিন বদনে, অনাথার ন্যায় স্থিতি করিতেছে? যে একবার মুখ অন্ধকার করিলে রাজা রাণী প্রাণ বাহির করিতে উদ্যত হইতেন, চতুর্দ্দিক হইতে শত শত লোক দৌড়িয়া আসিত, কত সান্ত্বনা করিত, আজ সেই রাজকন্যার প্রাণের আশাও নাই। হায়! এই বিপদ কালে একটী কথা কহিয়া আশ্বাসিত করে এমন লোকও নিকটে দেখিতেছি না। আধারের অমঙ্গলে আদ স্থিত দ্রব্যেরও অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। ভাব দেখি, যাহাকে

জন্মাবধি বক্ষে, কক্ষে করিয়া লালন পালন করিয়াছি, আজ কি না তাহাকে হস্তে তুলিয়া জলাঞ্জলি দিতে বসিয়াছি। ও! আমার হৃদয় কি কঠিন! যন্ত্রণা ত আর সহ্য হয় না! কি করি, উপায় কি? কিরূপে এই কঠোর যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করি। প্রাণ! তুমি এই বেলা মানে মানে আমার দেহ-বাস পরিত্যাগ কর, নতুবা দারুণাঘাতে তোমাকে দ্রবীভূত করিব, কখনই তোমাকে আর আশ্রয় দিব না। এইরূপ বলিতে বলিতে বিলাপিনীর কণ্ঠ শোকাবেগে রুদ্ধ হইয়া গেল, আর একটীও কথা কহিতে পারিলেন না, স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন।

ক্রমে নিশা বালসুলভ চাপল্য, যৌবন মদজনিত ঔদ্ধত্য ও প্রৌঢ়সম্ভূত গাম্ভীর্য্য পরিত্যাগ করিয়া, বৃদ্ধের সাজে সজ্জিত হইতে আরম্ভ করিলেন। অরণ্যচর কুক্কুট, জম্বুক, পেচকাদি পক্ষিগণ, নিশার চরম কাল উপস্থিত দেখিয়া যেন শোকে নিজ নিজ রবে রোদন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে নিশা বৈরী ভানু উদয়াচল শিখরোপরি বসিয়া কর বিস্তার ছলে হাসিতে আরম্ভ করিলেন।

স্ত্রীলোকটী নীরবে রোদন করিতেছিলেন, মনে শান্তি ছিল না। নিশার অন্তিম কাল দেখিয়া কথঞ্চিৎ আনন্দিত হইলেন। পরে নিশাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, রজনি! তুমি অতি কষ্ট প্রদায়িনী। তোমার শাসিত কালে, কাল

ছায়ার ন্যায় মনুষ্যের অনুগামী হয়। ভয় ও চিন্তা ভিন্ন মনোমধ্যে আর কিছুই স্থান পায় না। লোক সমস্ত দিবস জগতের হিতকর কার্য্যাদির অনুষ্ঠান করিয়া অলসভাবে শয্যার আশ্রয় লইলে, চিন্তা ও ভয় সময় পাইয়া তাহাদিগের হৃদয়কে আক্রমণ করে। তখন তাহাদিগের দুগ্ধ-ফেন-নিভ দুল্লভ শয্যাও তীক্ষ্ণ সূচিকা বিদ্ধ বোধ হয়। বস্তুতঃ তুমি কাল স্বরূপা, সেই কারণে তোমাকে লোক, (রজনীকাল) এই আখ্যাটী দিয়াছে।

এক্ষণে দিবা। বনমধ্যে ভয় নাই, অন্ধকার নাই, হিংস্র জন্তু নাই, এবং যে দিকে নেত্রপাত করা যাইতেছে, সেই দিকেই স্বভাবের অকৃত্রিম সৌন্দর্য্য। ঐ বনমধ্যে একবার পাঠকগণকে প্রবেশ করিতে হইবে। তাহা হইলে বৃক্ষান্তরাল লুক্কায়িত যুবকের আকৃতি, পরিচ্ছদ, ভাব, ভঙ্গী সকলি দেখিতে পাইবেন।

যুবক শিরে দুর্লভ মুক্তা খচিত চারু উষ্ণীষ। উহা, বৃক্ষ পত্র-পতিত জলধারে আর্দ্র ও ছিন্ন ঊর্ণনাভ-জালাবৃত। গাত্র চর্ম্মপরিচ্ছদে আবৃত, কটিদেশে শাণিত অসি লম্বমান। করে বিচিত্র কোদণ্ড। পৃষ্ঠে শরপূর্ণ তূণ।

যুবক পলকশূন্য-নয়নে বৃক্ষের আড়াল হইতে বঙ্কিম গ্রীবায় কি দেখিতেছেন? কি দেখিতেছেন, জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে না। তবে কি জ্ঞাত হওয়া যাইবে না? যাইবে, দৃষ্টির গতি

দেখিতে হইবে। দৃষ্টিগতির বক্রতা নাই, সরল, সীমা বিশিষ্ট। মনের ধৈর্য্য নাই, চঞ্চল, অথচ বাহিরে চঞ্চলতার কার্য্য অলক্ষিত। দেহঠাট, চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় স্থির।

যুবকের দৃষ্টিসীমা কোথায়? কি পূর্ব্বগগনে রক্তোৎপলতুল্য বালার্কে? তাহা নহে। কি ঐ অত্যুচ্চ পর্ব্বতচুড়ায়? তাহা নহে। বহুল শাখাচ্ছন্ন বিটপীশ্রেণীতে? তাহা নহে। নৃত্য পরা বিচিত্রাঙ্গ ময়ূরীদলে? তাহা নহে। গিরিনিঃসৃত কল-কলনাদি নির্ম্মল সলিলস্রোতে? তাহা নহে। বনজ সুরভি যুক্ত কুসুমফুলে? তাহা নহে। তবে কি সেই বিলাপিনী, যাহার জন্য আপনার অমূল্য জীবনকে বিপদ্‌গ্রস্থ করিতে সংস্কিত হন নাই? তাহাও নহে। তবে কি?—বিলাপীনীর দক্ষিণ পার্শ্বোপবিষ্টা একটী যুবজন-মনোহারিণী, নিরূপমা, নবীনা ললনা। ইনি কে? ইনি সেই বিলাপীনীর বিলাপ বিষয়ীভূত রাজকন্যা। ইনি রজনীতে অঞ্চল শয্যায় আকু ঞ্চিতাবস্থায় তরুতলে নিদ্রা যাইতে ছিলেন, কিম্বা তাহা নহে, বর্ত্তমান দুর্দ্দশার পরিণামফল মুদ্রিত নয়নে নিস্তব্ধ ভাবে চিন্তা করিতে ছিলেন।

রাজকন্যার বর্ণ, প্রখরতা বিহীন উজ্জল গৌর। দেহ স্থূলও নহে, কৃষও নহে, যুবজন-কমনীয় অঙ্গ সৌষ্টবে পরিপূর্ণ। শরীরের দৈর্ঘ্য অনতি উচ্চ, কিন্তু খর্ব্বাকার নহে. ফলতঃ অবয়বের পরিমাণশুদ্ধি যুবতীকে যুবতীগণের ললাম করি

য়াছে। প্রশস্ত নিটোল ললাটে সীমন্তবিরাজিনী, রত্নময়ী সিঁথীর উপর একখণ্ড হীরক ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। সিঁথীসংলগ্ন স্বর্ণতারগ্রন্থিত বায়ুস্পর্শে দোলায়মান মুক্তা-কলাপ, বারম্বার সংস্পৃষ্ট হইতেছে। উচ্চক্রমনিম্ন নাশারন্ধ্রদ্বয় মধ্যভাগে একটী নলোক বিরাজ করিতেছে। ফলে, যেখানে যে অলঙ্কার পরিয়াছেন, তাহারা কেবল অলঙ্কারের কার্য্য করিতেছে এমন নহে; কামিনীর কমনীয় অবয়বের যথা-স্থানে সন্নিবেশিত হইয়া স্বয়ং অলঙ্কৃতও হইয়াছে।

চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ কৃষ্ণতারা ভিন্ন আর সকল স্থান ঈষৎ আরক্তছটাপূর্ণ। রাত্রি জাগরণে ওরূপ হওয়া ব্যতীত অন্য কোন কারণ উপলব্ধি হয় না। কটাক্ষ কুটিলতা শূন্য স্বভাব সিদ্ধ চঞ্চল, করুণাময়, প্রেমময়, অর্থাৎ যিনি যে ভাবে লক্ষ্য করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই ভাব প্রাপ্ত হন। নির্ম্মল শ্বেতারক্তবর্ণ-মিশ্রিত দন্তপংক্তি রসপূর্ণ দাড়িম্ব বীজের ন্যায় সুশ্রী; যখন উহা বিম্বসদৃশ ওষ্ঠ-দ্বার বিমুক্ত হইয়া লোক-লোচন পথে পতিত হয়, আহা! তখন কি অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশ করে। এক ছড়া মুক্তাদাম, মুক্তি ভয়ে ভীত হইয়া যেন, স্তনান্তরে স্বাধীন বাস লাভে হর্ষে নৃত্য করিতেছে। করযুগে, পঙ্কজ মৃণালসম স্থূল, গোল, স্বর্ণকঙ্কন। পদে মধুবনাদি পাঁইজোর। এতদ্ভিন্ন অঙ্গে অন্য কোন গহনা আছে কি না, তাহা দেখা যাইতেছে না; কারণ গাত্র

বসনাবৃত। পরিহিত বাস, শিল্পনৈপুণ্যব্যঞ্জক, মহামূল্য।

যুবতীর বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষের ন্যূন নহে, বরং দুই একমাস উর্দ্ধ হইবে। এইকারণে যুবতীকে ষোড়শী বলিলেও বলা যাইতে পারে। বয়সে নবীনা বটে, শান্ত মূর্ত্তিতে প্রবীণা বলিয়া ভ্রমং জন্মে।

হে তরুতলবিরাজিনি! সুন্দরি! তুমি নগরোদ্যানবাসী গোলাপ ফুল। সর্ব্বদা শাণিত অসিধারী রক্ষবর্গ-বেষ্টিত থাকিতে। বন—এই কথাটী কর্ণে শুনিতে, কখন চক্ষে দেখ নাই, তাইতে কি চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিতে এঘোর অরণ্যে আসিয়াছ? না অন্য কোন দুর্দ্দৈব বশতঃ আসিয়াছ? যে কারণে আসিয়া থাক তাহার আমূল বৃত্তান্ত তোমার ঐ নিশানাথ নিভানন হইতে শুনিতে আমাদিগের অত্যন্ত ঔৎসুক্য জন্মিতেছে। অতএব কাকলীরবে আপনার পরিচয় দেহ।

অকস্মাৎ মৌনাবলম্বিনী হইলে কেন? পরিচয় জিজ্ঞাসু হইয়াছি বলিয়া কি মৌনাবলম্বিনী হইলে? তাহা হইতে পারে। সম্ভ্রান্ত কুলকামিনীগণ, নিজমুখে আত্ম পরিচয় দেন না বলিয়া তুমি অসম্মতি চিহ্ন দেখাইতেছ। এক্ষণে তুমি ঐ ভাবে থাক আমরা উপায়ান্তরে বিলাপীনী দ্বারা পরিচয় লইতে প্রবৃত্ত হই।

বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসরের অধিক। বর্ণ প্রভাহীন হরিদ্রার

ন্যায়। গাত্রচর্ম্ম প্রৌঢ় কালোচিত লোল। পীন পয়ধর বান্ধকা আগত দেখিয়া মনস্তাপে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে। অঙ্গে আভরণ নাই, সিঁথে সিন্দুর নাই, পরিহিত বস্ত্র হিন্দু বিধবা যোগ্য। রাম নামাবলী অঙ্কিত উত্তরীয় দ্বারা গাত্র আচ্ছাদিত। বদনে কথা কি হাসি নাই। বদন, প্রাবিটকালের নীরদব্যাপ্ত গগনের ন্যায় অন্ধকারময়। এই সকল চিহ্ন তোমার অঙ্গে রহিয়াছে—তুমি কে? কেনই বা করতলে মস্তক রাখিয়া নীরবে কাঁদিতেছ? অনুমানে বুঝিতেছি, অন্তরস্থ দারুণ দুঃখানলে তোমার বাকশক্তি অন্তর্হিত হইয়াছে, কিরূপে পরিচয় দিবে। আমরা আর তোমাকে বিরক্ত করিব না। তুমি মনঃশান্তি লাভ কর।

সবিস্ময়ে, ঊর্দ্ধ গ্রীবায় কি দেখিতেছ এবং অঙ্গুলি দ্বারা রাজকন্যাকেও কি দেখাইতেছ—তুমি কে? এবং কেনই বা ওরূপ করিতেছ? কৈ কোন উত্তর করিলে না, কিন্তু তোমার মনের ভাব বুঝিয়াছি। যুবককে স্বয়ং দেখিতেছ ও রাজকন্যাকেও দেখাইতেছ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।
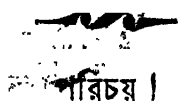
পরিচয়।

যুবক বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান আছেন, কখন স্থির দৃষ্টিতে অলৌকিক রূপরাশির আধার রাজকন্যাকে দেখিতেছেন, কখন বিলাপিনীকে দেখিতেছেন, কখন তৃতীয় নবীনাকে দেখিতেছেন। কখন মনে মনে বলিতেছেন, এই রমণী তিনটীর ধাম কোথা—আমি কি কখন ইহাঁদিগকে দেখি নাই?—বোধ হয় চকিতের ন্যায় কোন স্থানে দেখিয়াছি। কিন্তু কোথায় দেখিয়াছি তাহা স্মরণ হইতেছে না।

যুবক এই কালে একটী শ্মশ্রুলমুণ্ডপ্রতিবিম্ব দেখিতে পাইলেন। দেখিবা মাত্র, যবন জ্ঞানে মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। তনু-রুহ ঋজু হইল। বক্ষঃস্থল ধড় ধড় করিয়া নড়িতে লাগিল। তৎপরে ফিরিয়া দেখিলেন, একজন অস্ত্র-ধারী পুরুষ পশ্চাতে দণ্ডায়মান। তদ্দণ্ডেই কটিদেশ হইতে শাণিতাসি নিষ্কাসিত করিয়া বিজলী-গতিতে অস্তরে সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইলেন। সুতরাং উভয়ে উভয়ের মুখালোকন করিতে পারিলেন।

যুবক দেখিলেন, অস্ত্রধারী পুরুষ যবন নহে, স্বীয় সেনা নায়ক লচ্‌মন্‌সিংহ। তখন যুবক কহিলেন, "লচ্‌মন্‌! তুমি এখানে কেন?"

লচ্‌মন্‌ কহিলেন, "আপনার অন্বেষণে"।

যু। "আমি শিবিরস্থ সকলের অজ্ঞাতে একাকী আসিয়াছিলাম—আমার সন্ধান পাইলে কিরূপে"?

ল। "আপনি যখন বনমধ্যে প্রবেশ করেন তখন শিবিরের প্রহরী আপনাকে দেখিয়াছিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, যুবরাজ একাকী এই বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। পুনরায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন কেন? সে উত্তর করিল, আমি তাহা জানি না। আবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কতক্ষণ গিয়াছেন। সে বলিল, প্রায় একপ্রহর হইবেক। এইকথা শুনিয়া মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। একে হিংস্র জন্তুপূর্ণ নির্জ্জন বন, তাহে অন্ধকারময়ী যামিনী এবং হতাবশিষ্ট যবনেরাও আবার এই বনে আশ্রয় লইয়াছে, এইসকল ভাবিয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না, আপনার অনুসন্ধানে চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিলাম ও নিজেও বনমধ্যে প্রবেশ করিলাম। অনেক অনুসন্ধানের পর অবশেষে এইখানে দর্শন পাইয়াছি।

যুবক কিয়ৎকাল অন্যমনাঃ হইলেন। পরে কহিলেন,

"লচ্মন্! সেই রমণী তিনটীর কোন অন্বেষণ পাইয়াছ কি"?

ল। "কোন্ রমণী তিনটীর"?

যু। "গত কল্য অপরাহ্নে যবনেরা যাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল"।

লচ্মন্ যুবকের কথার কোন উত্তর না দিয়া পূর্ব্বোক্ত রমণীত্রয়কে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "ঐ রমণী তিনটীকে চিনিয়াছেন কি"?

যু। "চিনিতে পারিতেছি না,—বোধ হয় চকিতের ন্যায় একবার দেখিয়াছি; কিন্তু কোথায় দেখিয়াছি তাহা স্মরণ হয় না"।

ল। "গতকল্য প্রদোষকালে কি ইহাঁদিগকে দেখিয়াছিলেন"?

যু। "কোথায়"?

ল। "গঙ্গাকূলে যবনসৈন্য মধ্যে"।

যু। "ইহাঁরা কি সেই রমণীত্রয়! যাঁহাদিগের জন্য বহুতর যবনের প্রাণ বিনষ্ট করিয়াছি"?

ল। "আজ্ঞা হাঁ"।

যুবক সবিস্ময়ে ফিরিয়া রমণীগণের প্রতি নেত্রপাত করিলেন। দেখিলেন, যথার্থই সেই যবন নিপীড়িতা রমণী তিনটী। তখন ঈশ্বরকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ দিয়া কহিলেন,

"লচ্‌মন্! ইহাঁদিগের জন্য আমার মন সাতিশয় উদ্বিগ্ন ছিল। ভগবানের কৃপায় এক্ষণে সে চিন্তা-ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ করিলাম।—লচমন্! ইহাঁরা বনমধ্যে কিরূপে আসিলেন"?

ল। "আমার বোধ হয়, যখন আমরা যবনদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলাম, সেই সময় দুর্ব্বৃত্তেরা আত্মরক্ষার্থে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়া ছিল। কেহই ইহাঁদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে পারে নাই। সেই অবকাশে পাপিষ্টদিগের অজ্ঞাতে এই বিজন অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন।"

যু। "সে যাহাই হউক, রমণী তিনটী সাতিশয় ক্ষুধিত, তৃষিত, ভীত, দুঃখিত ও শ্রমকাতরা হইয়াছেন। এ অবস্থায় আর কালহরণ করা উচিত হইতেছে না, অতএব তুমি শিবিরে যাইয়া ত্বরায় শিবিকা লইয়া আইস, আমি রমণীগণের নিকটে যাইয়া পরিচিত হই।" বলিয়া যুবক সহসা রমণীত্রয়ের সম্মুখীন হইলেন। লচ্‌মন্ শিবিরে গমন করিলেন।

বিলাপিনী যুবককে দেখিয়া সক্রোধে কহিলেন, "রে পাপিষ্ঠ দুর্ব্বৃত্ত যবন! তোরা এখানেও আমাদিগের অনুসরণ করিয়াছিস্। এখনও কি সেই বিক্রমাদিত্য [যুবক হস্তে তোদের দুষ্কৃতির সমুচিত ফল হয় নাই? দুরাশয়গণ! সতীর সতীত্ব ধর্ম্ম নষ্ট করাই কি তোদের প্রধান উদ্দেশ্য

ও মুখ্য ধর্ম্ম। জানিস্ না, পরলোকে নিরয়গামী হইতে হইবে"।

যুবক যবন ভয়ে ভীতা বিলাপিনীকে নির্ভয় করিবার জন্য কহিলেন, "বিলাপিনি! ক্রোধ সম্বরণ কর, ভয় নাই, আমি যবন নহি, ক্ষত্রিয়। গত কল্য আমি তোমাদিগকে যবন হস্ত হইতে মুক্তি করিয়া দিয়া ছিলাম।—আমিই সেই যুবক"।

যুবকের কথায় ক্রোধান্ধ বিলাপিনীর প্রত্যয় জন্মিল না। কিন্তু আর তাদৃশ উগ্রভাব থাকিল না, অপেক্ষাকৃত নম্রভাবে কহিলেন, "ক্ষত্রিয় হইলে তোমার যুদ্ধবেশ কেন?"

যু। "ইহাই ত রাজন্যগণের পরিচ্ছদ"।

বি। "পূর্ব্বে ছিল, এক্ষণে নহে। অধুনা যবনেরা ঐ বেশ কাড়িয়া লইয়াছে। মহাশয়! আপনি যে যবন নহেন এ কথায় আমার প্রত্যয় জন্মিল না। যদি আপনি ক্ষত্রিয় হন তবে তাহার কোন চিহ্ন আমাকে দেখান"।

যু। "চিহ্ন আমার পরিচ্ছদেই প্রকাশ"।

এই কথা শুনিয়া বিলাপিনী যুবকের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। দেখিলেন, উষ্ণীষে স্বর্ণতারে লেখা (যুবরাজ বিজয়কেতু *)। তদ্দর্শনে বিলাপিনী গলায় বস্ত্র

---

* বিজয় কেতুর প্রকৃত নাম আকানন্দ। শ্রুতিকটু দোষ পরিহার জন্য বিজয়কেতু নাম ব্যবহৃত হইল।

দিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, “যুবরাজ! আমার অপরাধ হইয়াছে। আমি চিনিতে না পারিয়া কুবাক্য বলিয়াছি, অপরাধ মার্জ্জনা করুন্”।

বিজয়। “সে অপরাধ অনেক ক্ষণ মার্জ্জনা করিয়াছি, তজ্জন্য তোমাকে কুণ্ঠিতা হইতে হইবে না”। অনন্তর কিছুকাল অন্যমনস্ক থাকিয়া জিজ্ঞাসিলেন, “তোমার নাম”?

বি। “দয়াবতী”।

বিজ। “বাড়ী” ?

দ। “বালগুা নগরীতে”।

বিজ। ‘তোমার সঙ্গিনী রমণী দুইটী কে’?

দয়াবতী [illegible]নব দ্বারা দেখাইয়া বলিলেন, ‘ইনি বালগুার রা[illegible] [illegible]কেতুর কন্যা—নাম মালতী। অপরটী মালতীর সহচরী—নাম চম্পকলতা’।

বিজয়কেতু শুনিয়া বিস্মিত, স্তম্ভিত ও আনন্দিত হইলেন। অনন্তর জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘তোমরা কোথায় গিয়াছিলে’?

দ। ‘তীর্থ পর্য্যটনে’।

বি। “অধুনা ভারতের চতুর্দ্দিকে যবন সৈন্য পরিভ্রমণ করিতেছে। ভারতবাসীরা সকলই সশঙ্কিত। কখন্ কি ঘটে এই ভয়ে কেহ দিবানিশি নিদ্রা যায় না। এ সময়ে যুবতী

কামিনী সঙ্গে লইয়া তীর্থ পর্য্যটনে যাওয়া যুক্তিসিদ্ধ হয় নাই'।

দ। "আমরা কেবল তীর্থ পর্য্যটনে যাই নাই, কাশীধামে আমাদিগের বিশেষ কোন কার্য্য ছিল, কাশীশ্বরের কন্যার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিবার আবশ্যক ছিল'।

বি। 'সাক্ষাৎ হইয়াছে'?

দ। 'হইয়াছে, কিন্তু না হইলে ভাল হইত'।

বি। 'কেন—কেন'?

দ। "কাশীশ্বর মুসলমান কর্ত্তৃক সিংহাসন ভ্রষ্ট হইয়াছেন। অধুনা রাজপরিবারদিগের যেরূপ দুরবস্থা হইয়াছে তাহা দর্শন করিলে, পাষাণহৃদয়ব্যক্তিরও বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া যায়। আহা! সূর্য্য যাঁহাদিগকে চক্ষে দেখিতে পাইতেন না আজ কাল তাঁহারা অনাথা, পথের কাঙ্গালিনী'।

বি। "কি—কি,—কাশীশ্বর সিংহাসন চ্যুত হইয়াছেন? আমি না কাশীশ্বরের সাহায্যার্থে সসৈন্যে কাশীধামে যাইতে ছিলাম? আর কি করিতে যাইব"। বলিয়া যুবক মস্তক ধরিয়া বিমর্ষ ভাবে ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িলেন।

বিজয়কেতু দুঃখিত অন্তকরণে বসিয়া আছেন, এমন সময় লচ্‌মন্‌সিংহ নিকটস্থ শিবির হইতে তিনখানা শিবিকা সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় আসিলেন।

তখন বিজয়কেতু দয়াবতীকে কহিলেন, "দয়াবতি! শিবিকা আসিয়াছে, যদি তোমাদিগের কোন আপত্তি না থাকে তবে ইহাতে আরোহণ করিয়া রাজমহলের নিকটবর্ত্তী প্রান্তরে আমার যে শিবির সংস্থাপিত আছে, তথায় নির্ভয়ে গমন কর। আর তোমাদিগকে বিপদ্‌গ্রস্থ হইতে হইবে না; তোমরা নিরাপদ হইয়াছ"।

দয়াবতী কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, 'যুবরাজ! যিনি আমাদিগের জীবনদাতা তাঁহার আশ্রয় লইতে আপত্তি কি? আমি দাসী। আপনি আমার আশীর্ব্বাদের পাত্র নহেন, সুতরাং কিরূপে আশীর্ব্বাদ করিব। তবে অদ্য হইতে জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত সর্ব্বদা ঈশ্বরের নিকট এই কামনা করিব যেন আপনি দীর্ঘজীবী হয়েন, কখন যেন বিপদ আপনাকে আশ্রয় না করে, সদা সুখে যেন স্ত্রীপুত্র লইয়া কালক্ষেপ করেন'। এই বলিয়া তিন জনে তিনখানি শিবিকাতে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। অনন্তর বিজয়কেতু ও লচ্‌মন্‌সিংহ উভয়ে একত্রে গমন করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কিছুই চিরস্থায়ী নহে।

জেলা চব্বিশ পরগণার অধীন সবডিবিজন বারাসাতের সীমা অভ্যন্তরে, পূর্ব্বোক্ত বালণ্ডা * নাম্নী নগরী ছিল। দীর্ঘায়ত পরিখা, অত্যুচ্চ ভিত্তি বেষ্টিত একটী ভগ্নাবশিষ্ট দুর্গ রাজা চন্দ্রকেতুর ঐশর্য্যের পরিচয় দিতেছে। দুর্গটী সমচতুষ্কোণ, ত্রি-ভুজ কি বৃত্তাকার নহে, বহুকোণ বিশিষ্ট। অবিকল না হউক, কলিকাতার ফোর্টউইলিয়ম নামক দুর্গের সহিত অনেকাংশে সৌসাদৃশ্য আছে। দৈর্ঘ পরিমাণ সমষ্টি চারি বর্গ মাইল। প্রস্থ, তদপেক্ষা শত হস্তের ন্যূন হইবেক। দুর্গটীর দক্ষিণাংশে প্রশস্ত সিংহদ্বার ছিল। অধুনা লোক ঐ স্থানের নাম 'সিংদরজা' দিয়াছে। দুর্গ মধ্যে একটী প্রকাণ্ড সরোবর † আছে। সরোবরটী সমকোণ চতুর্ভুজ

---

* বালণ্ডা নগরীর নামানুসারে, অধুনা ঐস্থান বালণ্ডা পরগণা বলিয়া বিখ্যাত।

† ঐ সরোবরটী অধুনা চন্দ্রকেতুর দহ। নামে খ্যাত।

ক্ষেত্রাকৃতি গভীর, পাড় বিহীন। পরিধি প্রায় চারি সহস্র হস্ত। কালধর্ম্ম সহকারে উহার উপরি ভাগে এমন একখানি ধাপ্ অর্থাৎ স্তরের উৎপত্তি হইয়াছে যে, তাহা দর্শন করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। স্তরখানি * মীনপূর্ণ নীরাবলম্বী দুর্ভেদ্য। এমন কি বৈশাখ জৈষ্ঠ মাসে নির্ব্বিঘ্নে তাহার উপর দিয়া গো, মনুষ্য, অশ্ব গমনাগমন করিয়া থাকে। গমন কালে ধাপ্খানি আন্দোলিত হইতে থাকে, কিন্তু কোন অনিষ্টোৎপাদন হয় না।

বরিষাকালে দুর্গমধ্যস্থিত ভূমির প্রায় তিন ভাগ জলমগ্ন থাকে। তৎকালে দুর্গটী শ্বেত, নীলপদ্ম ও কৃষীবলাশা নবীন তৃণাভরণে সাতিশয় মনোহর হয়।

এই ধরাধামে সজীব নির্জীব এমন কোন পদার্থ নাই যাহা অবিনশ্বর, সকলকেই কোন না কোন সময়ে করাল কাল কবলে নিপতিত হইতে হইবে। কিছুই চিরস্থায়ী নহে।

---

* চৈত্র বৈশাখ মাসে ধীবরেরা এই স্তর ভেদ অর্থাৎ কুট-কাটিয়া, কই, মাগুর, শোয়াল প্রভৃতি মৎস্য প্রচুর পরিমাণে ধরিয়া থাকে। মৎস্য ধরিবার প্রণালী অতি চমৎকার। কুটকাটা হইলে, কএকজনে ঐ কুটের চতুর্দ্দিকে তল করিতে আরম্ভ করে। কিয়ৎক্ষণ পরে দুই একটী মৎস্য কুটের মুখে আসিয়া দেখা দেয়। তাহাদের কথক কোঁচের আঘাতে, কথক যষ্টির আঘাতে বিনষ্ট হয়।

ধবলাকাশ বিরাজিত নক্ষত্রকুল, জগত-লোচন চন্দ্রসূর্য্য, গগন স্পর্শী অটল শৈলেশ্বর, সর্ব্বদিকব্যাপ্ত সদাগতি, অকূল গভীর রত্নাকর, জগজ্জন হিতৈষিণী বেগবতী স্রোতস্বতী, এই মৃণ্ময়ী দয়াবতী ধরিত্রী সকলকেই আগত কালের কোন সময়ে লয় প্রাপ্ত হইতে হইবে।

যে বালণ্ডানগরী একদা সাতিশয় সমৃদ্ধিশালিনী সুবিখ্যাত ছিল, অধুনা তাহার ঈদৃশী দুর্দ্দশা দর্শন করিলে বক্ষঃ স্থল বিদীর্ণ হইয়া যায়। রাজবাটী আছে—রাজা নাই, রাজপরিবার নাই, পূর্ব্বশ্রী নাই, মৃত্তিকা তরুলতাচ্ছন্ন। ধনাগার * আছে—রক্ষক নাই, অধিকারী নাই এবং কাহার লইবারও উপায় নাই। †

---

* এই ধনাগারটী অদ্যাপিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এরূপ জনরব আছে, প্রচুর অর্থ উহার মধ্যে নিহিত। কিন্তু ঐ জনরব কতদূর সত্য তাহা আমরা অবধারিত বলিতে পারি না। তবে মধ্যে মধ্যে যেসকল প্রমাণ পাওয়া যায় তৎ দৃষ্টে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি সত্য হওয়াই সম্ভব। আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকট এক্ষণে এই প্রার্থনা করিতেছি, গবর্ণমেণ্ট এই জনপ্রবাদের মূল আবিষ্কার করিতে একবার যত্নশীল হউন।

† উক্ত ধনাগারের উপরিভাগ এরূপ কঠিন, কঠোর শ্রমেও একখানি ইষ্টক স্থানভ্রষ্ট করা যায় না!

বিচিত্র দেবালয় * আছে, অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রতিমূর্ত্তি নাই। দীর্ঘায়ত তড়াগ আছে—স্বীয় প্রভুর বিচ্ছেদে যেন শোকে কাহাকেও বদন দেখাইতেছে না, শৈবাল ও পদ্ম-পর্ণ বাসে আচ্ছাদিত। দোলমঞ্চ আছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি নাই, তাহা এক্ষণে ফেরুপালের আবাস ভূমি হইয়াছে।

উপরোক্ত দুর্গে রাজা চন্দ্রকেতুর বসতি ছিল। বিশেষ গণনা করিয়া এই স্থির করিয়াছি, চন্দ্রকেতু বঙ্গীয় ৫০০ অব্দের শেষ ভাগে পৈতৃক সিংহাসনারূঢ় হয়েন। তৎকালীয় মুসলমানদিগের রচিত গোরাচাঁদের পুঁথি ও সমগ্র ভারতবর্ষ ইতিহাসসমূহসার পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায়, চন্দ্রকেতু বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণসেনের অধীন করদ ভূপতি ছিলেন।

খ্রীঃ ৭০৭ অব্দের পূর্ব্বে মুসলমান সৈন্য কখন ভারতবর্ষে আসিয়া ছিল কি না ইতিহাসে তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। খ্রীঃ ৭১৪ অব্দ হইতে মুসলমান জয়পতাকা ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে ক্রমে ক্রমে উড্ডীয়মান হইতে আরম্ভ করে।

* যে স্থানে দেবালয় আছে ঐ স্থানকে এক্ষণে লোক দেউলিয়া বলিয়া ডাকে। গত ১২৮৪ সালের কার্ত্তিকমাসে একটী বিচিত্র মন্দির আবিষ্কার হইয়াছে। তাহাতে যে সকল কারুকার্য্য বিরাজ করিতেছে তাহা দর্শন করিলে পুরাকালের উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু খ্রীঃ ১১৯২ অব্দ পর্য্যন্ত মুসলমানেরা ভারতে অখণ্ডাধিপত্য স্থাপন করিতে পারে নাই। পৃথুরায়ের পতনের পর খ্রীঃ ১১৯৩ অব্দ হইতে দিল্লী নগরীতে মুসলমান রাজত্ব বদ্ধমূল হয়। ইহার পূর্ব্বে যৎকালে দিল্লী নগরী হিন্দু রাজাদিগের শাসনাধীনে ছিল তখন যে ঐ নগরীতে হিন্দুধর্ম্ম-বিদ্বেষী কোন প্রবল মুসলমানের বসতি ছিল এ সিদ্ধান্ত বোধ হয় কাহার মনে আবির্ভাব হইতে পারে না।

গোরাচাঁদের পুথিতে প্রকাশ পাওয়া যায় মহম্মদ গোরাচাঁদ (অধুনা যিনি পীর বলিয়া বিখ্যাত) দিল্লীতে তাঁহার বসতি ছিল।

বঙ্গীয় ৬০৩ অব্দে বখ্‌তিয়ারখিলিজি বঙ্গেশ্বর লক্ষ্ণণ সেনকে সিংহাসনচ্যুত করেন। ৬০৩ অব্দের পূর্ব্বে মুসলমানেরা বঙ্গে প্রভুতা স্থাপন করিতে পারে নাই। বঙ্গ হিন্দুরাজগণের শাসনাধীনে ছিল, তৎকালে কোন বিজাতীয় বিদেশী ভূপতির হস্তগত হয় নাই।

উপরোক্ত কারণ দৃষ্টে ও ধরণীতল মধ্যে যে সকল ভগ্নাবশিষ্ট রাজ অট্টালিকা রহিয়াছে তাহা পরীক্ষা করিয়া আমরা এই স্থির করিয়াছি, চন্দ্রকেতু লক্ষণ সেনের অধীন করদ ভূপতি ছিলেন।

বখ্‌তিয়ারখিলিজি যৎকালে বঙ্গ আক্রমণ করিতে বহির্গত হয়েন, তৎকালে মুসলমানদিগের উৎপাতে ধনীর ধন, মানীর

মান ও সতীর সতীত্ব ধর্ম্ম সংশয়িত হইয়াছিল। এই কালে দয়াবতী, মালতী এবং চম্পকলতা মুসলমানদিগের নিষ্ঠুর হস্তে পতিত হইয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহারা যুবরাজ বিজয়কেতু কর্ত্তৃক পরিত্রাণ পান। তাঁহাদের সঙ্গে যে সকল রক্ষিগণ ছিল তাহারা সকলেই মুসলমানদিগের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গঙ্গাকূল।

প্রান্তরস্থ কোন এক পটগৃহে মালতী ও চম্পকলতা বসিয়া আছেন। পটগৃহ শব্দ শূন্য; কারণ কেহই কোন কথা কহিতেছেন না। মালতীর মন অপ্রসন্ন, মুখ মলিন, দেহ স্থির, দৃষ্টি ধরাকর্ষিত। চম্পকলতার মন প্রফুল্ল, মুখ সহর্ষ, হস্তপদাদি চঞ্চল—কখন হস্ত নাড়িতেছেন, কখন মৃদু মৃদু পদাঙ্গুলি কাঁপাইতেছেন, কখন তির্য্যক দৃষ্টিতে মালতীর মুখালোকন করিতেছেন—আবার অমনি অন্যদিকে ফিরিয়া মুখে কাপড় দিয়া হাসিতেছেন। এবং মনে মনে বলিতে-ছেন, যাহা ভাবিয়া ছিলাম তাহাই ঘটিয়াছে।—আবার

মনে মনে বলিতেছেন, আমার এ সিদ্ধান্ত কি অভ্রান্ত?—হাঁ, তাহাই বটে। নতুবা দিবানিশি অন্যমনস্ক থাকিবেন কেন? এবং রূপ-লাবণ্যই বা দিন দিন মলিন হইবে কেন?—সখী মালতী কি নির্ব্বোধ! লজ্জার বশবর্ত্তিনী হইয়া আমার নিকট আন্তরিক ভাব গোপন রাখিতেছেন।

চম্পকলতা মালতীর মনের কথাটী তাঁহার মুখ হইতে প্রকাশ করিবার জন্য কোন কথা বলিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু বলিতে পারিলেন না; ভাবিলেন, পাছে সেই কথা শুনিয়া মালতী রাগ করেন। আবার স্থির করিলেন, রাগ করিবেন না; কারণ সে কথাটী ত মালতীর হৃদয় বিদারক নহে, শুভ, প্রার্থনীয়। অনন্তর চম্পকলতা কহিলেন, 'সখি মালতি! কেমন সুন্দর রূপ?'

মালতী অন্যমনস্ক ছিলেন, চম্পকলতার কথা শুনিতে পাইলেন না।

চম্পকলতা উত্তর না পাওয়াতে স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, মালতী চিন্তা-সাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন। পুনরায় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'সখি মালতি! কেমন সুন্দর রূপ?'

মালতী এইবার শুনিতে পাইয়া চমকিত ভাবে উত্তর করিলেন, 'কার?'

চ। 'যিনি তোমার মনকে আকর্ষণ করিতেছেন।'

মা। 'আমার মনকে কে আকর্ষণ করিতেছে?'

চ। 'যুবরাজ।'

মা। 'কোন্ যুবরাজ?'

চ। 'কেন, তিনি কি তোমার নিকট অপরিচিত?'

মা। 'পরিচিত হইলে, অবশ্যই চিনিতাম।'

চ। 'তুমি চিনিয়াছ কি না বলিতে পারি না, কিন্তু তোমার মন চিনিয়াছে।'

মা। 'তোমার বাঁকা কথা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। যদি বলিবার কোন আপত্তি না থাকে তবে কোন্ যুবরাজের কথা বলিতেছ স্পষ্ট করিয়া বল।'

চ। 'আমাকে বলিতে হইবে কেন? যুবরাজের নাম, রূপ, গুণ সমস্তই ত তোমার হৃদয়পটে অঙ্কিত রহিয়াছে। একবার মনে মনে পাঠ কর জ্ঞাত হইতে পারিবে।'

মা। 'অঙ্কিত হইলে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব কেন?'

চ। 'ডুবিয়া খাইলে জল দেখা নাহি যায়
কিন্তু লোক লক্ষণেতে পরিচয় পায়।'

মা। 'ডুবিয়া জল খাইব কেন?'

চ। 'বুঝেছি মনের ভাব লুকালে কি রবে
আজ কিম্বা কাল সখি! প্রকাশিতে হবে।'

মা। 'আমার মনের ভাব কি বুঝেছ?'

চ। 'ভাঁড়াইতে পারে লোক আর সবাকারে
ছাপাইতে সঙ্গিজনে কেহ কভু নারে?'

মা। 'আমি ত কোন কথা সঙ্গীকে ভাঁড়াই নাই।'

চম্পকলতা সক্রোধে বলিলেন, 'কি, ভাঁড়াও নাই ?'

মা। 'না।'

চ। 'আমার গা ছুঁয়ে বল দেখি, তুমি যুবরাজ বিজয়কেতুর প্রণয়াকাঙ্ক্ষিনী হইয়াছ কি না ?'

মালতী নিরুত্তরা হইলেন। মস্তক ধরাকর্ষিত হইল। নীরবে বসিয়া অঙ্গুলি-দ্বারা মৃত্তিকা খুঁড়িতে লাগিলেন।

চম্পকলতা মালতীর ভাব ভঙ্গী দেখিয়া হাসিতেছেন এমন সময় দয়াবতী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র মালতী বিমর্ষভাবে কহিলেন, 'ধাইমা! (মালতী দয়াবতীকে দাইমা বলিয়া ডাকিতেন) আমরা আর এখানে কতদিন থাকিব? প্রায় দুই পক্ষ গত হইয়া গিয়াছে, তথাচ বাড়ী যাইবার কোন উদ্যোগ করিতেছ না। কিন্তু আমার মন অত্যন্ত উচাটন হইয়াছে। অধিক আর তোমাকে কি বলিব তিলার্দ্ধ কালও এখানে থাকিতে ইচ্ছা নাই।'

দয়াবতী মালতীকে সস্নেহ বাক্যে কহিলেন, 'দুঃখিত হইতেছ কেন? আমরা শীঘ্রই বাড়ী যাইব।'

মালতী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কবে যাইবে ?'

দ। 'অদ্য—এই দণ্ডেই।'

মা। 'এখান হইতে আমাদিগের বাড়ী অনেক দূর—কিরূপে যাইবে ?'

দ। 'কেন—নৌকারোহণে।'

মা। 'নৌকা কোথায় পাইবে?'

দ। 'যুবরাজের অনুগ্রহে। গঙ্গাকূলে নৌকা আমাদিগের জন্য সজ্জিত রহিয়াছে।'

মা। 'নৌকায় যাইবে?—পথে আবার যদি মুসলমানেরা আমাদিগকে আক্রমণ করে।'

দ। 'করে, যমালয়ে যাইবে।'

মা। 'কে যমালয় পাঠাইবে?'

দ। 'যুবরাজ পাঠাইবেন?'

মালতী ক্ষান্ত হইলেন। চম্পকলতা দয়াবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'যুবরাজ কি আমাদিগের সঙ্গে যাইবেন?'

দ। 'যাইবেন।'

চম্পকলতা মালতীর মুখের দিকে চাহিয়া চক্ষের ইঙ্গিতে যেন কোন কথা তাঁহাকে বলিলেন। অনুমানে বোধ হইল, মালতী সেই কথায় নিঃশব্দে বিকৃত মুখ ভঙ্গীতে চম্পকলতাকে ভৎসনা করিতে লাগিলেন।

দয়াবতী, মালতী, এবং চম্পকলতা তিন জনেপরস্পর কথোপকথন করিতেছেন এমত সময় লচ্মন্‌সিংহ তথায় আসিয়া দয়াবতীকে বলিলেন,—'আপনারা তিন জনে আমার সঙ্গে আসুন, যুবরাজ সুসজ্জিত হইয়া আপনাদিগের জন্য গঙ্গাকূলে অপেক্ষা করিতেছেন।'

দ। 'আপনি অগ্রগামী হউন। আমরা আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছি।'

অনন্তর পটগৃহ হইতে সকলে গঙ্গাতীরে গমন করিলেন।

ভাগিরথী পূর্ণ যৌবনা, চঞ্চলা, তরঙ্গমালা সমাচ্ছন্না। দেখিলে বোধ হয়, যেন যৌবনমদে মাতিয়া উল্লাসে নৃত্য করিতে করিতে বারীশকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছেন।

গঙ্গার উভয় কূল লোকারণ্যময়, কোলাহল পূর্ণ, তরণী-শ্রেণীতে আচ্ছাদিত। নৌকারোহিগণ, কেহ শ্রুতি-মধুর গীত গায়িতেছে, কেহ সেই সুকণ্ঠ গাহকের কণ্ঠ নিঃসৃত গীত এক-তান মনে শুনিতেছে ও মধ্যে মধ্যে 'আহা মরি বেশ' এই কএকটী কথা গাহককে পুরস্কার দিতেছে। কেহ আগ্রীবজল-মগ্নাযুবতীর সরদইন্দু নিন্দিত বদন সতৃষ্ণ নয়নে দেখিতেছে, কেহ অবগুণ্ঠণবতী লজ্জাশীলা রমণীর মুখালোকন করিবার জন্য নয়নকে প্রহরী রাখিতেছে।

তটের কোন স্থানে কোন ব্যক্তি মুদ্রিত নয়নে উপবিষ্ট, কোনস্থান কাঁশোর, ঘণ্টা, শঙ্খনিনাদে পরিপূর্ণ, কোনস্থান হরিধ্বনিতে, কোনস্থান 'বম্ বম্' রবে প্রতিধ্বনিত। ভক্তি-ভাবে কেহ নারিকেল কেহ দাড়িম্ব কেহ রম্ভা ফল গঙ্গাকে সম্প্রদান করিতেছে।

নৌকা ক্ষেপণীর বেগে তর, তর, শব্দে যাইতেছে। মালতী নৌকায় বসিয়া প্রফুল্ল মনে গঙ্গাকূলের অপূর্ব্ব শোভা দেখি-

তেছেন। দেখিতে দেখিতে নৌকা গ্রাম, নগর, বন্দর, বন, উপবন অতিক্রম করিয়া একটী সমৃদ্ধিশালিনী নগরীর উপান্তে যাইয়া পৌঁছিল।

সন্ধ্যাদেবী মর্ত্তে অবতীর্ণা হইতে আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে মাঝিরা কূলে নৌকা ভিড়াইল। তরণীশ্রেণী সমাচ্ছন্ন দূরবর্ত্তী গঙ্গাকূল দর্শনে এরূপ বোধ হইতে ছিল, যেন অকস্মাৎ নীরোপরি লোকপূর্ণ অসংখ্য পর্ণশালার উৎপত্তি হইয়াছে। এই সময় দাঁড়ী, মাঝি, আরোহী সকলেই অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কেহ বা কর্দ্দমস্থ কোন কঠিন পদার্থে নৌকার তলদেশ ছিদ্র হইবার আশঙ্কায় জলের গভীরতা খবজীর দ্বারা পরীক্ষা করিতে লাগিল, কেহ বা তটস্থ বৃক্ষে নৌকার কাছী বাঁধিতে লাগিল, কেহ বা অপর নৌকার পেষণে নৌকা ভগ্ন না হয় তন্নিবারণের চেষ্টা করিতে লাগিল, কেহ বা আহাররে দ্রব্য সামগ্রী আহরণার্থে নগর মধ্যে প্রবেশ করিল, কেহ বা পাকের উদ্যোগ করিতে লাগিল। সকলেই আপনাপন নির্দ্ধার্য্য কার্য্যে মনোনিবেশ করিল। সন্ধ্যাবায়ু সেবনার্থে মালতী ও চম্পকলতা নৌকার ভিতর হইতে বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিবা মাত্র একটী ভীষণ শব্দ তাঁহাদের শ্রুতিপুটে প্রবিষ্ট হইল। যে দিকে শব্দ হইতেছিল সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, মূর্ত্তিমান পবন ধূলি ধূসরিত অঙ্গে মালসাট্ মারিতে

মারিতে তাঁহাদিগের অভিমুখে আসিতেছে। তদ্দর্শনে চম্পকলতা মালতীকে কহিলেন, 'সখি! দেখিতেছ কি? ত্বরায় নৌকার মধ্যে প্রবেশ কর—এখানে থাকিলে জলে নিপতিত হইবে—ঘুর্ণিত বায়ুর উৎপত্তি হইয়াছে—ঐ দেখ, ঐ আসিয়া পড়িল।'

মালতী ও চম্পকলতা ত্রস্তভাবে নৌকার মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু প্রবেশ করিতে পারিলেন না, দুইজনেই বাতাসের প্রবলবেগে নৌকা হইতে জলে নিপতিত হইলেন। এইকালে বায়ুবেগে গঙ্গাদেবী এরূপ বেগবতী ও দোলায়মান হইলেন যে পতিত হইবা মাত্র মালতী ও চম্পকলতার কোন চিহ্নও দেখিতে পাওয়া গেল না, চতুর্দ্দিকে হাহাকার রব উঠিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাজসভা।

রাজসভা লোকসমাচ্ছন্ন। কিন্তু নির্জ্জন গিরিগুহার ন্যায় বিরল বোধ হইতেছে; কারণ কাহার মুখ হইতে একটী

কথাও নির্গত হইতেছে না। সকলেরই মন আপনাপন কার্য্যে নিবিষ্ট।

চন্দ্রকেতু মণিমুক্তাখচিত চারু সিংহাসনে আসীন। আকৃতি গম্ভীর, বাহ্যিক লক্ষণে প্রকাশ পাইতেছে যেন মন অস্থির। রাজকার্য্যে মনঃসংযোগ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু চিন্তাধিক্য বশতঃ তাহাতে মন নিবিষ্ট হইতেছে না।

চন্দ্রকেতুর মুখ হইতে এ পর্য্যন্ত একটী কথাও নিঃসৃত হয় নাই, এক্ষণে তিনি প্রধান অমাত্যকে কহিলেন, 'মন্ত্রীবর! কএক দিনাবধি বৃদ্ধভূপতি লক্ষণসেনের কোন সংবাদ না পাওয়াতে আমার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছে। জনরবে শুনিতেছি, কতদূর সত্য বলিতে পারি না, কুতবুদ্দিনের প্রেরিত সেনাপতি বখ্‌তিয়ার খিলিজি নাকি সসৈন্যে বঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছে। বঙ্গেশ্বর ভীরুস্বভাব, বৃদ্ধ এবং যুদ্ধ বিষয়ে অনভিজ্ঞ। মুসলমানেরা বলিষ্ঠ, কষ্টসহ, রণদক্ষ, বিশেষ সাতিশয় কপট ও হিন্দুধর্ম্মবিরোধী। অনেক হিন্দু ভূপতি তাহাদিগের নিকট পরাজিত হওয়াতে দুর্ব্বৃত্তেরা জয়মদে মাতিয়া ভারতবাসিগণকে পদদলিত করিতেছে। কেহই পাপিষ্ঠদিগের দমনের চেষ্টা করিতেছে না। কি আক্ষেপের বিষয়! ভারতমাতা চিরকাল স্বাধীন থাকিয়া আজ কিনা পরাধীনতা নিগড় পদে ধারণ করিলেন? ক্ষত্রিয় ভূপতিগণ যে কি ভাবিয়া এ অবমাননা সহ্য করিতেছেন, চিন্তিয়া কিছুই

স্থির করিতে পারিতেছি না। তাঁহারা কি একবার ভাবিতেছেন না, স্বাধীনত্ব গেলে যবনদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতে হইবে? যখন এরূপ ঘটিবে তখন তাঁহাদিগের শ্রেষ্ঠ পদাভিমান ও বাহুবলের গরীমা কোথায় থাকিবে। মন্ত্রীবর, ভাব দেখি কি শোচনীয় বিষয় ঘটিয়াছে!

ভারতে কোটি কোটি হিন্দু থাকিতে কতিপয় বিদেশী মুসলমান আসিয়া অল্প ক্লেশেই জয়লাভ করিল। সকলে একমত হইয়া তাহাদিগকে ভারত হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারিল না। চিরকালের মত স্বাধীনতা-ধন বিসর্জ্জন দিয়া দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল, তথাচ চিরশত্রুর উচ্ছেদ সাধনে একবার যত্নশীল হইল না। অধুনা ভারতের যেরূপ অবসন্ন অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে যে জরাজীর্ণ স্থবির ভূপতি রণোৎসাহী যবন বেগ নিবারণ করিতে পারেন এমন বিশ্বাস হয় না। তাঁহার অধঃপতনে আমাদিগকেও তাঁহার অনুগামী হইতে হইবে।'

মন্ত্রী কহিলেন, 'মহারাজ! কি কারণে ভাবি অনিষ্ট আশঙ্কায় মনকে প্রপীড়িত করিতেছেন? বঙ্গেশ্বরের জন্য আপনি চিন্তিত হইবেন না। তিনি স্বীয় অসংখ্য সেনাবলে বিশাল রাজ্য আয়ও রাখিতে পারিবেন। যবনেরা কখনই তাঁহার প্রতাপ রাশির ন্যূনতা করিতে সক্ষম হইবে না। যবনপরাজিত ভূপতিগণ এই উদ্যোগে শত্রুবল খর্ব্ব করিতে

অধ্যবসায়ী হইবেন, কেহই বৈরনির্য্যাতনে পরাঙ্মুখ হই-বেন না।'

চ। 'সিংহাসনভ্রষ্ট মহীপালেরা যবন প্রতিকূলে শস্ত্রপাণি হইবেন, একথা ভ্রমেও মনে স্থান দিয় না। ওটী বর্ত্তমান হিন্দুদিগের স্বভাবের একান্ত বিপরীত। আধুনিক হিন্দুরাজগণ একতা বিরহিত, এবং বীর্য্যহীন, বিলাসপ্রিয়। কাহারও কণিকা মাত্রায় বিষ নাই; অথচ কুলার ন্যায় চক্রধর হয়। মন্ত্রীবর! তুমি অবধারিত জানিও কেহই লক্ষণসেনের সহায়তা করিবেন না; বরং বিপক্ষের আশ্রয় লইবেন।'

ম। 'বঙ্গেশ্বরের অন্যের আনুকূল্যের আবশ্যক নাই, তিনি স্বীয় সেনাবলে মুসলমানদিগকে দূরীভূত করিতে সক্ষম হইবেন।'

চ। 'বীর্য্যহীন গমনাক্ষম ব্যক্তি বদ্ধপরিকর হইয়া রণদুর্নিবার যবন সম্মুখীন হইবেন, একথা নিতান্ত অসম্ভব। সাহসের উপর নির্ভর করিয়া অস্ত্রধারী হইলেই বা কি হইবে? বসুমতী বীরাধীনা, তিনি কখনই বীর্য্যহীন পুরুষাশ্রয় গ্রহণ করেন না।'

ম। 'আপনি যতই কারণ দর্শান, যবনেরা কখনই অক্লেশে জয়লাভ করিতে পারিবে না।'

চ। 'কে ক্লেশপ্রদ হইবে?'

ম। 'কোন না কোন সংগ্রামকুশল ব্যক্তি।'

চ। 'কর্ণধার বিহীন তরণী কতক্ষণ ভাসমান থাকিতে পারে? তুমি জানিও স্বচক্ষে যে কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করা না যায় তাহা কখনই সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। আমি দিব্য চক্ষে উপস্থিত বিপদের চরম ফল দেখিতেছি, এ যাত্রা বঙ্গবাসীর নিস্তার নাই। কিন্তু তাই বলিয়া হতাশ্বাস হওয়াও উচিত নহে; যতক্ষণ ক্ষমতা থাকিবে ততক্ষণ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে হইবে, পরে রক্ষা হওয়া না হওয়া দৈবাধীন।—মন্ত্রিবর! আমার বোধ হইতেছে, দৈবক্রোধে উপস্থিত বিপদ-বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে। মঙ্গলাচরণ কার্য্যানুষ্ঠানে দৈবক্রোধ শান্তি করিতে পারিলে অবশ্যই এ ঘোর বিপত্তি হইতে মুক্তিলাভ হইবে।'

ম। 'মহারাজ! সে ত অসৎকার্য্য নহে, আমাদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য।—করিবার ব্যাঘাত কি?'

চ। 'তবে কুলপুরোহিতকে আনিতে একজন লোক প্রেরণ কর।' এই বলিয়া চন্দ্রকেতু সভা হইতে অন্তঃপুরে গমন করিলেন, সভা ভঙ্গ হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আমি কোথায় ?

পবন সম্বন্ধে অনেক মত ভেদ।—পৌত্তলিকেরা বলেন, পবন তেত্রিশ কোটি দেবতাদিগের মধ্যে একজন অপরিমেয় বলশালী নরারাধ্য দেবতা।

পদার্থবিদ পণ্ডিতেরা বলেন, "ক্ষিতাপ তেজঃ মরুত ব্যোম" এই পঞ্চ ভূতের মধ্যে পবন একটী রূঢ় পদার্থ।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন, অক্সিজন ও নাইট্রজন প্রভৃতির যোগে বাতাসের উৎপত্তি হয়।

পবন দেবতাই হউক, আর রূঢ় পদার্থ ই হউক, কি রূঢ় পদার্থ নাই হউক, আমাদিগের তৎসম্বন্ধে কোন প্রতিবাদ নাই। আমরা উহার কার্য্য যতদূর চক্ষে দেখিয়া জ্ঞাত হইয়াছি সেই পর্য্যন্ত বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম।—পবন যখন ঘূর্ণিতবায়ু রূপে পরিণত হয় তখন লতা, পাতা, ধূলি ইত্যাদিতে ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ ও অকথনীয় বল প্রকাশ করে এবং নৌকাবোহী, অশ্বারোহী, শিবিকারোহীদিগের প্রাণের বিষম শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। ঘূর্ণিতবায়ুর গতি সরল। কোন স্থানে উদ্ভূত হইয়া পরে এক দিক্ দিয়া চলিয়া যায়;

সেই দিকে যে সকল বৃক্ষ ও ঘর থাকে, তাহাদিগের অধিকাংশই ভূমিসাৎ হয়। এই সকল বৃত্তান্ত আমরা সন ১২৭৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে চক্ষে দেখিয়া জ্ঞাত হইয়াছি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদের শেষভাগে বলা হইয়াছে, চম্পকলতা, মালতী ঘূর্ণিতবায়ুর ধাক্কায় জলে নিপতিত হইলেন, চতুর্দ্দিকে হাহাকার রব উঠিল। কেন সে রব উঠিল?—চম্পকলতা ও মালতীর জন্য?—তাহা নহে। তবে কিসের জন্য?—ঘূর্ণিত বায়ুর নিষ্ঠুর কার্য্যের জন্য।

গঙ্গাকূলে যে সকল নৌকা নোঙ্গর করা ছিল, ঘূর্ণিতবায়ুর ধাক্কায় কাছী কাটিয়া ঐ সকল নৌকা তীরের গতিতে উহার অগ্রে অগ্রে ছুটিতে লাগিল। অনন্তর কিয়দ্দূর যাইয়া কথক কথক পরস্পর ঠেকাঠেকি হইয়া ডুবিতে লাগিল, কথক কথক যথায় ছিল তথায় অমনি তলদেশ দেখাইতে লাগিল, সুতরাং চতুর্দ্দিকে হাহাকার রব উঠি[illegible]

যৎকালে ঘূর্ণিতবায়ুর উৎপত্তি হয় তখন বিজয়কেতু নৌকায় ছিলেন না। মাঝিরা কূলে নৌকা ভিড়াইলে, নৌকা হইতে অবতীর্ণ হইয়া কোন কার্য্যবশতঃ নগর মধ্যে গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে কেবল একজন সহচর ছিল। সহচরের নাম রসিকরাজ।

বিজয়কেতু ও রসিকরাজ নগর হইতে ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলেন, যেখানে নৌকা সকল ছিল, সেখানে একখানিও

নৌকা নাই, মনুষ্যের গতায়াত নাই, দাঁড়ী, মাঝি ও আরোহিগণের মুখ নিঃসৃত কোলাহল নাই, মাংসাশী শিবাগণ চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছে। এই সকল দর্শনে বিজয়কেতু বিস্মিত হইলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন আমার কি দিক ভ্রম উপস্থিত হইয়াছে? আমরা কোথায় আসিলাম? আমরা যে স্থান হইতে গিয়াছিলাম একি সেই স্থান? সেই স্থান হইলে, যাহা দেখিয়া গিয়াছিলাম তাহার কোন চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে না কেন? বোধ হয় এ সে স্থান নহে, অন্যমনস্কতা প্রযুক্ত পথ ভুলিয়া অন্য কোন অপরিচিত স্থানে আসিয়াছি।

এবম্প্রকার বিতর্কের পর রসিকরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রসিকরাজ! আমরা কোথায় আসিয়াছি?"

র। "যেখান হইতে গিয়াছিলাম, সেই খানেই আসিয়াছি।"

বি। "সেই স্থান হইলে, নৌকা সকল কোথা গেল?"

র। "আমার বোধহয় এ স্থানে কোন আশঙ্কা আছে, সেই কারণে মাঝিরা এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া নিকটবর্ত্তী অন্য কোন নিরাপদ স্থানে নৌকা লইয়া গিয়াছে।

রসিকরাজের কথা বিজয়কেতুর মনে তাদৃশ যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইল না এবং নিজেও প্রকৃত ঘটনা কি, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে রসিকরাজের কথার

অনুবর্ত্তী হইয়া যে দিকে স্রোত প্রবাহিত হইতে ছিল, গঙ্গার ধার দিয়া সেইদিকে গমন করিলেন।

বিজয়কেতু অগ্রে, রসিকরাজ পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতেছেন। একে ঘোর অন্ধকার, তাহাতে আবার মন অত্যন্ত চঞ্চল, এবং যে স্থান দিয়া যাইতেছেন তাহাও অসমতল, কাযে কাযেই গমন সাতিশয় কষ্টকর হইয়া উঠিল।

উভয়ে নীরবে যাইতেছেন, ইতিমধ্যে বিজয়কেতুর দক্ষিণ পায়ে যেন কোন কোমল বস্তুর আঘাত লাগিল। আঘাত লাগিবা মাত্র তথায় দাঁড়াইলেন। হাত দিয়া দেখিলেন, একটী মনুষ্য দেহ পড়িয়া রহিয়াছে। ভাবিলেন, ইহা কি সজীব না নির্জ্জীব? সজীব হইলে এই পঙ্কিল স্থানে পড়িয়া থাকিবে কেন? বোধ হয় এ ব্যক্তির কোন নিকট আত্মীয় কি স্ত্রীপুত্র নাই, প্রাণবিয়োগ হইলে, গ্রামবাসীরা এইখানে ফেলিয়া গিয়াছে।

বিজয়কেতু দণ্ডায়মান। যদিচ অন্ধকার বশতঃ কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না তথাচ আঁখিযুগল সম্মুখস্থিত নরদেহ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট। মন তর্ক-নীরে নিমগ্ন, দেহ নিস্পন্দ। কর্ণ যেন কোন শব্দ শুনিবার জন্য স্থির।

কিয়ৎক্ষণ পরে কোন ব্যক্তির নিশ্বাসের শব্দ শুনিতে পাইলেন। শুনিবা মাত্র অমনি সেইদিকে দক্ষিণ কর্ণ ফিরাইলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই ভাবে থাকিলেন, কিন্তু

কিছুই আর শুনিতে পাইলেন না। শব্দ শুনিয়া আনন্দ, বিস্ময় ও করুণা বিজয়কেতুর অন্তঃকরণে যুগপৎ বদ্ধমূল হইল। আর তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না, মনুষ্য দেহটী সজীব কি নির্জীব জানিবার জন্য যত্নশীল হইলেন।

নাশারন্ধ্র পথে হাত দিলেন। হাত দিবা মাত্র যেন করতলে উষ্ণ বায়ুর আঘাত হইল। তাহাতে বুঝিতে পারিলেন, এখন পর্য্যন্ত প্রাণবিয়োগ হয় নাই, ধীরে ধীরে শ্বাস পবন প্রবাহিত হইতেছে।

যে স্থানে মুমূর্ষু ব্যক্তি পড়িয়া ছিল, সেই স্থান গঙ্গাজল মিশ্রিত তরল কর্দ্দম ময়। আর্দ্র স্থানে থাকিলে, পাছে কোন উপসর্গ উপস্থিত হয়, সেই আশঙ্কায় বিজয়কেতু ও রসিকরাজ উভয়ে ধরাধরি করিয়া কোন এক সিকতাময় শুষ্কস্থানে আনিলেন। অনন্তর সাধ্যানুসারে তাহার জীবন দানের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

শুষ্কস্থানে আনিবার অগ্রে মুমূর্ষু ব্যক্তি রমণী কি পুরুষ বিজয়কেতু কিছুই জ্ঞাত হইতে পারেন নাই কিম্বা জ্ঞাত হইবার চেষ্টাও ছিল না; জীবিত কি মৃত দেহ তিনি কেবল তাহাই স্থির করিতে ব্যস্ত সমস্ত ছিলেন। যখন বহন করিয়া আনেন তখন দীর্ঘ আলুলায়িত কেশজাল তাঁহার গাত্র স্পর্শ করাতে জ্ঞাত হইলেন, একটী রমণী-রত্নকে বহন করিতেছেন।

রমণী কে, এবং কেনই বা গঙ্গাকুলে পতিত, বিজয়কেতু

তাহার কারণ জানিতে একবারও ইচ্ছা করিলেন না। কিসে সেই রমণী মৃত্যুর হাত হইতে মুক্তি পান, কিসে সংজ্ঞা লাভ করেন, তিনি কেবল তাহারই উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন।

অনেক পরিশ্রমের পর বিজয়কেতুর মহৎ অভিপ্রায় ফলবান্ হইল। রমণী ক্রমে ক্রমে চৈতন্য লাভ করিলেন। বিকলেন্দ্রিয় সকল স্ববশে আসাতে ধীরে ধীরে তাহা নাড়িতে লাগিলেন। জ্ঞানোদয় হওয়াতে পরিহিত শিথিল বসন ও ইতস্ততঃ বিলুণ্ঠিত নিবিড় চিকুর-পাশ যথা স্থানে বিন্যস্ত করিতে সচেষ্টিত হইলেন। কিন্তু শরীরের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত সে চেষ্টা বিফল হইয়া গেল।

যখন বসনাদি যথা স্থানে স্থাপন করিতে বৃথা চেষ্টা পাইতেছিলেন, তখন নভোমণ্ডল বারিদজালাচ্ছন্ন ছিল না ও নিশা অবসান হওয়াতে পূর্ব্বদিক কিঞ্চিৎ পরিষ্কার হইয়াছিল। বিজয়কেতু দেখিতে পাইলেন, রমণী হস্তপদাদি সঞ্চালন করিতে এক একবার যত্ন করিতেছেন। তদ্দৃষ্টে তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "এখনও তোমার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল, হাত পা সঞ্চালন জনিত ক্লেশে পুনরায় মূর্চ্ছাগত হইতে পার, যতক্ষণ শরীর সবল না হয় ততক্ষণ স্থিরভাবে থাক, নড়িবার আবশ্যকতা নাই।"

রমণী অতি ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, "মহাশয়! কণ্ঠস্বরে বুঝিলাম আপনি পুরুষ—আপনি কে?"

বি। "আমি যে হই এক্ষণে তোমার জানিবার আবশ্যকতা নাই, সুস্থ হইলে পরে জানিতে পারিবে।"

র। "আমি কোথায়?"

বি। "গঙ্গাতীরে।"

রমণীটী কি কারণে ওরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইয়াছিলেন একাল মধ্যে বিজয়কেতু তাহার কোন পরিচয় পান নাই; এক্ষণে তিনি তদ্বিষয় জ্ঞাত হইতে ব্যাগ্র হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "অনুমানে বুঝিতেছি, তুমি কোন সম্ভ্রান্ত কুল-কামিনী হইবে—তোমার এরূপ দুর্দ্দশা হইল কেন?"

র। "মহাশয়! সে অত্যন্ত শোচনীয় বিষয়"—

আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু বলিতে পারিলেন না, কোন কথা স্মরণ হওয়াতে মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। তদ্দর্শনে বিজয়কেতু অন্যদিকে মন নিবিষ্ট করিলেন। তাঁহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিষ পান।

দুই জন লোক অগ্র-পশ্চাৎ হইয়া যাইতেছে। অগ্রগামী ব্যক্তি স্থূল কায়। দেহের উচ্চতা পরিমাণ হাতের চারি হাত। মাথায় একগাছিও চুল নাই—পদ্ম-পর্ণবৎ মসৃণ। নাকের আগা হইতে কপালের শেষ সীমা পর্য্যন্ত একটা দীর্ঘ ফোঁটা। ফোঁটার বর্ণ দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয় গঙ্গার তরল পাঁকে তাহার সৃষ্টি হইয়াছে। পরিধান কাপড় ও উত্তরী মাতৃ পিতৃ বিয়োগী ব্যক্তির অঙ্গে যেরূপ ভাবে থাকে তদ্রূপ ভাবে রহিয়াছে। গলায় এক গোছা যজ্ঞ সূত্র—পরিষ্কারে ধোপ দাস্ত কাপড় লজ্জা পায়।

ব্রাহ্মণের পশ্চাদ্গামী ব্যক্তির মাথায় ঢাকনী বিহীন একটা তল্পী। তাহাতে দেখা যাইতেছে, উহা হাড়ী, পাঁজি, পুথি ইত্যাদিতে পূর্ণ; সুতরাং অত্যন্ত ভার হইয়াছে।

ভার প্রযুক্ত তল্পীদার যাইতে অশক্ত হইল। ব্রাহ্মণকে কহিল, "ঠাউর মোশাই! মুই বুঝি আর টল্পী বতে পাল্লাম না, টল্পীর ভারে মোর গা কেঁপ্‌ত্তেছে, একটু দৈঁড়িয়ে একবার ধর, মুই টল্পী নামাই।"

সেই কথায় ব্রাহ্মণ ফিরিয়া দাঁড়াইল। কিছু রাগত ভাবে কহিল, "মহানাদ এখান হতে অনেক দূর—ইহার মধ্যেই অশক্ত হলি ?"

ত। "(দাদা গাছ্ কাটে দিদি পাণি হেন দেখে)—তোমার কি ? তুমি মোজাটা করে—এম্‌নি করে, গা হেলে ডুলে নাজার নাগাদ যাচ্ছো। মোর প্রাণটা বোঝার গুতোয় ধড় ফড় ধড় ফড়্ কচ্চে। মুই ভুঝি বতি পাল্লাম না।"

ব্রা। পার্‌বি ?—আর কিছু দূর চল্—ঐ দেখ্, দোকান দেখা যাইতেছে ; ঐ খানে যাইয়া, তল্পী নামাইয়া দিব।"

ত। মুই ত আর বলদ না, ঝে হে—হো ফাঁজি—ফুথি হাড়ী—কুড়ো ছাই—পাঁশ বব, যেম্‌নে চেলিয়ে নেযাবা তেম্‌নে যাবো। না ধর মুই টপ্পী ফেলাই।"

ফেলিয়া দিবার কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের মুখ শুকাইয়া গেল। পাছে ফেলিয়া দেয় এই ভয়ে ব্রাহ্মণ দৌড়িতে দৌড়িতে বলিতে লাগিল, "না—না—ফেলিস্ না—ফেলিস্ না—একটু ধৈর্য্য ধর—আমি যাচ্ছি।"

ব্রাহ্মণ নিকটে যাইয়া তাহার মাথা হইতে তল্পী নামাইয়া দিল।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে তল্পীদার তল্পীস্থিত একটী হাড়ী ব্রাহ্মণকে দেখাইয়া দিয়া বলিল, "ঠাউর মোশাই! হের মর্দ্দি কি গা ?"

সেই হাড়ীতে সন্দেশ ছিল। ব্রাহ্মণ ভাড়াইয়া কহিল, "উহার মধ্যে সর্প।"

তল্পীদার জিজ্ঞাসা করিল, "ঝার নাম কল্লে ও কি লোকে খায়?"

ব্রা। "উহাকে লোকে খায় না, উহা লোক্‌কে খায়।"

ত। "কেম্‌নে খায়?"

ব্রাহ্মণ ডান হাত ফণাধরের ন্যায় করিয়া বলিল, "এইরূপ আকৃতিতে ফোঁস করিয়া খায়।"

ত। "তেবে কি হাড়ীর মর্দ্দি সাপ ভবে নেখেচ? বাপ্‌রে সাপ্‌—সাপ্‌! গড়ুড়—গড়ুড়—গড়ুড। (অস্তি কঁস্ম মার্ণীর মাতা, ভেগে বাসুকি স্তথা, জরাৎ কারু মার্ণীর পেতনী, মোন্সা দেভী নমঃ স্তুতে)। গড়ুড়—গড়ুড়—গড়ুড়।"

ব্রাহ্মণ তল্পীদারকে বলিল, "হরিদাস! (জাতিতে গোপ) আর বেলা নাই, অনেক দূর যাইতে হইবে, ভট্টাচার্য্য মহাশয় আসিয়া আমা- দিগকে বসিয়া থাকিতে দেখিলে রাগ করিবেন, অতএব চল আমরা এখান হইতে চলিয়া যাই।"

হরিদাস। "মুই আর টল্পী বতি পারবো না।"

ব্রা। "কেন?"

হ। "মোরে সাপে খেয়ে ফেলাবে।"

ব্রা। "যাতে খেতে না পারে এমন একটী ঔষধ তোকে দেই।"

হ। "কি অষুধ ?"

ব্রা। "এক ছিলিম গাঁজা।"

হ। "কই-কই-কই। ঠাউর মোশাই! দেওনা গা ?" ব্রাহ্মণ এক ছিলিম গাঁজা দিয়া বলিল, "তবে এক্ষণে চল্ ?"

হ। "যাই—ঠাউর মোশাই! ও হাড়ীতে কি ?"

সেই হাড়ীতে ক্ষীর ছিল। ব্রাহ্মণ কহিল, "উহাতে বিষ—দেখিস্ যেন ঐ দুইটী হাড়ী ছুস্‌নে ?"

"না" বলিয়া হরিদাস তল্পী মাথায় করিয়া ব্রাহ্মণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। যাইতে যাইতে হরিদাস এক একটী করিয়া সর্পের প্রাণ বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিল। যখন দেখিল সমস্ত সর্প নিঃশেষ হইয়াছে তখন অমনি হরিদাসের পায়ে একটী আঘাত লাগিল। আঘাতের ধাক্কায় মাথা হইতে সর্পের হাড়ী ভূমে পড়িয়া গেল। সুতরাং পড়িবা মাত্র হাড়িটী শত খণ্ডে ভাঙ্গিয়া গেল।

ব্রাহ্মণের কর্ণে হাড়ী ভাঙ্গার শব্দ প্রবেশ করিল। শব্দানুসারে ফিরিয়া দেখিল, একটী হাড়ী খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূমে পড়িয়া রহিয়াছে, হরিদাস তল্পী নামাইয়া "বাবা-রে, মলাম রে" বলিয়া নাকে কাঁদিতেছে।

তদ্দর্শনে ত্রস্ত ভাবে ব্রাহ্মণ তাহার নিকটে যাইয়া দেখিল, একটীও সর্প নাই, হাড়ী খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূমে গড়াগড়ি যাইতেছে। সর্প নাই দেখিয়া ব্রাহ্মণের শিরে যেন সর্প

দংশন হইল। সেই বিষের জ্বালায় ছট ফট করিতে লাগিল। অনন্তর অকাল মেঘ গর্জ্জনবৎ স্বরে জিজ্ঞাসিল, "হরিদাস! সর্প কোথা গেল?"

হরিদাসের সৌভাগ্য ক্রমে তথায় একটী গর্ত্ত ছিল। সে সেই গর্ত্ত দেখাইয়া কহিল, "সাপ এই গর্ত্তের মদ্দি গেছে।"

সেই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের আর রাগ সহ্য হইল না। বাম হাতে হরিদাসের কেশাকর্ষণ করিয়া ডান হাতে পটাং পটাং শব্দে চটি জুতার আঘাত করিতে লাগিল। আঘাতের জ্বালায় হরিদাস চিৎকার করিতে আরম্ভ করিল। সে চিৎকার শুনিয়া ব্রাহ্মণের মন দয়ার্দ্র হইল না; বরং ক্রোধ বহ্নি আরো দ্বিগুণ বেগে জ্বলিয়া উঠিল।

মারিতে মারিতে যখন ব্রাহ্মণের হাত ব্যাথা হইল, তখন হরিদাস পরিত্রাণ পাইল। তদপরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ঠাউর মোশাই! মুই কোন খাট করিনি, মোরে অবিচারে মেলে, মুই আর এ প্রাণ রাখ্‌বো না, মুই ঐ হাড়ীর বিষ খেয়ে প্রাণ ত্যাজ্‌বো।" বলিয়া হরিদাস ক্ষীরের হাড়ী খুলিয়া দুই হাতে বিষ পান করিতে লাগিল। হরিদাসকে বিষ পান করিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণ মাথায় হাত দিয়া ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কি হইয়াছে ?

হরিদাস মনের সাধে ক্ষীর খাইতেছে, ব্রাহ্মণ অবাক্ হইয়া একদৃষ্টে তাহা দেখিতেছে, এমন সময়ে বিজয়কেতু তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গলায় পৈতা, কপালে গঙ্গা-মৃত্তিকার ফোঁটা, তল্পীতে পাঁজি, পুথি ও কুশাসন, পায়ে চটি জুতা, হাতে নাসদানি রহিয়াছে দেখিয়া বিজয়কেতু ব্রাহ্মণকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার দিকে একবার ফিরিয়াও দেখিল না, অন্যমনস্ক হইয়া পূর্ব্ববৎ রহিল।

বিজয়কেতু মহানাদ যাইতেছিলেন। তিনি আর কখন মহানাদে যান নাই, সেজন্য মহানাদের পথ জ্ঞাত ছিলেন না। ব্রাহ্মণকে অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! মহানাদে কোন্ পথে যাইব ?"

ব্রাহ্মণ কোন উত্তর করিল না। বিজয়কেতু ভাবিলেন, ব্রাহ্মণ শুনিতে পান নাই। একটু উচ্চৈস্বরে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! মহানাদে কোন্ পথে যাইব ?"

এবারও কোন উত্তর পাইলেন না। মনে মনে স্থির

করিলেন, ব্রাহ্মণের শ্রবণশক্তি তত প্রখর নহে, তাই আমার কথা শুনিতে পাইতেছেন না। বোধ হয়, কাণের কাছে উচ্চৈস্বরে জিজ্ঞাসা করিলে শুনিতে পাইবেন। কাণের নিকটে যাইয়া উচ্চৈস্বরে জিজ্ঞাসা কবিলেন, "মহাশয়! মহা· নাদ কোন পথে যাইব?"

এতক্ষণ পরে ব্রাহ্মণের দৃষ্টি তাঁহার দিকে ফিরিল। উত্তর করিল, "যা, ভেণ্ ভেণ্ করিস্‌নে।"

বিজয়কেতু ব্রাহ্মণের সন্নিকটে ছিলেন। উত্তর শুনিয়া অন্তরে গিয়া দাঁড়াইলেন, আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করি-লেন না।

বিজয়কেতু এতক্ষণ হরিদাসকে দেখিতে পান নাই। যখন অন্তরে গিয়া দাঁড়ান সেই সময় দেখিলেন হরিদাস ক্ষীরের হাড়ীর সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে, ব্রাহ্মণ একদৃষ্টে সেই হা· ড়ীর দিকে চাহিয়া রহিয়াছে—পলক পড়িতেছে কি না সন্দেহ। তদ্দৃষ্টে তিনি ব্রাহ্মণের মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন। এইকালে বিজয়কেতু অকস্মাৎ পশ্চাতের দিকে ফিরিলেন। দেখিলেন, একজন শুভ্র জটাধারী ব্রাহ্মণ পশ্চাতে দণ্ডায়মান। জটাধারীর মূর্ত্তি প্রশান্ত, দেহ খর্ব্বাকার, স্থূল। শ্মশ্রু আনাভি লম্বিত। গলদেশ রুদ্রাক্ষমালায় শোভিত। দেখিবামাত্র বিজয়কেতুর মনে এই হইল, ধর্ম্ম যেন নরদেহী হইয়াছেন। অনন্তর বদ্ধাঞ্জলি হইয়া জটাধারীকে প্রণাম করিলেন।

জটাধারী অমনি দক্ষিণ বাহু তুলিয়া "দীর্ঘজীবী হও" বলিয়া বিজয়কেতুকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তদপরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! তুমি কে?"

বিজয়কেতু উত্তর করিলেন, "প্রভু! আমি পথিক, জাতিতে ক্ষত্রিয়। বিশেষ কোন কার্য্যবশতঃ মহানাদে যাইতেছি। কিন্তু মহানাদ কোন্ পথে যাইতে হইবে তাহা আমি জ্ঞাত নহি, সেই কারণে এই স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া কোন সৎসঙ্গীর জন্য প্রতীক্ষা করিতেছি।"

জটাধারী জিজ্ঞাসিলেন, "তোমার নাম?"

বিজয়কেতু উত্তর করিলেন, "আমার নাম বিজয়কেতু।"

নাম শুনিয়া জটাধারী সবিস্ময়ে, আনন্দে তাঁহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। কিন্তু চিনিতে পারিলেন না, মন মধ্যে সন্দিহান হইলেন ও বিবিধ বিতর্ক করিতে লাগিলেন।—এ কি সেই বিজয়কেতু যাঁহার কথা রাজপুত্রীর সহচরীর মুখে শুনিয়াছিলাম? যদি এ ব্যক্তি যথার্থই সেই বিজয়কেতু হন তবে যত্নপূর্ব্বক ইহাঁকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতে হইবে; কারণ রাজপুত্রী ইহাঁর জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছেন। বিশেষ যৎকালে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় হইয়া আসি তখন তাঁহার সহচরী অতি কাতরে আমাকে বলিয়া দিয়াছিল, পুরোহিত মহাশয়! যদি যুবরাজ বিজয়কেতুর সহিত আপনার সাক্ষাৎ হয়—(বোধহয় হইবে;

কেন না আমার কথা মতে তিনি নিশ্চয়ই মহানাদে আপনার বাড়ীতে যাইবেন)—তবে অনুগ্রহ করিয়া যত্নপূর্ব্বক তাঁহাকে আপনার বাড়ীতে রাখিয়া আমাকে সংবাদ দিবেন। অনন্তর জটাধারী বিজয়কেতুকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিলেন, "তোমার বাড়ী?"

বি। "আমার বাড়ী হস্তিনাগড়।"

জটাধারী আর কোন কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া বলিলেন, "বৎস বিজয়কেতু! তুমি মহানাদে যাইবার জন্য চিন্তিত হইও না, আমিও মহানাদে যাইতেছি, অতএব তুমি আমার সমভিব্যাহারে চল। দিবা অবসান, রজনী আগত প্রায়, এ সময় আমার সঙ্গ ত্যাগ করিলে, অপরিচিত স্থানে রজনীকালে যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতে হইবে।" এই কথা বলিয়া জটাধারী অগ্রগামী হইলেন। বিজয়কেতু "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন।

জটাধারী যতক্ষণ বিজয়কেতুর সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন, এ কাল মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণকে দেখিতে পান নাই। দুই কি চারি পা অগ্রসর হইলে দেখিতে পাইলেন, ব্রাহ্মণ বসিয়া ভাণ্ড রুদ্ধ কাল সর্পের ন্যায় নাসা পথ দিয়া ক্রোধসূচক ফোঁস ফোঁস শব্দ নির্গত করিতেছে ও আরক্ত লোচনে মাটি আঁটিয়া এক একবার হরিদাসের দিকে চাহিতেছে, আবার অমনি সে দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া তাঁহার

দিকে চাহিতেছে। তদ্দৃষ্টে জটাধারী দ্রুতপদে নিকট যাইয়া ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসিলেন, "কমলাকান্ত! এখানে ওরূপ ভাবে বসিয়া কেন?"

ইহার পূর্ব্বে জটাধারী কমলাকান্তকে ও হরিদাসকে দেখিতে পান নাই বটে, কিন্তু কমলাকান্ত ও হরিদাস অনেকক্ষণ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিল। দর্শনাবধি কমলাকান্তের ক্রোধানল মনোমধ্যে প্রজ্জলিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, এক্ষণে সক্রোধে উত্তর করিল, "কেন—কেন—কেন, ঐ দেখুন।" বলিয়া কমলাকান্ত জটাধারীকে ক্ষীরের ও সন্দেশের ভগ্ন হাড়ী দেখাইয়া দিল।

জ। "কি হইয়াছে—হরিদাস কি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে?"

ক। "কেবল তাহা নহে, ক্ষীর সন্দেশ সমস্ত উদরসাৎ করিয়াছে।"

জ। "আহারের দ্রব্য আহার করিয়াছে, তাহাতে দুঃখিত হইতেছ কেন? হরিদাস উত্তম কার্য্যই করিয়াছে।

জটাধারীর কথা শুনিয়া কমলাকান্ত বিষণ্ণভাবে অন্যদিকে মুখ ফিরাইল, রাগে আর কোন কথা কহিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে জটাধারী, বিজয়কেতু, কমলাকান্ত ও হরিদাস সকলে একত্রে মহানাদের অভিমুখে গমন করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

গুপ্ত চরের সংবাদ।

চন্দ্রকেতু সিংহাসনে বসিয়া কোন চিন্তা করিতেছেন, এমত কালে এক জন লোক কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অভ্যাগত ব্যক্তি সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে, চন্দ্রকেতু তাহার দিকে নেত্রপাত করিলেন। দর্শন মাত্রই চিনিতে পারিলেন, কারাধ্যক্ষ দণ্ডায়মান। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কারাধ্যক্ষ! দণ্ডায়মান কেন?"

কারাধ্যক্ষ বলিল, "মহারাজ! বলিতে আশঙ্কা হইতেছে, অভয় দান করিলে বলিতে পারি—আমি মহারাজের নিকটে কোন বিষয়ে অপরাধী হইয়াছি।"

চ। "কি নিমিত্ত অপরাধী হইয়াছ?"

কা। "দুর্বৃত্ত রামহাজরা কারাগার হইতে সকলের অজ্ঞাতে পলাইয়া গিয়াছে।"

চ। "কি প্রকারে গেল?"

কা। "তাহা আমরা অগ্রে জ্ঞাত হইতে পারি নাই। অনেক তদন্তের পর এক্ষণে জ্ঞাত হইয়াছি, কারাগারের দক্ষিণ

দিকে একটী গুপ্ত দ্বার ছিল, দ্বারটী জীর্ণ হওয়াতে দুরাশয় কোন প্রকারে তাহা ভাঙ্গিয়া সেই পথ দিয়া পলায়ন করিয়াছে।”

চ। “কতদিন পলায়ন করিয়াছে?”

কা। “কতদিন তাহা ঠিক বলিতে পারি না, প্রায় চারি মাস হইল, কারাগারের প্রহরীর মুখে তাহার পলায়ন সংবাদ শুনিয়াছি।”

চ। “এ সংবাদ এতদিন না দিবার কারণ?”

কা। “অগ্রে আমরা পাপিষ্ঠকে ধৃত করিতে অনেক চেষ্টা পাইয়াছিলাম। ইচ্ছা ছিল, ধৃত করিতে পারিলে এ সংবাদ মহারাজের কর্ণগোচর করিব না; কিন্তু কোন স্থানেও তাহার অনুসন্ধান না পাওয়াতে, অবশেষে মহারাজের সুগোচর করিতে আসিয়াছি।”

যৎকালে চন্দ্রকেতু ও কারাধ্যক্ষ উভয়ে কথোপকথন করেন, তখন মন্ত্রী নিকটে বসিয়াছিলেন। চন্দ্রকেতু তাঁহাকে বলিলেন, “দেখ মন্ত্রি! রাম হাজরা সহজ লোক নহে, তাহার অসাধ্য কার্য্য জগতে কিছুই নাই, সকল কার্য্যই সে অসঙ্কোচ চিত্তে সম্পন্ন করিতে পারে। একে অত্যন্ত কুচরিত্রের লোক, তাহাতে যৎপরোনাস্তি কারাকষ্ট পাইয়াছে, এ অবস্থায় কখনই সে কোন অনিষ্ট চেষ্টা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিবেক না। এবং বৈরনির্যাতনে ক্ষান্ত থাকিবার লোকও সে নহে।

বিশেষ বঙ্গে অধুনা অত্যন্ত গোলযোগ চলিতেছে। অতএব অবিলম্বে তাহাকে ধৃত করিতে যত্নশীল হও, নতুবা অচিরে কোন দুর্নিবার বিপদ রাজ্য মধ্যে ঘটীবেক।”

চন্দ্রকেতুর কথা শেষ হইতে না হইতে একজন গুপ্তচর আসিয়া রাজসভায় উপস্থিত হইল। সভাস্থ সকলের দৃষ্টি তাহার দিকে নিপতিত হইল, সকলের মন গুপ্তসংবাদ শুনিবার জন্য ব্যাগ্র হইল। মন্ত্রী আর কোন কথা বলিবার সময় পাইলেন না এবং চন্দ্রকেতুও সে সময়ে তাঁহার কথা শুনিতে ইচ্ছুক হইলেন না। গুপ্তচরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বার্ত্তাবহ! লক্ষণাবতীশ্বরের কোন সংবাদ জ্ঞাত আছ?”

গুপ্তচর কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, “মহারাজ! জ্ঞাত আছি, কিন্তু তাহা শুভ নহে।”

চ। “কি অশুভ হইয়াছে?”

গু। “লক্ষণাবতীশ্বর মুসলমান কর্ত্তৃক সিংহাসন ভ্রষ্ট হইয়াছেন।”

চ। “অদ্যাবধি ত কোন যুদ্ধ হয় নাই?”

গু। “যুদ্ধ হয় নাই, অথচ মুসলমান কর্ত্তৃক রাজলক্ষ্মী হৃত হইয়াছে।”

চ। “বিনা যুদ্ধে কিরূপে হৃত হইল?”

গু। “মন্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতায়।”

চ। “সে কি করিয়াছিল?”

শু। "সে মুসলমানদিগের পক্ষ গোপন ভাবে যোগ দিয়া বৃদ্ধরাজকে বিবিধ বিভীষিকা দেখাইয়া এরূপ ত্রাসিত করিয়াছিল যে তিনি কিছুতেই মুসলমানদিগের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিতে সাহসী হইতে পারেন নাই। মহারাজ! সে দুঃখের কথা আর কি বলিব, বলিতে হাসি পায়, লজ্জা হয়, দুঃখে বুক ফাটিয়া যায়, ক্রোধ উপস্থিত হয়।—সতের জন অশ্বারোহী সৈন্য আসিয়া অক্লেশে তাঁহাকে সিংহাসন ভ্রষ্ট করিয়াছে।"

সতের জনে সিংহাসন ভ্রষ্ট করিয়াছে শুনিবামাত্র চন্দ্রকেতু বেগে সিংহাসন হইতে দণ্ডায়মান হইলেন। কম্পিত কলেবরে বলিলেন, "ক্ষান্ত হও, আমি আর শুনিতে চাহি না, আমি কাপুরুষ নহি। আমি কাপুরুষ হইলে, উহা কর্ণে শুনিতাম, আনন্দিত হইতাম। বঙ্গ জনশূন্য অরণ্য হউক, বালুকাময় মরুভূমি হউক, জলপ্লাবিত হউক, শৃগালের আবাসভূমি হউক, রসাতলে যাউক, আর বঙ্গের জন্য ভাবিব না, আর বঙ্গের হিতকামনায় সচেষ্টিত হইব না। বঙ্গ যবন অস্ত্রানলে ভস্মিভূত হউক, চতুর্দ্দিকে হাহাকার রব উঠুক।" এই সকল কথা বলিয়া চন্দ্রকেতু অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

জাগ্রত না নিদ্রিতাবস্থায়।

বিজয়কেতু জটাধারী ব্রাহ্মণের বাটীর একটী কক্ষে উপবিষ্ট। কক্ষটী নিতান্ত অপরিষ্কার বা অল্প ব্যয়ে নির্ম্মিত নহে। বাহিরে ও ভিতরে শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

কক্ষ মধ্যে অন্য কোন ব্যক্তি নাই। কাহার সহিত কথা কহিবেন? একাকী উপবিষ্ট থাকিয়া বিজয়কেতু মনের সঙ্গে কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন,—বন, উপবন, নগর, পল্লী, গিরিকন্দর, গঙ্গার উভয়কূল সমস্তই তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিলাম, কোন স্থানেও মালতীর দেখা পাইলাম না এবং আর দেখাও পাইব না; কারণ মালতী মানবলীলা সম্বরণ করিয়া গভীর গঙ্গাজলতলে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে। কে অকালে এ নিদ্রায় অভিভূত করিল?—কালরূপ ঘূর্ণিত-বায়ু। আমি ত অনেকদিন এ সংবাদ সেই গঙ্গাতীরে নিপতিত, মুমূর্ষু দশাগ্রস্থ রমণীর মুখে পাইয়াছি? তবে কেন আর মালতীর জন্য এ দেশ সে দেশ বেড়াইয়া পণ্ডশ্রম করি এবং এ পণ্ডশ্রম করিবারও ত কোন প্রয়োজন নাই? কার

জন্য করি?—মালতীর জন্য? কেন মালতীর জন্য করি? কেন তার জন্য দিবানিশি ভাবি? কেন তার জন্য অসনে, বসনে, শয়নে সুখ পাই না? কেন তার জন্য পরবাসে কষ্টভোগ করি? কেন তার জন্য মৃত্যু মুখে যাইতেও ভয় করি না? কেন তার জন্য রাজ্যসুখে বঞ্চিত হইতেছি? কেন তার জন্য উদাসীনের ন্যায় সর্ব্বত্রে ভ্রমি? কেন তার জন্য চিন্তানলে দিন দিন তনু ক্ষীণ করি? সে আমার কে? তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি?—কিছুই নাই। তবে কি যথার্থই সম্পর্ক নাই? না,—না, চম্পকলতার কথানুসারে উভয়ে সম্পর্ক-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছি। চম্পকলতা কি বলিয়াছিল? বলিয়াছিল, যুবরাজ! আমাদিগের জন্য আপনি যৎপরোনাস্তি শারীরিক মানসীক কষ্ট পাইতেছেন ও পুনঃ পুনঃ চিরস্মরণীয় উপকার করিতেছেন। বস্তুতঃ আপনি আমাদিগের পরম বন্ধু। আমরা আপনাব কিছুই প্রত্যুপকার করিতে পারিলাম না, এবং কি বা করিব? এই জগতে এমন কি পদার্থ আছে যদ্দ্বারা আপনার কৃত উপকারের প্রতিশোধ হইতে পারে। কিন্তু তথাপি অবোধ মন কিছুতেই প্রবোধ মানে না; আপনার পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ একটী নববিকসিত সুন্দর ফুল আপনার পবিত্র করে অর্পণ করিতে সর্ব্বদা বাঞ্ছা করে। চম্পকলতা এই কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইলে, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি ফুল? সে বলিল, একটী

সে বলিল, একটী নব বিকসিত মালতী ফুল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম সে ফুল কি হইবে। সে উত্তর করিল, হৃদয়-ভূষণ, গলারহার।

আমি আবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তবে সম্প্রদান করিতে কাল বিলম্ব কেন? চম্পকলতা উত্তর করিল, একটু আছে;—এখানে নহে, মহানাদে নৈসদ তর্কবাগীশের বাটীতে শুভ কর্ম্ম সম্পন্ন হইবে। ইহার পর চম্পকলতা আর কিছু বলিল না এবং আমিও আর তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না; সেই দিন হইতে মালতী আমার জীবন-সর্ব্বস্ব হইয়াছে।

'সেই দিন হইতে মালতী আমার জীবন সর্ব্বস্ব হইয়াছে' এই কয়েকটী কথা বিজয়কেতুর মুখ হইতে নির্গত হইবামাত্র অমনি দ্বার-উদ্ঘাটনের শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল, তিনি ফিরিয়া শব্দাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিলেন। কিন্তু সে দৃষ্টি আর অন্যদিকে ফিরিল না, স্থির-লোচনে দেখিতে লাগিলেন, একটী নিরুপম রূপরাশি-সম্ভূত, নবরত্ন-সজ্জিত নবযৌবনী যৌবনকাল জনিত গর্ব্বিত অঙ্গ-ভঙ্গীর সহিত ধীরে ধীরে তাঁহার দিকে আসিতেছেন।

রমণীর বর্ণ শ্বেতারক্ত আভাযুক্ত উৎপলের ন্যায়। গাত্র নীলাম্বরে আচ্ছাদিত, যেরূপ অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত কমলের উপরিভাগ অনাচ্ছাদিত থাকে, রমণীরও গ্রীবাদেশ হইতে মস্তকের উপরি

ভাগ পর্য্যন্ত সেই রূপ কোন আচ্ছাদন ছিল না; সেই কারণে তাঁহাকে দেখিয়া গণেশের দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত (কলাবউ) অর্থাৎ (নবপত্রিকার) ন্যায় বোধ হয় নাই, অর্দ্ধবিকসিত কমল-কলিকার ন্যায় তাঁহাকে সুন্দর দেখাইতেছিল। দেখিতে সুরূপা হইবেন বলিয়া অনেক রমণী কবরীবন্ধন করিয়া থাকেন, কিন্তু এ রমণীর কবরীবন্ধনে অভিরুচি নাই। ইঁহার মনের ধারণা এই, কবরীবন্ধন করিলে কুরূপা হইতে হয়। সেই কারণে কেশকলাপ শান্তমূর্ত্তি ফণাধরের মত কুণ্ডলা পাকার নাই, ক্রুদ্ধ ফণাধরের ন্যায় ঈষৎ ঈষৎ একবার এদিকে একবার ওদিকে হেলিতেছিল ও দুলিতেছিল। বদনখানি নিখুঁত,—হাস্যযুক্ত। দেখিবামাত্র বোধ হয়, চন্দ্র যেন নির্ম্মল জলধি মধ্যে ঈষৎ কম্পিত হইতেছে।

রমণী ক্রমে ক্রমে বিজয়কেতুর নিকটে আসিয়া একখানি পৃথকাসনে উপবিষ্ট হইলেন। বিজয়কেতু রমণীকে দর্শন মাত্রই চিনিতে পারিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাকে দেখিয়া এরূপ বিস্ময়াপন্ন হইলেন যে, তাঁহার বাক্‌শক্তি এককালে অন্তর্হিত হইল। তিনি একদৃষ্টে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন ও মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আমি জাগ্রৎ না নিদ্রিত। এই রমণীমূর্ত্তি পরিচিত দেখিতেছি? ইনি কি প্রকৃত মানবী, না কোন দেবী আমাকে ছলনা করিতে আসিয়াছেন? না সেই চম্পকলতা যথার্থই আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে

আসিয়াছে? আমি ত ইহার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।

রমণী বিজয়কেতুকে বলিলেন,—"যুবরাজ! আমাকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইতেছেন কেন? আমাকে কি চিনিতে পারিতেছেন না? আমি সেই চম্পকলতা।"

বিজয়কেতু বলিলেন, "চম্পকলতা ত মর্ত্তে নাই, অনেক দিন স্বর্গে গমন করিয়াছে।"

চ। "গমন করিতে করিতে অর্দ্ধেক পথ থাকিতে ফিরিয়া আসিয়াছে।"

বি। "কিরূপে ফিরিয়া আসিল?"

চ। সেই রাত্রিতে "কএক জন ভদ্রলোক একখানি নৌকারোহণে যাইতেছিলেন। ঘূর্ণিত বাতাসের বেগে আমরা জলে নিপতিত হইয়া স্রোতের উপরে ভাসিতে ভাসিতে সেই নৌকার পার্শ্বে যাইয়া উপস্থিত হই। তখনো পর্য্যন্ত আমাদিগের জ্ঞান ছিল, দর্শন এবং বাক্‌শক্তিও ছিল। আমরা দেখিয়াছিলাম একখানি লোকপূর্ণ নৌকা আমাদিগের অগ্রে অগ্রে যাইতেছে। নৌকার মধ্যে একটী প্রদীপ জ্বলিতেছিল। সেই আলোকের সাহায্যে দেখিতে পাইলাম, কএক জন আরোহী নৌকার ধারে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। তৎকালে আমাদের বাক্‌শক্তি ছিল বটে, কিন্তু পুনঃ পুনঃ হাত পা সঞ্চালন জনিত

ক্লেশে দেহ অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল। ক্ষীণ স্বরে তাঁহাদিগকে ডাকিয়া বলিলাম, প্রাণ যায়—আমাদিগকে রক্ষা করুন, দুর্ভাগ্য ক্রমে আমরা জলমগ্ন হইয়াছি। ক্রমে আমার সেই ক্ষীণ-স্বর নৌকারোহীরা শুনিতে পাইলেন। আমার বোধ হইল, যেন স্বর শুনিবা মাত্র কেহ কেহ আলো আনিতে নৌকার মধ্যে প্রবেশ করিলেন, কেহ বা আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আশ্বাস বাক্যে বলিলেন ভয় নাই—ভয় নাই, তোমরা কোন্ দিকে? অন্ধকারের জন্য আমরা তোমাদিগকে দেখিতে পাইতেছি না,—ক্ষণকাল কোন গতিকে যে স্থানে আছ ঐ স্থানে থাকিবার চেষ্টা কর—যেন স্রোতে ভাসাইয়া না লইয়া যায়, আলোর সাহার্য্যে ত্বরায় তোমাদিগকে নৌকায় তুলিতেছি। আমি বলিলাম, মহাশয়গণ! আমরা অপনাদিগের নৌকার হাল ধরিয়া রহিয়াছি, ত্বরায় নৌকায় তুলিয়া আমাদিগের প্রাণরক্ষা করুন, হাত অবশ হইয়া আসিয়াছে, আর হাল ধরিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমার কথা শেষ হইতে না হইতে, অমনি কএক ব্যক্তি জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন, একজন সেই সময় একটী প্রদীপ হাতে করিয়া নৌকার পশ্চাতের দিকে যেখানে হাল বাঁধা ছিল, তথায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেই আলোর সাহায্যে যাঁহারা জলে নামিয়াছিলেন, তাঁহারা আমাদিগকে

দেখিতে পাইলেন। অনন্তর তাঁহাদের সাহায্যে আমরা নৌকার উপর উঠিয়া নিরাপদ হইলাম।"

বি। "তার'পর কি হইল?"

চ। "তার পর প্রভাত হইলে শিবিকারোহণে বালণ্ডা নগরে গমন করিলাম।"

বি। "এখানে আবার কি জন্য আসিয়াছ?"

চ। "আপনি এখানে আসিয়াছেন শুনিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।"

বি। "আমার আগমন সংবাদ তুমি কাহার মুখে পাইলে?"

চ। "রাজপুরোহিত নৈসদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের প্রেরিত লোক মুখে।"

পাঠক! পূর্ব্বোক্ত জটাধারীর নাম নৈসদ তর্কবাগীশ। তিনি রাজা চন্দ্রকেতুর পুরোহিত। তিনি যৎকালে বালণ্ডা নগরী হইতে মহানাদে আসিতেছিলেন, সেই সময় পথি মধ্যে বিজয়কেতুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তৎপরে বিজয়-কেতুকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বগৃহে গমন করেন। বিজয়-কেতু তাঁহারই বাটীস্থিত কক্ষে উপবিষ্ট থাকিয়া চম্পকলতার সহিত কথোপকথন করিতেছেন।

বিজয়কেতু চম্পকলতাকে জীবিত দেখিয়া এক পক্ষে সাতিশয় আনন্দিত হইলেন, অপর পক্ষে তাঁহার দুরবস্থা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন। দুঃখের সহিত চিন্তার সহযোগ

হওয়াতে তাঁহার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিসের চিন্তা?—মালতীর চিন্তা। সে চিন্তা অকস্মাৎ তাঁহার মন মধ্যে কেন আবির্ভূত হইল? কারণ, চম্পকলতার মুখে যতদূর শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার মনে এমন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল না যে, মালতী নিশ্চয়ই জীবিত আছেন। অনন্তর সেই সন্দেহ দূরীভূত করিবার জন্য চম্পকলতাকে জিজ্ঞাসিলেন, "ভগবানের কৃপায় তুমি জীবন পাইলে, কিন্তু তোমার সহচরী মালতীর কি দশা হইল?"

চ। "সে পরিচয় পরে পাইবেন। এক্ষণে বেলা অধিক হইয়াছে, স্নান আহারের সময় অতীত হয়, উঠিয়া স্নান করিতে গমন করুন, আমি কর্ম্মান্তরে যাই।" বলিয়া চম্পকলতা তথা হইতে চলিয়া গেলেন। বিজয়কেতু তথায় কিয়ৎকাল বসিয়া রহিলেন। চম্পকলতার কথাতে তাঁহার ক্ষুধা তৃষ্ণা অন্তর্হিত হইল। মালতীর আশা পরিত্যাগ করিয়া আপন মনে কতই বিলাপ করিতে লাগিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ভেকধারী।

কারাধ্যক্ষের মুখে যে দিন চন্দ্রকেতু, রামহাজরার পলায়ন সংবাদ প্রাপ্ত হন, সেই দিন হইতে তিনি তাহাকে ধৃত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে ধৃত করিতে পারিলেন না এবং তাহার কোন উদ্দেশও পাইলেন না বলিয়া অত্যন্ত ভাবিত হইয়াছিলেন।

চিন্তা-ব্যাধি যাহার মনকে আক্রমণ করে, সে ব্যক্তি যতই তাহা হইতে আরোগ্য লাভ করিতে যত্নশীল হউক না কেন, কথনই আপন ইচ্ছায় কৃতকার্য্য হইতে পারে না। চন্দ্রকেতু চিন্তাক্রান্ত-চিত্তে পাত্র মিত্র পরিবেষ্টিত হইয়া বিচারাসনে উপবিষ্ট আছেন, এমতকালে একজন প্রতিহারী সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে বলিল, "মহারাজ! একজন ভেকধারী যবন দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। তাঁহার প্রার্থনা, সভাস্থলে আসিয়া মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করে।"

চ। "যবন! যবন! কি যবন! বাঙ্গলায় যবন! দ্বারদেশে যবন দণ্ডায়মান! যবন?—যে যবন কাপট্যে লক্ষণ সেনকে সিংহাসন ভ্রষ্ট করিয়াছে?—যে যবন হিন্দু শত্রু?—যে

যবন ভারত-স্বাধীনতা হরণে সংকল্প করিয়াছে?—যে যবন পতিপ্রাণা সতীর সতীত্ব নষ্ট করে?—যে যবন হিন্দু-ধর্ম্ম বিদ্বেষী?—সেই অস্পৃশ্য চক্ষুঃশূল যবন সভায় আসিবেক? আমি তাহার মুখ দেখিব—তাহার সঙ্গে কথা কহিব? আমায় ধিক! আমার বাহুবলে ধিক! আমার জীবনে ধিক! আমার স্থূল দেহ ধারণে ফল? আমি আর্য্য ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া এখন পর্য্যন্ত ভারত শত্রু-গণকে দূরীভূত করিতে পারিলাম না? এখন পর্য্যন্ত পাপিষ্ঠেরা নির্ভয়ে ভারতে বিচরণ করিতেছে? অদ্যাবধিও দুষ্টদিগকে দমন করিলাম না? রে পাপমতি যবন! তুই কি কু-অভিসন্ধিতে এখানে আসিয়াছিস? তুই কি মনে করিয়াছিস, চন্দ্রকেতু লক্ষ্মণসেনের ন্যায় কাপুরুষ। তাহা কখনই মনে করিস না। আমি নাড়ীটেপার বংশসম্ভূত নহি, আর্য্য ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ক্ষত্রিয়েরা প্রাণ থাকিতে কাহারও অধীনতা স্বীকার করে না।"

চন্দ্রকেতু একবারেই ক্রোধান্ধ হইয়াছেন দেখিয়া অমাত্য-শ্রেষ্ঠ সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন "মহারাজ! ক্রোধ সম্বরণ করুন। আগন্তুক যবন, কি কোন ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি, কি শত্রু-চর এবং কেনই বা আসিয়াছে, তাহার বিশেষ তদন্ত না করিয়া কোপাবিষ্ট হওয়া অবৈধ। ভাবিয়া দেখুন, আগন্তুক ব্যক্তি শত্রুচর বা যবন না হইয়া যদি কোন সাধুব্যক্তি মহারাজকে

আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়া থাকেন, তবে তাঁহার অবমাননা করিলে কি মঙ্গল হইবে? তাহার কোপাগ্নিতে তূলারাশির ন্যায় সকলকে ভস্মীভূত হইতে হইবে। আমার মতে আগন্তুক শত্রু-পক্ষীয় লোকই হউন, কি কোন যোগীই হউন, যত্নপূর্ব্বক সভা-স্থলে আনাই কর্ত্তব্য; কারণ শত্রুচর হইলে কূটপ্রশ্নে তাঁহার আন্তরিক ভাব জ্ঞাত হওয়া যাইবেক, কখনই সে বাক্যাবরণে আন্তরিক ভাব গোপন করিতে পারিবে না।

চ। "মন্ত্রিবর! তুমি অবধারিতজানিও আগন্তুক ব্যক্তি কখনই যোগী নহে; কোন ছদ্মবেশী যবনচর গৃহ সন্ধান লইতে আসিয়াছে। যবনেরা কাপট্যে বঙ্গে জয়পতাকা উড্ডীয়মান করিয়াছে মাত্র, কিন্তু আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে নাই। কেন না বঙ্গে অনেক করদ ভূপতি আছেন, তাঁহারা আমার ন্যায় কেহই অদ্যাবধি যবনদিগের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। সেই কারণে আমার বোধ হইতেছে, অচিরে যবন-সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেক। এই সময় দুষ্ট দমনে উদ্যোগী না হইলে, পরে গণ্ডশৈলের ন্যায় হিন্দুমুণ্ড ধরণী শায়ী হইলে; তখন কেহই তন্নিবারণে সক্ষম হইবেক না।"

ম। "আগন্তুক ব্যক্তি যে যবনচর নহে, একজন ধর্ম্মাত্মা, এ কথা আমি বলিতে চাহি না কিম্বা যবন দমনে নিবৃত্ত থাকিতেও আপনাকে বলিতেছি না। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই, আগন্তুক কে এবং কেনই বা আসিয়াছে, অগ্রে

তাহা জ্ঞাত হওয়া বিধেয়, পরে যখন প্রকাশ পাইবে কোন বিপক্ষের লোক ছদ্মবেশে আসিয়াছে, তখন স্থির বুদ্ধিতে বিবেচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইবে তাহাই কার্য্যে পরিণত করা যাইবে, রোষপরবশ হইয়া সহসা কোন কার্য্য করিলে, পরিণামে পরিতাপ করিতে হয়।”

অনন্তর চন্দ্রকেতু মন্ত্রীর কথা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিয়া আগন্তুককে সভাস্থলে আনিতে প্রতিহারীকে আদেশ করিলেন। প্রতিহারী আদেশমত আগন্তুককে আনিতে গমন করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

কন্ট কি?

রবি দিবাসহবাসে দীর্ঘকালাতিপাত করিয়া অপ্রসন্নভাবে অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন। প্রণয়নী বিচ্ছেদে যেন তাঁহার উজ্জ্বলবর্ণ ক্রমে ক্রমে নিস্প্রভ হইতে লাগিল। গগনব্যাপ্ত তারকাচয় এতক্ষণ দিবাকর ভয়ে শ্বেত, নীল, ধূসর, লোহিত প্রভৃতি মেঘের অন্তরালে লুক্কায়িত ছিল, এক্ষণে তাহারা শত্রু-দুরাবস্থা দর্শনে হাস্যচ্ছলে চতুর্দ্দিকে প্রকাশ পাইতে

লাগিল। শত্রুদল হাসিতেছে দেখিয়া দিবা ক্রোধে, দুঃখে ও লজ্জায় নীলাম্বরে বদন আবরণ করিলেন। তাহাতে তমোময়ী নিশার সৃষ্টি হইল। এক্ষণে নিশা বালিকা। বালিকাকালে কাহারো গাম্ভীর্য্যভাব থাকে না, সুতরাং নিশা চাপল্য ভাব ধারণ করিলেন।

ক্রমে ক্রমে রজনী পূর্ণযৌবনা হইলেন। একাল মধ্যে তাঁহার বিবাহ হয় নাই, এক্ষণে তিনি স্বয়ম্বরা হইতে মনস্থ করিলেন। জন্ম মৃত্যু বিবাহ বিধিলিপি জন্য, পূর্ব্বেই যাহার সহিত যাহার বিবাহ হইবে সৃষ্টিকর্ত্তা তাহা স্থির করিয়া রাখেন। রজনীর বর চন্দ্র। চন্দ্র বরবেশে গগনরূপ বিবাহ সভার দ্বারদেশে উদয় হইলেন। চন্দ্র শ্বেতাম্বর পরিধান করিয়াছেন দেখিয়া, রজনীও পরিহিত নীলাম্বর পরিত্যাগ করিয়া শ্বেতাম্বর পরিধান করিলেন। বিবাহকালে দম্পতীর মন প্রফুল্ল, বদন হর্ষ যুক্ত থাকে এবং সুন্দর বেশভূষা করাতে বর্ণ পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ উজ্জ্বল দেখায়। এই সমস্ত কারণে চন্দ্র ও নিশার বর্ণ অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল হইল।

সুখ, দুঃখ চিরস্থায়ী নহে। লোকের দুঃখান্তে সুখ, না হয় সুখান্তে দুঃখ হইয়া থাকে। চন্দ্র স্বীয় প্রণয়নী সহবাসে সুখে সময় অতিপাত করিতেছেন, এমন সময় পশ্চিম গগনব্যাপ্ত ধান্তবরণ একখানা নিবিড় মেঘ তীরের গতিতে আসিয়া হঠাৎ তাঁহাকে গ্রাস করিল। তাঁহার শোকে রজনী দর দর ধারে

চক্ষের জল ফেলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মর্ত্তে সেই চক্ষের জলের নামই বৃষ্টি।

চন্দ্রকে মেঘ গ্রাস করিল দেখিয়া পবনদেব কোপাবিষ্ট হইলেন, আর ক্রোধাবেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তখন মেঘের নিকট যুদ্ধপ্রার্থী হইলেন। মেঘ তদ্দণ্ডেই তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইয়া ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে উভয়ে সংগ্রাম-সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। ভয়াবহ সংগ্রাম হইতে লাগিল। অন্ধকারের যুদ্ধে আক্রমণকারীকে দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া, মেঘ আপন গাত্র ঘর্ষণে বিজলী নামক এক প্রকার আলোর সৃষ্টি করিলেন। তাহার সাহার্য্যে উভয়ে উভয়কে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। প্রথমে মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়েই বলিষ্ঠ, মল্ল যুদ্ধে কাহারো জয় পরাজয় হইল না। অনন্তর অস্ত্র যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মেঘের অস্ত্র বজ্র, পবনের অস্ত্র ঝটিকা। উভয়ের অস্ত্রাঘাতের ঠনাঠন শব্দে আকাশের চতুর্দ্দিকে ভীষণশব্দপূর্ণ হইল। সেই শব্দের কথকাংশ পৃথিবীতেও আসিতে লাগিল। মেঘ পবনবিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া রণে ভঙ্গ দিল। তৎপরে বিজয়ী পবন জয়লাভে প্রফুল্ল হইয়া স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। নভোস্থল কিঞ্চিৎ পরিষ্কার হইল।

এতক্ষণ রাজপথে মনুষ্যের গতায়াত ছিল না। এই সময়ে তাড়িতালোকে দেখিতে পাওয়া গেল, একজন লোক অতি

সাবধানে ধীরে ধীরে গমন করিতেছেন। কিন্তু তিনি কে, এবং তাঁহার অভিপ্রায় বা কি, জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে না। গমনের ভাবে বোধ হইতেছে, বিদেশী হইবেন, কারণ গমন কালীন মধ্যে মধ্যে এক একবার পদগতি রোধ হইতেছে, কেন না পথ চিনিতে পারিতেছেন না। কিয়ৎক্ষণ তথায় দণ্ডায়মান থাকিয়া পরে যখন পথ চিনিতে পারিতেছেন, তখন আবার গমন করিতে আরম্ভ করিতেছেন। এবম্প্রকারে গমন করিতে করিতে একটী অট্টালিকার দ্বারদেশে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া সজোরে অথচ শব্দ না হয় এরূপ ভাবে করাঘাত করিলেন। আঘাত করিবা মাত্র দ্বার উদ্‌ঘাটন হইল; তাহাতে জ্ঞাত হওয়া গেল, দ্বার অর্গলারুদ্ধ ছিল না।

রজনী দুই প্রহর অতীত হইয়াগিয়াছে, নগরস্থ প্রায় সকল লোকই সুষুপ্ত; কিন্তু দ্বারপার্শ্বস্থ একটী কক্ষে একজন লোক এখন পর্য্যন্ত জাগ্রদবস্থায় রহিয়াছে। সে দ্বার উদ্‌ঘাটনের শব্দ শুনিবা মাত্রই প্রবেশককে চিনিতে পারিল। কেন না অনতিউচ্চৈস্বরে, অভ্যাগত ব্যক্তিকে "আসিতে আজ্ঞা হউক, আসিতে আজ্ঞা হউক" বলিয়া অভ্যর্থনা করিল ও একটী প্রদীপ আগমন পথে ধরিল। আলোকে দেখিতে পাওয়া গেল, অভ্যাগত ব্যক্তির মস্তকে রুক্ষ জটাভার, শ্মশ্রুগুচ্ছ নাভিদেশ পর্য্যন্ত লম্বিত। গলায় বিবিধ বর্ণের যোগকষ্ঠি, বগলে একটী ঝুলি

অর্থাৎ তণ্ডুলাধার, করে মৃত্তিকা-ভাণ্ড, গুহ্যদেশে কৌপীন—তদুপরি বহির্ব্বাস, গাত্র ভস্মাচ্ছাদিত, পদে কাষ্ঠপাদুকা।

অভ্যাগত ব্যক্তি কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ কালীন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসও প্রবেশ করাতে প্রদীপটী অকস্মাৎ নির্ব্বাণ হইল; উভয়ের কার্য্য আর কিছুই দেখিতে পাওয়া গেল না।

কক্ষামধ্যে দুইজন লোক ভিন্ন অন্য কেহ ছিল না। একজন পুনরায় প্রদীপটী জ্বালিল। দীপালোকে দেখিতে পাওয়া গেল, অভ্যাগত ব্যক্তির পূর্ব্ব বেশ নাই, এক্ষণে অন্যপ্রকার বেশ ভূষা অঙ্গে ধারণ করিয়াছেন। অঙ্গ যুদ্ধ পরিচ্ছদে সুশোভিত; মস্তকে উষ্ণীষ—উষ্ণীষের উপর স্বর্ণতারে তাঁহার নাম লেখা, "মহম্মদ গোরাচাঁদ"। মহম্মদ গোরাচাঁদ অপর ব্যক্তিকে কহিলেন, "হাজরা মহাশয়! আপনি আমার জন্য যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতেছেন।" সে ব্যক্তি উত্তর করিল, "কষ্ট কি? আপনি অবধারিত জানিবেন, রাম হাজরা কাপুরুষ নহে, কাপুরুষ হইলে, শত্রু নিপাতনে কষ্ট বোধ করিত। আমি যৎকালে আপনাকে দিল্লী হইতে লইয়া আসি সেই সময়ত বলিয়াছি, রাজা চন্দ্রকেতু আমার পরম শত্রু। সে বিনা অপরাধে আমাকে যৎপরোনাস্তি কারাকষ্ট দিয়াছে। যদি আমি কৌশলে কারাগার হইতে পলায়ন করিতে না পারিতাম, তাহা হইলে এতদিন আমার জীবনের শেষ দশা

উপস্থিত হইত। আপনি কষ্টের কথা কি বলিতেছেন, আমার এই জীবন বিনিময়ে যদি সেই অত্যাচারীর জীবন বধ করিতে হয়, তবে এই দণ্ডেই অক্ষুব্ধ চিত্তে তাহা করিতে পারি। মহাশয়! আমার কষ্টের জন্য আপনি দুঃখিত হইবেন না, আমার বিন্দুমাত্র কষ্ট নাই। বরং আমার জন্য আপনি যৎপরোনাস্তি কষ্টভোগ করিতেছেন। যে কার্য্যে গিয়াছিলেন, তাহার মঙ্গল ত?"

গো। "একপ্রকার মঙ্গল। রাজসভায় ছদ্মবেশে যাইয়া কথক কথক অনুসন্ধান লইয়া আসিয়াছি।"

রা। "আপনাকে ছদ্মবেশী বলিয়া ত কেহ চিনিতে পারে নাই?"

গো। "চন্দ্রকেতু অত্যন্ত চতুর। চিনিয়াছে কি না বলিতে পারি না।"

রা। "রজনী অধিক হইয়াছে—আপনার খানার কি রূপ বন্দবস্ত করিব?"

গো। "আপনি যখন হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মহম্মদ ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছেন, তখন আপনার ঘরে খানা পিনা করিতে আপত্তি নাই। আপনাকে অন্য বন্দবস্ত করিতে হইবে না, খানা পিনা আপনার ঘরেই হইবে।"

রা। "তবে গাত্রোত্থান করিয়া আমার সমভিব্যাহারে আসুন।"

এই কথার পর উভয়ে সেই গৃহ হইতে অপর গৃহে গমন করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

তুমি দূর হও।

বিজয়কেতু নৈসদ তর্কবাগীশের বাটীতে কিছুদিন অতিবাহিত করিলেন। তথায় তাহার আহারের, শয়নের, বিলাসের কোন দ্রব্যেরই অনাটন ছিল না; অভিলষিত দ্রব্য সামগ্রী প্রার্থনা মাত্রই নৈসদ তর্কবাগীশের আদিষ্ট দাস দাসীর হস্তে প্রাপ্ত হইতেন। তথাচ মালতীর মোহিনী মূর্ত্তি তিলার্দ্ধকালের জন্যেও বিস্মৃত হইতে পারিতেন না; অহোরাত্র তাঁহার বিচ্ছেদানল জনিত সন্তাপে, বিরলবাসে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

নৈসদ তর্কবাগীশের বাটীস্থিত যে কক্ষে চম্পকলতার সহিত বিজয়কেতুর সাক্ষাৎ হয়, সেই কক্ষ পার্শ্বে একটী ফলে ফুলে সুশোভিত সুন্দর উদ্যান। উদ্যানের মধ্য ভাগে নীলাম্বু পূর্ণ দীর্ঘায়ত পুষ্করিণী। তাহার চতুর্দ্দিকে সোপানাবলি শোভিত,

ও তাহার পার্শ্বে পার্শ্বে বকুল, স্থল-পদ্ম, বক, কামিনী, অশোক, কৃষ্ণ-কেলি, কৃষ্ণ-চূড়া প্রভৃতি পুষ্প-বৃক্ষসমূহ আলবালের মধ্যস্থলে বিরাজিত। অপরাহ্নে বিজয়কেতু একাকী পুষ্করিণী তীরে উপবিষ্ট থাকিয়া ভাবিতেছেন,—দিন গেল, সপ্তাহ গেল, পক্ষ গেল, মাস গেল, বৎসরও যায়, তথাপি মালতীর সহিত দেখা হইল না, ভবিষ্যতে দেখা হইবে কি না তাহারও স্থিরতা নাই। কারণ মালতী জীবিত আছে কি না এই সংবাদ অনেক যত্নেও একাল মধ্যে কাহার মুখে জ্ঞাত হইতে পারিলাম না। চম্পকলতার সহিত সাক্ষাৎ হইলে মনে করিয়াছিলাম মালতীর সংবাদ তাহার মুখে পাইব। সে রাক্ষসী কুহকিনী, এ সম্বন্ধীয় কোন কথা তাহাকে জিজ্ঞাসিলে, সে বাক্‌চাতুরী আরম্ভ করে, প্রকৃত উত্তর দেয় না। কেবল কখন কখন বলে, মালতীর সহিত দেখা হইবে, মালতী জীবিত আছেন। আবার কখন কখন তাহার কথার ভাবার্থে বুঝিতে পারি, মালতী জীবিত নাই। বোধ হয় জীবিত থাকার কথা যাহা আমাকে বলে, তাহা অলীক, কল্পিত ও প্রবোধ বাক্য।

যৎকালে বিজয়কেতু উদ্যানস্থ পুষ্করিণী তীরে একাকী উপবিষ্ট থাকিয়া এবম্প্রকার ভাবিতেছিলেন, ঐ সময় চম্পকলতা একটী বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত ছিলেন। হঠাৎ বিজয়কেতুর সম্মুখীন হইলেন। কিয়ৎক্ষণ কেহই কোন কথা কহিলেন না, উভয়ে উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। চম্প-

কলতা বিশালাক্ষী, তাঁহার সেই বিস্তারিত চঞ্চল লোচন-যুগলের কটাক্ষ দর্শন শ্বেত সলিলস্থ নীলাম্ভোরুহসন্নিভ স্নিগ্ধ সহর্ষ ব্যঙ্গজনক। বিজয়কেতুর কটাক্ষ তীব্র, স্থির, তিরস্কার-ব্যঞ্জক। তদ্দৃষ্টে চম্পকলতা, তাঁহার সেই তীব্র কটাক্ষের অ-ভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন। তিনি বিজয়কেতুর ভাব দেখিয়া ভীত, ক্ষুব্ধ বা কুপিত হইলেন না; বরং কৌতূ-হলাক্রান্ত হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ উভয়ের কথা শ্রুতিগোচর হইল না। অনন্তর বিজয়কেতু বলিলেন, "তুমি কে? চম্পকলতা? চম্পকলতা এখানে কেন?"

চম্পকলতা সহাস্যবদনে বলিলেন, "পূর্ব্ব অঙ্গীকার পাল-নের জন্য।"

বি। "সে অঙ্গীকার কি?"

চ। "স্মরণ করুন, যৎকালে আমরা রাজমহলে আপনার শিবিরে ছিলাম, সেই সময় আমি সত্য-পাশে আবদ্ধ হই-য়াছিলাম, যে মহানাদে আপনি কখন যাইলে তথায় একটী নববিকসিত মালতী ফুল আপনার পবিত্র করে অর্পণ করিব। এক্ষণে সেই অর্পণের উপযুক্ত কাল উপস্থিত।"

চম্পকলতার যে কথানুসারে বিজয়কেতু শারীরিক মানসিক কষ্ট পাইতেছেন, চম্পকলতার যে কথানুসারে অতিকষ্টে

পদব্রজে মহানাদে আসিয়াছিলেন, চম্পকলতার যে কথানুসারে তিলার্দ্ধ কালও মালতীকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই, আবার তিনি সেই কথা চম্পকলতার মুখে শুনিলেন। শুনিবামাত্র মন প্রফুল্ল, বদন হর্ষযুক্ত হইল। চম্পকলতাকে জিজ্ঞাসিলেন, "সে ফুল এক্ষণে কোথায়?"

চ। "আপন গৃহে।"

বি। "কিরূপ অবস্থায়?"

চ। "প্রস্ফুটিতাবস্থায়—আপন গৌরবে।"

বি। "সে ফুল অর্পণ করিতে কাল বিলম্ব কি?"

চ। "কিছুই নাই। কিন্তু যুবরাজ! প্রদানে সুখোদয় হইবে না; কারণ সখী মালতীর জন্য মন অত্যন্ত অস্থির।"

বি। "কেন? তাহার কি হইয়াছে?"

চ। "সখী মালতীর যে কি হইয়াছে তাহা কেবল তিনি জানেন আর ভগবান জানেন, অন্য কেহ জ্ঞাত নহে। সে যাহা হউক, তাঁহার অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহাই ঘটিয়াছে। এক্ষণে আমি আমার পূর্ব্ব অঙ্গীকার পালন করিতে সচেষ্ট হই।"

বি। (সক্রোধে) "তুমি দূর হও, তুমি যমালয় যাও, তোমার ফুল তোমার অনুবর্ত্তী হউক, আমি আর তোমার ফুল, চাহি না।" বলিয়া বিজয়কেতু বেগে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তথা হইতে যাইতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু যাইতে

পারিলেন না, চম্পকলতা তাঁহাকে গমনোদ্যত দেখিয়া হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক গতিরোধ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "যুবরাজ! ক্ষান্ত হউন, সখী মালতী জীবিত আছেন।"

বি। "তুমি মায়াবিনী, তুমি মিথ্যাবাদিনী, তুমি নিকট হইতে গমন কর, আমি আর তোমার কথায় প্রতারিত হইব না।" এই বলিয়া বিজয়কেতু পুনরায় যাইতে উদ্যত হইলেন। চম্প-কলতা পূর্ব্বের ন্যায় আবার তাঁহার গতিরোধিনী হই-লেন। বলিলেন, "আমি আপনার গাত্রস্পর্শে বলিতেছি সখী মালতী জীবিত আছেন।"

চম্পকলতার শপথ শুনিয়া তিনি উগ্রভাব পরিত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "মালতীর কিরূপে জীবন রক্ষা হইল?

চ। "আমারও যেরূপে হইয়াছিল, মালতীরও সেইরূপে হইয়াছে।"

বি। "তুমি ত সেই নৌকারোহিগণের কৃপায় জীবিত হই-য়াছিলে?"

চ। "সখী মালতীও তাঁহাদিগের কৃপায়।"

বি। "এ অসম্ভব কথা কে বিশ্বাস করিবে?"

চ। "যুবরাজ! আমার এ কথা অসম্ভব মনে করিবেন না, যথার্থই তাহা ঘটিয়াছিল। যৎকালে মালতী ঘূর্ণিত বায়ুর ধাক্কায় জলশায়িনী হয়েন, ঐ সময় আমিও তাঁহার সঙ্গে২

জলশায়িনী হই। আমরা উভয়ে নৌকার উপর একস্থানে দণ্ডায়মান ছিলাম; সুতরাং যখন জলে নিপতিত হইলাম তখন উভয়ে এক স্থানেই পতিত হইলাম। পতিত হইলে পর দেখিলাম স্রোতের বেগে আমরা উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন দিকে ভাসিয়া যাই, তখন আমি মালতীর পরিহিত বসনের অঞ্চলের প্রান্তভাগ দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিলাম। সুতরাং আর আমরা ভিন্ন দিকে যাইতে পারিলাম না, একত্রে একদিকে ভাসিতে ভাসিতে চলিলাম।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

আর একবার।

মালতী জীবিত আছেন। অনেকদিন মালতীর সহিত পাঠকগণের সাক্ষাৎ হয় নাই, যদি সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ থাকে তবে চলুন, পাথেয় সঙ্গে লইয়া আমাদিগের অনুবর্ত্তী হউন। আমরা এক্ষণে মহানাদ * পরিত্যাগ করিয়া

* মহানাদ হুগলী জেলার অন্তর্গত। এইখানে চৈত্র

বালণ্ডা নগরীতে যাত্রা করিলাম; কারণ মালতী তথায় অবস্থিতি করিতেছেন। মহানাদ হইতে বালণ্ডা নগরী প্রায় ত্রিশ ক্রোশ অন্তরে স্থিত। ইহার মধ্যে স্থানে স্থানে সুন্দর সুন্দর পথ আছে—স্থানে স্থানে নাই, স্থানে স্থানে বিশ্রাম-যোগ্য পান্থশালা আছে—স্থানে স্থানে নাই।

বসন্তকাল, দিবা অবসান প্রায়। স্নিগ্ধ মলয়ানিল মৃদু মৃদু প্রবাহিত হইতেছে, পিকবর নবপল্লবিত শাখার উপর বসিয়া বিরহিণী-মর্ম্মভেদী কুহু কুহু স্বরে ডাকিতেছে, মধুকর শ্রুতি-মধুর গুন গুন স্বরে গীতালাপ করিতেছে, মালতীও একাকিনী উদ্যানে ভ্রমিতেছেন। কটিদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত বসনাবৃত নহে, তাহাতে দৃষ্ট হইতেছে, মালতীর অঙ্গে কোন আভরণ নাই, কুন্তল স্খলিত অলকদাম স্বাধীনতা পাইয়া, চঞ্চলভাবে যেন তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া হর্ষে নিত্য করিতেছে। কপাল ঘর্ম্মার্দ্র। মধ্যে মধ্যে তাড়িত শশকের ন্যায় তাঁহার গাত্র-লোম কণ্টকাকীর্ণ ও কম্পিত হইতেছে। শ্বাস-পবন দ্রুতগতিতে নাসাপথে গতায়াত করিতেছে।

মাসে মহা আড়ম্বরে শিবের যাত্ত হইয়া থাকে। মহানাদে রাজা চন্দ্রকেতুর দ্বিতীয় একটী দুর্গ ছিল ও অদ্যাবধিও তাহার কতক কতক চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে।

উদ্যান মধ্যে স্ত্রীলোক ভিন্ন পুরুষের যাইবার অনুমতি ছিল না। উদ্যানটীর চতুর্দ্দিক প্রাচীরে বেষ্টিত, গতায়াত করিবার কেবল মাত্র দুইটী দ্বার। দ্বার সর্ব্বদা রুদ্ধ থাকিত।

মালতী উদ্যান মধ্যে ভ্রমিতেছেন।—কখন ভ্রমিতেছেন, কখন উপবিষ্ট হইতেছেন—আবার অমনি উঠিয়া তথা হইতে স্থানান্তরে যাইতেছেন। গমন কালীন পথপার্শ্বস্থ প্রস্ফু-টিত কুসুমসকল চয়ন করিতেছেন। কোন স্থানে বসিয়া সংগৃ-হীত ফুলের হার প্রস্তুত করিতেছেন। সুখদ হইতেছে বলিয়া সেই হার গলায় ধারণ করিতেছেন; কিন্তু যখন সুখদ জ্ঞান হই-তেছে না, তখন বিরক্তির সহিত দূরে নিক্ষেপ করিতেছেন।

অনন্তর একটী তরুতলে অন্যমনস্ক হইয়া মালতী উপবিষ্ট হইলেন, দৃষ্টি অন্যদিকে প্রত্যাবর্ত্তন হইতেছে না, তাঁহার উন্নত বক্ষঃস্থলে স্থিরভাবে নিপতিত সুতরাং পার্শ্ব, সম্মুখ ও পশ্চাৎ-স্থিত কোন বস্তুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। এই সময় মালতী অকস্মাৎ পশ্চাতের দিকে বদন ফিরাইলেন। তাহাতে দেখিতে পাইলেন, একজন পুরুষ তাঁহার পৃষ্ঠদেশের সন্নিকটে দণ্ডায়-মান।

পুরুষটী সুন্দর, বলিষ্ঠকায়, বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতির ন্যূন নহে। আপাদ মস্তক সেনানায়কের পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত। মুখমণ্ডল অনাবৃত। মালতী যুবককে চিনিতে পারিলেন না; কারণ এই সময় তিনি বসনাদি যথা স্থানে সংস্থাপন করিতে

অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন। বসনাদি যথা স্থানে বিন্যস্ত হইলে পর মালতী যুবকের মুখের দিকে নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন, যুবক অপরিচিত পুরুষ নহে। অনন্তর যুবককে জিজ্ঞাসিলেন, "বসন্তকুমার! তুমি এখানে কেন?"

বসন্তকুমার গম্ভীর স্বরে (সে স্বর দুঃখ, ঘৃণা ও ক্রোধ ব্যঞ্জক) উত্তর করিলেন, "এখানে কেন, শুনিবে? না দেখিবে?"

ম। "দেখিতে পাইলে কে শুনিতে চায়?"

ব। "এই দেখ।" বলিয়া বসন্তকুমার একখানি পত্র মালতীর হস্তে দিলেন। মালতী তাহা গ্রহণানন্তর মনে মনে পাঠ করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর পাঠ করিলে, কএকটি অশ্রু-বিন্দু তাঁহার অজ্ঞাতে পত্রোপরি পর্য্যায়ক্রমে নিপতিত হইল। চক্ষুদ্বয় জলপ্লাবিত হওয়াতে কিয়ৎক্ষণ একটি মাত্রও বর্ণ পড়িতে পারিলেন না; কিন্তু দৃষ্টিও অন্যদিকে ফিরিল না, পত্রস্থিত বর্ণ কর্তৃক আকৃষ্ট রহিল। চক্ষের জল অন্তর্হৃত হইলে, পুনরায় পত্রখানি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। পাঠ করিতে করিতে আবার চক্ষে জল আসিল, পাছে চক্ষুনিঃসৃত জলধারে দ্বিতীয় মন্দাকিনীর উৎপত্তি হয়, এই ভয়ে মালতী সেই জল অঞ্চলে ধারণ করিলেন। এই অবস্থায় পত্র পাঠ শেষ হইল। পত্রখানি বক্ষঃস্থলে সযত্নে স্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "বসন্তকুমার! তুমি এই পত্র কোথায় পাইলে?"

ব। "যেখানেই পাই তাহা তোমার জানিবার আবশ্যক নাই।—পত্রখানি কে লিখিয়াছে?"

মা। "সখী চম্পকলতা।"

ব। "পত্রের মর্ম্ম জ্ঞাত হইয়াছ?"

মা। "হইয়াছি।"

ব। "ভদ্র কুলভবা কামিনীর পক্ষে উহা কি কর্ত্তব্য?"

মা। "অকর্ত্তব্যই বা কিসে?"

ব। "কুলটার নিকট উহা অবশ্য কর্ত্তব্য।"

মা। "কি—কি—কি—আর একবার?"

ব। "কুলটা নারীর নিকট উহা কর্ত্তব্য।"

মা। "পাপিষ্ঠ! নরাধম! কি বলিলি? আমি কুলটা? এত আস্পর্দ্ধা, এত সাহস, যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিলি? চক্ষুশূল! সম্মুখ হইতে দূর হ।" বলিয়া মালতী তথা হইতে বেগে চলিয়া গেলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বিধি অবিচারক।

একে ভূত-চতুর্দ্দশীর নিশা অত্যন্ত তমোময়ী ও ভয়াবহ, তাহাতে বারিদদল প্রতিযোগী হওয়াতে, গমন পথাদি কিছুই দৃষ্ট হইতেছে না। রাজপথে গাড়ী, ঘোড়া ও মনুষ্যের গতি-বিধি নাই। আপনে ক্রেতা বিক্রেতা নাই। পণ-গ্রন্থিতে কলরব নাই। কেবল দলবদ্ধ শিবাগণের কর্কশ চীৎকার সময়ে সময়ে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। এই ভয়াবহ নিশীথে বিজয়কেতু একাকী একটী বৃক্ষতলে উপবিষ্ট। স্থিরভাবে বসিয়া আছেন, এমত সময় অদূরে কোন ব্যক্তির পদ-ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। পদ-ধ্বনিতে জ্ঞাত হইলেন, একটী যুবতী রমণী, মরালগতিতে তাঁহার অভিমুখে আসিতেছে। অন্ধকার, কিছুই দৃষ্ট হয় না— মরালগতি কিসে জ্ঞাত হইলেন?—সমতালে পদ বিক্ষেপ করাতে। সমতালে পদবিক্ষেপ করিতেছিলেন, তাহাই বা কিরূপে দেখিতে পাইলেন? তাহা দেখিতে পান নাই, যুবতীর পদাভরণ সমতালে ঝঙ্কারিত হইতেছিল, সেই শব্দ শুনিয়া জ্ঞাত হইয়াছিলেন, মরালগতিতে কোন যুবতী আসিতে-ছেন। আগন্তুক যে যুবতী তাহাই বা কিসে জানিলেন? তাঁহার

মনে হইল যে, পদাভরণ রমণীর পদে বাজিতেছিল, উহা প্রৌঢ়া কি বৃদ্ধার পদাভরণ নহে। যুবতী ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিকটে আসিলেন। অন্ধকারের জন্য কেহ কাহার মুখালোকন করিতে পারিলেন না, অথচ উভয়ে উভয়কে চিনিতে পারিলেন। কারণ, বিজয়কেতু যুবতীর আদেশানুসারে নির্দ্দিষ্ট তরুতলে অগ্রে আসিয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। বিজয়কেতু যুবতীকে জিজ্ঞাসিলেন, "চম্পকলতে! তোমার আসিতে এত বিলম্ব হইল কেন? আমি অনেকক্ষণ পর্যান্ত তোমার জন্য এই স্থানে বসিয়া অপেক্ষা করিতেছি। তোমার আসিতে বিলম্ব দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম, কোন কারণ বশতঃ বুঝি তুমি আসিতে পারিলে না।"

চ। "কোন কারণই ছিল।"

বি। "কি কারণ ছিল?"

চ। "তাহা আপনার শুনিবার আবশ্যক নাই। একে রজনী অধিক হইয়াছে, তাহাতে এই স্থান তত নির্জ্জন নহে, এখানে থাকিলে অন্য লোকে আমাদিগকে দেখিতে পাইবে; বিশেষ বাগানবাটীর দ্বার উদ্‌ঘাটিত রহিয়াছে, অতএব ত্বরায় আমার অনুবর্ত্তী হউন, এখানে কালহরণ করিলে কোন বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।" বলিয়া চম্পকলতা অগ্রগামিনী হইলেন। বিজয়কেতু আর তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা বা কাল বিলম্ব না করিয়া তাঁহার পশ্চাতে

পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিলে, অকস্মাৎ বিজয়কেতুর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, মনে ভয়ের সঞ্চার হইল; মন যেন তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করিতে লাগিল। বিজয়কেতু চিন্তাক্রান্ত হইলেন। চম্পকলতার সমভিব্যাহারে যাইবেন কি প্রত্যাবর্ত্তন হইবেন, তাহাই মন মধ্যে স্থির করিতে লাগিলেন। কিন্তু চিন্তাধিক্য প্রযুক্ত কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, এককালে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলেন। অনন্তর চতুর্দ্দিকে প্রাচীরে বেষ্টিত একটী উদ্যানের দ্বারদেশে দুইজনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বার ভেজান ছিল, হস্ত দিবা মাত্র মুক্ত হইল। উভয়ে উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিলে পর, চম্পকলতা দ্বার রুদ্ধ করিয়াদেন, সেই সময় বিজয়কেতু চম্পকলতার নিকট হইতে অন্তরে দণ্ডায়মান ছিলেন। অন্ধকারে যদিও কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতে ছিল না তথাচ তিনি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন। দেখিতে পাইলেন যেন কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে একদিকে সরিয়া গেল। তদ্দর্শনে চম্পকলতাকে সঙ্কেত বাক্যে তদ্বিষয় জ্ঞাত করিলেন। চম্পকলতা, "ভয় নাই, আপনি আমার সঙ্গে আসুন" বলিয়া গমন করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দূর গমন করিলে, বিজয়কেতু সম্মুখে একটী দীপালোকে আলোকিত রম্য অট্টালিকা দেখিতে পাইলেন। এই

সময় তাঁহার দৃষ্টি আলোকিত অট্টালিকা কর্ত্তৃক আকৃষ্ট ছিল, চম্পকলতা যাইতে যাইতে যে অকস্মাৎ পদ গতি রোধ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি দেখিতে পান নাই, একেবারে চম্পকলতার গায়ের উপর গিয়া পড়িলেন। তাহাতে উভয়ের আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তাহা লাগিল না। বিজয়কেতু লজ্জিত হইয়া অন্তরে গিয়া দাঁড়াইলেন। চম্পকলতা সেই স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া, যেন কোন শব্দ শুনিতে লাগিলেন। সেই শব্দ প্রাঙ্গনোপস্থিতা একটী রমণীকণ্ঠ নিঃসৃত। প্রথমে শব্দ অস্ফুট ছিল, পরে স্পষ্টরূপে রমণী-কণ্ঠে উচ্চারিত হইতে লাগিল,—"বিধি অবিচারক, নির্দ্দয়। দুঃখ, মনস্তাপ কেবল তিনি সরলা নারীর জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। পশু, পক্ষী প্রভৃতি সকল প্রাণীকেই স্বাধীনত্ব সুখ দিয়াছেন, কেবল অভাগাবতী নারী জাতি সে সুখে বঞ্চিৎ। তাহারা সর্ব্বদা পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় গৃহ মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া মনোদুঃখে কালক্ষেপ করে, কখন স্বমতে কোন কার্য্য করিতে পারে না। যদি কেহ কখন আপন অভিপ্রেত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে তবে তৎক্ষণাৎ সে মাতা, পিতা, ভাই প্রভৃতি আত্মীয়গণের নিকট হইতে এককালে পরিত্যক্ত হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে বোধ হয়, আমার ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছে। নচেৎ বা অবিবেচক পিতার এরূপ কুমতি হইবে কেন? তিনি কি মনে করিয়াছেন, আমি সেই পুরুষত্ব হীন বসন্তকুমারের গলে মালা দিব? আমি তাহার অধীনা হইব?

তাহা কখনই নহে। অনলে, গরলে কি জলে এ জীবন পরি-ত্যাগ করিব, কখনই তাহার মুখাবলোকন করিব না। কি আক্ষেপের বিষয়! পিতা সন্তানের শত্রু, চক্ষে দেখা দূরে থাক, কখন কর্ণেও শুনি নাই।" কণ্ঠস্বরে চম্পকলতা পরি-তাপকারিনীকে চিনিতে পারিলেন। দ্রুতপদ বিক্ষেপে হঠাৎ সম্মুখে যাইয়া বলিলেন, "সখী মালতি! পরিতাপ পরিত্যাগ কর, তোমার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে, যুবরাজ তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান, সম্মানসূচক বাক্যে যুবরাজকে আহ্বান কর।"

চম্পকলতার কথায় মালতী লজ্জিতা হইলেন। কোন উত্তর দিলেন না।

মালতীর পার্শ্বে আর একটী রমণী উপবিষ্ট ছিলেন, সেই রমণী চম্পকলতার কথার উত্তর করিলেন, "যিনি প্রাণের শত্রু, তাঁহাকে কে কোথায় আহ্বান করিয়া থাকে।

বিজয়কেতু উত্তর করিলেন, "যে পক্ষ হইতে বলা হইল সে পক্ষই বা কম কি?"

রমণী জিজ্ঞাসিলেন, "সে পক্ষ হইতে কি শত্রুতাচরণ করা হইয়াছে?"

বি। "কি শত্রুতাচরণ করা হইয়াছে, তাহা অন্যের হৃদয়াঙ্গম হওয়া দুঃসাধ্য।"

বিজয়কেতুর কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে অমনি কোন ব্যক্তি তথায় আসিয়া সক্রোধে বলিল, "রে ব্যভিচারিণি, রে কুল-

কলঙ্কিনি মালতি! তোর আচরণ কি? তুই গোপনে পর-পুরুষের সঙ্গে প্রেমালাপ করিতেছিস্? রে পাপাত্মন্, রে দুরাশয় লম্পট! তুই কোন সাহসে এতাদৃশ গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিস? এই তুই স্বীয় দুষ্কৃতির ফলভোগ কর।" এই কএকটী কথা বলিয়া সেই ব্যক্তি বিজয়কেতুর উপর দারুণ অস্ত্রাঘাত করিল। ঘোর অন্ধকার, কোথায় অস্ত্রাঘাত হইল কিছুই দৃষ্ট হইল না; কেবলমাত্র অস্ত্রাঘাতের শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। তদপরেই বাতাঘাতনিপতিত বৃক্ষের ন্যায় একজন ধরণীশায়ী হইল, কিন্তু কে হইল তৎকালে জ্ঞাত হওয়া গেল না, কেবল এই কএকটী কথা শ্রুতিগোচর হইল,— "উ! প্রাণ যায়! মালতি!—তোমার জন্য আমি এ জন্মের মত সকল সুখে বঞ্চিৎ হইলাম। দারুণ অস্ত্রাঘাতে প্রাণ যায়, আমার চরমকাল উপস্থিত, অচিরে সমন ভবনে গমন করিব, এ জন্মে আর দেখা হইবে না, এই শেষ দেখা হইল, একবার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াও, অন্তিমকালে তোমার মুখ-চন্দ্রিমা মনের সাধে অবলোকন করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করি। উ! জ্বলে গেল! মলাম! মালতি!—মরি তাতে ক্ষতি নাই, এক দিনের জন্যও যে তোমার সহবাসসুখ সম্ভোগ করিতে পারিলাম না, এই দুঃখই মন মধ্যে রহিয়া গেল। বড় আশা ছিল, তুমি আমার প্রণয়নী হইবে; ঈশ্বরের বিড়ম্বনায় সে আশা-তরু এতদিনে সমূলে উন্মুলিত হইল। মালতি!

তুমি আমাকে ভালবাস কি না বলিতে পারি না, কিন্তু আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমার জন্য অসনে, বসনে সুখ পাই না, তোমার অদর্শনে মণিহারা ফণীর ন্যায় অস্থির চিত্তে কালহরণ করি। উ! উ! মালতি! মা-ল-তি! ম-রি-ই-ই।" আর কোন কথা বলিতে পারিল না। ছিন্নমুণ্ড কপোতের ন্যায় ভূমে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল ও মধ্যে মধ্যে বিকৃত স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। সেই চীৎকার শুনিয়া, নিকটস্থ লোক সকল কোন প্রকারে দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া, দ্রুতপদে তথায় দৌড়িয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে বালগু নগরী, ধর, মার, কি হইয়াছে ইত্যাদি কোলাহলে পূর্ণ হইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

অন্তঃপুর।

চন্দ্রকেতুর স্ত্রীর নাম প্রভাবতী। প্রভাবতী অরুণোদয়ের পূর্ব্বে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া অনাচ্ছাদিত বারাণ্ডায় গমন করিলেন। তথায় চারু আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া, নৈশ গগনের দিকে নেত্র পাত করিলেন। মনের শান্তি না থাকাতে

সেই তারকাবলি খচিত, জ্যোতির্ম্ময় নভস্থল নয়ন প্রীতিকর হইল না; বিরক্তের সহিত ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে প্রভাবতী অকস্মাৎ একটী রমণীকে তাঁহার অভিমুখে আসিতে দেখিলেন। রমণী যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিকটে না আসিয়াছিলেন, প্রভাবতী ততক্ষণ তাহাঁকে চিনিতে পারেন নাই; কারণ তখনো পর্য্যন্ত অল্প অল্প অন্ধকার ছিল। পরে যখন সেই রমণী নিকটে আসিলেন তখন তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "হৈমবতি! তুমি নিঃশব্দে আসিলে কেন? আমি তোমাকে দেখিয়া অত্যন্ত ত্রাসিত হইয়াছি। একে মন সাতিশয় চিন্তাযুক্ত ছিল তৎসঙ্গে ভয়ের সহোযোগ হওয়াতে আমার বক্ষঃস্থল এখনো পর্য্যন্ত ধক্ ধক্ করিতেছে।"

হৈমবতী। "তোমার মন চিন্তাযুক্ত ছিল কেন?"

প্র। "আর ভগ্নি! এবার যে কি বিপদ ঘটে তাহা বলিতে পারি না। গত রজনীতে মহারাজের মুখে শুনিয়া জ্ঞাত হইয়াছি, দিল্লীশ্বরের প্রেরিত সেনাপতি গোরাচাঁদ বারগোপ-পুরের বনে সসৈন্যে আসিয়া গোপন ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। পাপিষ্ঠ রাম হাজরা সেই যবন সেনাপতির সহিত যোগ দিয়াছে। বোধ হয়, শিঘ্রই মুসলমানেরা মহারাজকে আক্রমণ করিবেক।

হৈ। "মুসলমানেরা আসিয়াছে, তাহাতে তোমার আমার

চিন্তা কি? সে চিন্তার ভার মহারাজের উপর অর্পিত, তিনি তাহার প্রতিকার করিবেন। বিশেষ আমরা চিন্তা করিয়াই বা কি করিব? আমরা স্ত্রীজাতি, কোন ক্ষমতা নাই, বৃক্ষকে মনের দুঃখ জ্ঞাত করিলে যে ফল হয়, আমাদিগের চিন্তাতেও সেই রূপ ফল হইবেক।

প্র। "তুমি মুসলমানদিগের চরিত্র উত্তম রূপে জ্ঞাত নহ, আমি মহারাজের মুখে শুনিয়া জ্ঞাত হইয়াছি, তাহাদিগের জন্য তোমার আমারই চিন্তা অধিক, কারণ তাহারা অগ্রেই স্ত্রীলোকের সতীত্ব ধর্ম্ম নষ্ট করে, পরে সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হয়। ভাব দেখি, ইহা যদি সত্য হয়, তবে কি ভয়ানক কথা!

হৈ। "তুমি মহারাজের বল বিক্রম উত্তমরূপে জ্ঞাত না থাকাতে এরূপ অমূলক চিন্তা করিতেছ। মুসলমানেরা আসিয়াছে, আসুক না কেন? ভয় কি? পিপীলিকায় কি পানে জলধি শুষ্ক করিতে পারে? না অজাদল দন্তিযূথের প্রাণ বিনষ্ট করিতে পারে? ডেলা পর্ব্বতের উপর পড়িলে আপনিই চূর্ণ হইয়া যায়। মুসলমানেরা আসিয়া মহারাজকে আক্রমণ করে যমালয় যাইবে।

যৎকালে হৈমবতী ও প্রভাবতী উভয়ে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন, সেই সময় একজন পরিচারিকা তথায় অকস্মাৎ আসিয়া প্রভাবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে!

মহারাজ যাঁহার সহিত রাজকন্যা মালতীর বিবাহ সম্বন্ধ করিয়াছিলেন, সেই বসন্তকুমার গত রাত্রে একজন দস্যু হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন।"

বসন্তকুমারের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া প্রভাবতী অত্যন্ত শোকাতুরা হইলেন। অনন্তর পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এ সংবাদ কিরূপে জ্ঞাত হইলে?"

পরিচারিকা। "আমি শেষ রাত্রে কোন কার্য্য বশতঃ রাজকন্যার বাগান বাটীতে গিয়াছিলাম। বাগানের উত্তরদিকে দেখিলাম, কতকগুলি লোক একত্রিত হইয়া কলরব করিতেছে ও তথায় আলো জ্বলিতেছে, ভাবিলাম কারণ কি? কেনই বা রজনীকালে বাগান মধ্যে গোলমাল হয়? তাহার নিগূঢ় কারণ জ্ঞাত হইবার জন্য ধীরে ধীরে তথায় যাইলাম। নিকটে গিয়া দেখিলাম, বসন্তকুমারের জীবনশূন্য দেহ ভূমিতলে পড়িয়া রহিয়াছে, নগরপালেরা হত্যাকারীকে দৃঢ়রূপে একটী বৃক্ষে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।"

পাঠকবর্গ! হত্যাকারী বিজয়কেতু। বিজয়কেতুকে অগ্রে বসন্তকুমার দৃঢ় মুষ্টিতে অস্ত্রাঘাত করিয়াছিলেন, কিন্তু সে আঘাতে বিজয়কেতু আহত হন নাই। বিজয়কেতু আক্রমণকারী বসন্তকুমারের মনের ভাব অগ্রে বুঝিতে পারিয়া, এরূপ সতর্কের সহিত অন্তরে দণ্ডায়মান ছিলেন, যে বসন্তকুমারের

ক্রোধকম্পিতকরস্থিত অসির আঘাত তাঁহার গাত্রে লাগে নাই, বেগে ভূতলস্থ প্রস্তর খণ্ডের উপর পতিত হইয়াছিল। সেই অবসরে বিজয়কেতু স্বীয় করস্থিত অস্ত্রের আঘাতে বসন্তকুমারকে ধরণীশায়ী করিয়াছিলেন। অনন্তর বিজয়কেতু যৎকালে উদ্যান হইতে বহির্গত হইয়া গমন করেন, সেই সময় কয়েকজন নগরপাল আসিয়া তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য আক্রমণ করিয়াছিল। রজনীকাল, অপরিচিত স্থান, বিশেষ একা, কয়েকজনের প্রহার রক্ষা করিবেন? বিজয়কেতু দুই একটী নগরপালের প্রাণ বিনষ্ট করিয়া অবশেষে হতাবশিষ্ট নগরপাল কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

বধাজ্ঞা।

বিজয়কেতু অপরাধীর স্থানে দণ্ডায়মান, চন্দ্রকেতু বিচারাসনে উপবিষ্ট, রাম হাজরা, গোরাচাঁদ চন্দ্রকেতুর উচ্ছেদ সাধনে ব্যতিব্যস্ত, আমরা এই অবকাশে বসন্তকুমারের পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইলাম।—বসন্তকুমার গড়খাই নগরীর অধিপতি বৃষসেনের পুত্র। বৃষসেন বসন্তকুমারের শৈশবাবস্থায় লোকান্তর গমন করেন। চন্দ্রকেতুর সহিত বৃষসেনের সৌহৃদ্য ছিল। তাঁহার অবর্ত্তমানে পাছে বহুকালের শাসিত বিশাল রাজ্য শত্রু হস্তগত হয়, এই ভাবিয়া, বৃষসেন মৃত্যুকালে রাজ্য শাসনের ও বসন্তকুমারের লালন পালনের ভার চন্দ্রকেতুর উপর অর্পণ করিয়া যান। বৃষসেনের মৃত্যুর পর হইতে বসন্তকুমার চন্দ্র-কেতুর স্নেহাধীনে লালিত পালিত হইয়াছিলেন।

মালতী ভিন্ন চন্দ্রকেতুর অন্য পুত্র কি কন্যা সন্তান ছিল না। সকলেই জ্ঞাত আছেন, কন্যাই হউক বা পুত্রই হউক, একটী হইলে, পিতামাতার স্নেহ তাহার উপর অধিক হয়। সেই রূপ মালতীও চন্দ্রকেতুর অধিক স্নেহের পাত্রী। বস্তুতঃ রাজারাণী মালতীকে প্রাণের অধিক ভাল বাসিতেন। কন্যা-

সন্তান যতই পিতামাতার ভাল বাসার পাত্রী হউক না কেন, বয়স্থা হইলে, ইচ্ছায় হউক বা অনেচ্ছায় হউক তাহাকে স্বামী-গৃহে গমন করিতে হয়। মালতীকে স্বামী-গৃহে না যাইতে হয়, অথচ স্বামীসহবাস করিতে পারেন, এই জন্য চন্দ্রকেতু বসন্ত-কুমারের সহিত মালতীর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন, এমন কি বিবাহের দিন পর্য্যন্ত স্থির হইয়াছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধ মালতীর ইচ্ছা বিরুদ্ধ। তিনি বসন্তকুমারকে সহোদর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় মান্য করিতেন, এক দিনের জন্যও তাঁহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষিনী হয়েন নাই, বিজয়কেতুকে মানসে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন।

পাঠক! বিজয়কেতু বিচারার্থে অপরাধীর স্থানে নীত হইয়াছেন। যদি চন্দ্রকেতুর বিচার দেখিতে অভিলাষ করেন তবে আমাদিগের সঙ্গে আস্থন, আমরা বিচারালয় যাইতেছি।

পাঠক! ঐ শ্রবণ করুন, চন্দ্রকেতু গম্ভীর স্বরে বিজয়কেতুকে জিজ্ঞাসিতেছেন, "তুমি বসন্তকুমারকে হত্যা করিয়াছ?"

বি। "করিয়াছি।"

চ। "কেন করিলে?"

বি। "দুষ্কৃতির সমুচিত ফল দিবার জন্য?"

চ। "তাহাতে তোমার ক্ষমতা কি?"

বি। "ক্ষমতা না থাকিলে বসন্তকুমার বিনষ্ট হইল কেন?"

চ। "তোমাকেও তাহার অনুগামী হইতে হইবে।"

বি। "তাহাতে ভীত নহি, তবে প্রর্থনা ‹, যেন স্বশস্ত্রে বসন্তকুমারের অনুগামী হই।"

চন্দ্রকেতুর বাম পার্শ্বে প্রধান মন্ত্রী বসিয়া ছিলেন, নির্ভীক বিজয়কেতুকে বলিলেন, "হত্যাকারি! গর্ব্ব পরিত্যাগ কর, যদি বাঁচিবার সাধ থাকে তবে কৃতাঞ্জলিপুটে ক্ষমা প্রর্থনা কর, নতুবা অকালে সমন ভবনে যাইতে হইবে। এক্ষণে তোমার দেহ মহারাজের একান্ত অধীন, মহারাজ উহা রাখিলেও পারেন, নষ্ট করিলেও পারেন।"

বি। "কেশরী-দেহও কোন সময়ে শৃগালের অধীন হইয়া থাকে, তাহাতে কি পশুরাজের মান যায়?"

বিজয়কেতুর কথাতে চন্দ্রকেতুর চক্ষু জবাফুলের ন্যায় রক্তিমা বর্ণ হইল, হস্ত পদাদি কাঁপিতে লাগিল, অনন্তর বিজয় কেতুর বধাজ্ঞা দিয়া অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। সভাস্থ দ্রষ্টাবর্গে দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইল—এক পক্ষ বিজয়কেতুর বধাজ্ঞায় দুঃখিত হইল—এক পক্ষ আনন্দিত হইল।

বালণ্ডা নগরীর দক্ষিণ প্রান্তে একটী পুরাতন তড়াগ—তড়াগের উত্তর দিকে একটী মন্দির—তন্মধ্যে চন্দ্রকেতুর প্রতিষ্ঠিত পাষাণময়ী কালী—বৎসরান্তে শ্যামা পূজার দিন মহা আড়ম্বরে কালীর পূজা হইত। সেই দিন ভিন্ন আর কোন দিন পূজা হইত না। অহোরাত্র মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ থাকিত।

পাঠকবর্গ! চন্দ্রকেতুর শাসনকালে, এই কালী অনেক

নরশোণিতপানে লোল রসনা পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। কেননা নরহত্যাপরাধীদিগের প্রাণ এই কালীর সম্মুখে বিনষ্ট হইত।

বিজয়কেতু ঘাতক কর্ত্তৃক উপরোক্ত কলীর সম্মুখে নীত হইলেন। ঘাতকেরা তাঁহাকে একটী বৃক্ষে দৃঢ় রূপে বাঁধিয়া রাখিয়া দয়ানাশিনী সুরাপান করিতে আরম্ভ করিল। বিজয়কেতু অবসর পাইয়া ভক্তিভাবে কালীর স্তব আরম্ভ করিলেন।—

—"হে দক্ষরাজদুহিতে,-ত্রিলোক পালিকে,-অভয়ে! বন্ধনকাতর কিঙ্কর বিজয়কেতুকে আসিয়া মুক্ত কর। মাতঃ! আমি ভজন, পূজন বিহীন, অকৃতী, এমন কোন গুণ নাই যদ্দারা তোমার সেই সম্ভুহৃদয়ধৃতঅভয়পদ দর্শনে অভিলাষ করিতে পারি। হে অসুর নাশিনি,—দিগম্বরি! হুঁহুঙ্কার রবে একবার আসিয়া দেখা দেও, অন্তিমকালে তোমার সেই ভীষণ চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দর্শনে চক্ষু মুদ্রিত করি। মাতঃ দুর্গে! মরি তাতে ক্ষতি নাই, দুঃখ নাই, কেবল যে অপঘাত মৃত্যু হইবে, এই ভয়ে দেহ কম্পিত হইতেছে।" এবম্প্রকারে বিজয়কেতু কালীর স্তব করিতেছেন, এমন সময় ঘাতকগণের সুরাপান সমাপ্ত হইল। তৎপরে তাহারা বিজয়কেতুকে শূল-প্রান্তে আনিল ও অর্দ্ধস্ফুট রবে "জয়-মা-কালি ২" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। বিজয়কেতু মৃত্যুকাল উপস্থিত দেখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

উন্মাদিনী।

মালতী বিজয়কেতুর বধাজ্ঞা শ্রবণে মূর্চ্ছিতা হইলেন। তাঁহার অঙ্গ ধূলি-ধূসরিত, কবরীস্খলিত চিকুরনিকর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, নয়ন মুদ্রিত, মুখমণ্ডলে ও ললাটে স্বেদবিন্দুরাজী বিরাজিত। কপালের মধ্যভাগে সিন্দূর বিন্দু—তাহা ললাট পরিস্রুত ঘর্ম্মে ধৌত হইতেছে। কবরীচ্যুত কুসুমচয় ইতস্ততঃ নিপতিত। গাত্রে বসন নাই, হস্ত পদাদির গতি নাই, মুখে কথা নাই—কেবল নাশাপথে ধীরে ধীরে নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে।

মালতীর মস্তকের পার্শ্বে একটী রমণী উপবিষ্ট। তাঁহাকে চৈতন্য করিবার জন্য রমণী তালবৃন্ত দ্বারা বায়ু বীজন, বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা মুখঘর্ম্ম মার্জ্জন করিতেছেন; নিরসোষ্ঠ রসনা সরস করিতে মুখবিবরে সরু ধারে জল দিতেছেন, কখন মালতীকে ডাকিতেছেন—উত্তর পাইতেছেন না; চকিত নেত্রে এ দিকে, ও দিকে, মালতীর মুখের দিকে চাহিতেছেন। কিন্তু আশ্বাস বা সাহস পাইতেছেন না, কেবল মূর্ত্তিমান ভয় চতুর্দ্দিকে দেখিতে পাইতেছেন।

রমণী মালতীকে চৈতন্য করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন। যখন দেখিলেন, তাঁহার সমস্ত চেষ্টা বিফল হইল, তখন ঊর্দ্ধ দৃষ্টে বলিতে লাগিলেন, "হে ভয ভঞ্জক—হে গোপালক—হে নিরাকার—নির্ব্বিকার—ত্রিলোকেশ! সখী মালতীর জীবন-নিধি আমাকে দান কর, যেন আমার প্রতি নির্দ্দয় হইও না। হে দয়াবতি নিশা সতি! তুমি তুহিনধারাবর্ষণে সখীমালতীর অন্তরস্থ তাপ অপনয়ন কর। হে মাতঃ বসুন্ধরে! তোমার ক্রোড় স্থিতা কন্যাকে যেন কালকবলে নিক্ষেপ করিও না। হে জীমূতদল! তোমরা শশধরকে যেরূপে আচ্ছাদন করিয়া থাক সেই রূপে পামর কালের করালবদন ঢাকিয়া রাখ, যেন দুরাশয় কোন ক্রমে গ্রাস করিতে নাপারে। রে পিশাচ—রে রাক্ষস! রে পাপমতি কাল! তোর কাছে কি কালাকাল নাই? যাহাকে পাস্ তাহাকেই অমনি উদর-সাৎ করিস্?"

রমণী যৎকালে এইরূপে পরিতাপ করিতেছিলেন, সেই সময় হঠাৎ নিকটবর্ত্তী স্থানে একটী রমণী-কণ্ঠ-নিঃসৃত গীত শুনিতে পাইলেন। এতক্ষণ মুদ্রিত নয়নে ছিলেন, এক্ষণে তিনি চমকিতভাবে চক্ষুপত্র উন্মীলিত করিয়া দেখিলেন, যে ক্ষীণালোক প্রদীপটী জ্বলিতেছিল, তাহা নিবিয়া গিয়াছে; যেখানে মালতী অচৈতন্যাবস্থায় পড়িয়াছিলেন, তথায় ব্যাগ্রতার সহিত হাত দিয়া দেখিলেন, মালতী নাই। ভয়, বিস্ময় একে-

বারে তাঁহার মনকে আক্রমণ করিল। রমণী বসিয়াছিলেন, উঠিয়া দাঁড়াইলেন; হাত বুলাইয়া ঘরের চতুর্দ্দিকে অনেক অন্বেষণ করিলেন, মালতীর কোন উদ্দেশ পাইলেন না। আরও ভীতা হইলেন ও মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, মালতী কোথায় গেলেন? এবং গানটীই বা কে গাইল? একবার শুনিলাম, আর শুনিতে পাইতেছি না। যখন রমণী এইরূপ ভাবিতেছেন, তখন আবার পূর্ব্বমত গানটী শুনিতে পাইলেন। গানটী শুনিতে পাইলেন বটে, কিন্তু মন চিন্তায় অস্থির হওয়াতে, তাহার মর্ম্ম কি এবং কে গাইতেছে, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। এবং নিজেও আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, দ্রুতপদে বাহিরে আসিলেন। কিয়ৎক্ষণ এক স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন, একটী রমণী প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে বেড়াইতেছে ও মনের উল্লাসে গান করিতেছে। তদ্দর্শনে সন্দিহান হইলেন, মনে মনে বলিতে লাগিলেন, এ গানপরা রমণী কে? এ কি মালতী? না? মালতীর ত এখন গানের সময় নয়? মালতী এক্ষণে শোকাতুরা, বিলাপিনী। তবে ঐ রমণী কে? বোধ হয় কোন উন্মাদিনী। অনন্তর উন্মাদিনী স্থির করিয়া তাঁহার নিকটে যাইলেন এবং দেখিলেন, মালতী উন্মাদিনী হইয়াছেন। তদ্দর্শনে তিনি উচ্চৈঃস্বরে কান্দিয়া উঠিলেন ও বহুবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন।

রমণী মালতীর নিকটে দণ্ডায়মান থাকিয়া মনের দুঃখে রোদন করিতেছেন, এমন সময় কোন ব্যক্তি পশ্চাৎ হইতে তাঁহার অঞ্চল টানিল ও তাঁহার কাণে কাণে বলিল, "এলো-কেশি! গোল করিও না, আমি ফিরিয়া আসিয়াছি, ভয় নাই।"

রমণীর নাম এলোকেশী। এলোকেশী অন্যমনস্ক ছিলেন, হঠাৎ অঞ্চল টানাতে তাঁহার অন্তর কাঁপিয়া উঠিল, ফিরিয়া দেখিলেন, পশ্চাতে একটী রমণী ও একটী পুরুষ দণ্ডায়মান। তদ্দর্শনে এলোকেশী ভয়ে একটী মাত্র বাঙনিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না, একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

যে ব্যক্তি তাঁহার অঞ্চল টানিয়াছিল, সে আবার তাঁহার কাণে কাণে বলিল, "বিস্মিত হইতেছ কেন? আমি চম্পকলতা" এই কএকটী শেওয়ায় আরও কএকটী কথা চম্পকলতা এলো-কেশীকে বলিলেন। কি বলিলেন, শুনিতে পাওয়া গেল না। কিন্তু এলোকেশী তাহা বুঝিতে পারিলেন। পুরুষটীকে সঙ্গে লইয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। চম্পকলতা তথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। এলোকেশী একটী আলো লইয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন। সেই আলোটী চম্পকলতার হাতে দিয়া যে গৃহ হইতে আলো আনিয়াছিলেন, সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার অল্প সময় পরেই দেখিতে পাওয়া গেল, অট্টালিকা আলোকিত হইল।

মালতী আপন মনে ভ্রমিয়া বেড়াইতে ছিলেন। পাঠক ইতি অগ্রে প্রকাশ পাইয়াছেন, মালতী গান গাইতেছিলেন। বাস্তব কি তিনি মনের হর্ষে গান গাইতেছিলেন? তাহা নহে। বিজয়কেতুর রূপ, গুণের বর্ণনা অথবা বিনাইয়া বিলাপ করিতেছিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর এত ক্ষীণ ও মিষ্ট যে, কথা কহিলেই বোধ হইত যেন বীণার ধ্বনি হইতেছে। যখন তিনি ভ্রমিয়া বেড়াইতেছিলেন তখন তাঁহার মন স্বর্গ, মর্ত্ত, রসাতল পরিভ্রমণ করিতেছিল। কখন তাঁহার মনে উদয় হইতেছিল, জগৎ অসার, ইহাতে সুখের লেশ মাত্র নাই—কেবল পুঞ্জ পুঞ্জ দুঃখ, মনঃপীড়া, পার্থিব চিন্তা,—জীব মায়াপাশে বদ্ধ হইয়া আমার আমার করিয়া বেড়ায়, কিন্তু কেহ কাহার নহে, সমস্তই ভোজ বাজীর ন্যায় মিছে। কখন ভাবিতেছিলেন, জীবিতেশ্বর কত বন্ধন কষ্ট সহিতেছেন। নির্দ্দয় জল্লাদগণ তাঁহাকে কত কুবাক্য বলিতেছে, কত প্রহার করিতেছে, এখনোও তাঁহার প্রাণ বধ করে নাই, বোধ হয় করিবে না। কেন না তাহাদের হৃদয় ত পাষাণ নহে—অস্থি চর্ম্মে সৃজিত। আহা! সেই সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া কি তাহাদের মন দয়ার্দ্র হইবে না? কেন, হইবে না? তাহারা ত মাংসাশী রাক্ষস নহে, মনুষ্য,—অবশ্যই হইবে। এবম্প্রকার সুভ, অসুভ সম্বন্ধীয় তর্কে মালতীর মন নিবিষ্ট ছিল। সেই কারণে চম্পকলতা, এলোকেশী যাহা যাহা করিয়া-

ছিলেন, তদ্বিষয় অন্যমনস্কতাপ্রযুক্ত কিছুই জ্ঞাত হইতে পারেন নাই। এলোকেশী প্রদত্ত আলো হস্তে করিয়া চম্পকলতা মালতীর সম্মুখে যাইলেন। মালতী চম্পকলতাকে দর্শন মাত্রই চিনিতে পারিলেন। তিনি চম্পকলতাকে কোন কথা জিজ্ঞাসিতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু তাহা পারিলেন না, একদৃষ্টে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। চম্পকলতা মালতীর সে দৃষ্টির অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন। কোন কথার প্রসঙ্গ না করিয়া একটী গান আরম্ভ করিলেন,—

"ভেব নাক চাঁদ বদনী, পাবে পুনঃ নয়ন-মনী,
লুকায়ে রেখেছি আমি করিয়ে যতন।
ধৈর্য্য ধর শুন ধনি করো না রোদন।"

মালতী গানের অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এক্ষণে আমার ঘোর বিপদ, এমন বিপদের সময় চম্পকলতা গান গাইতেছে, কারণ কি? এ কি গান? না রোদন? রোদন হইলে চম্পকলতার মন এত প্রফুল্ল কেন? না, উহা গান। ভাল, উহাকে একবার জিজ্ঞাসি "চম্পকলতে! একি তোমার গান, না রোদন?"

চ। "গান।"

মা। "গান! এ সময়ে গান!

চ। "এ মন্দ সময় কিসে?"

মা। "এ অপেক্ষাও কি মন্দ সময় আছে?

চ। "এ সময় লোকের প্রার্থনীয়, এরূপ সময় সকলের ভাগ্যে ঘটে না।"

চম্পকলতার কথা শুনিয়া মালতী নিঃস্তব্ধ হইলেন। চম্পকলতা হাসিতে হাসিতে তাঁহার বামকর ধরিলেন ও বলিলেন, "আইস আমরা ঘরে যাই।" অনন্তর চম্পকলতা পূর্ব্বোক্ত অট্টালিকাভিমুখে গমন করিলেন। মালতীও চম্পকলতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন।

চম্পকলতা মালতীর শয়নগৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এখনোপর্য্যন্ত মালতীর হাত ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, কক্ষ মধ্যে প্রবেশানন্তর ছাড়িয়া দিলেন ও দ্রুতপদে তথা হইতে বাহিরে আসিলেন। এলোকেশী অমনি দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

মালতী ফিরিয়া দেখিলেন, গৃহ মধ্যে চম্পকলতা নাই, দ্বার রুদ্ধ। একান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন ও চকিত নেত্রে ঘরের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। হঠাৎ মালতীর দৃষ্টি স্থির হইল। এই জগতে নয়ন ও মন প্রীতিদায়ক অনেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট দ্রব্য আছে, অনেক সুন্দর সুন্দর প্রাণী আছে, কিন্তু মালতীর চঞ্চল দৃষ্টি, মন, যাহা দেখিয়া সুস্থির হইল, তাহা অপেক্ষা মালতীর নয়ন ও মনপ্রীতিদায়ক সুন্দর দ্রব্য ও প্রাণী এই জগতে অদ্বিতীয়। তিনি নীরবে, অনিমিক নয়নে সেই সুন্দর দ্রব্য অথবা স্বজীব মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন ও মনে মনে ভূরি ভূরি আপন সৌভাগ্যের শ্লাঘা করিতে

লাগিলেন। তাঁহার মন আনন্দ রসে প্লাবিত হইল। লোকের সুখ ক্ষণস্থায়ী। মালতী এতক্ষণ অকথনীয় দর্শনসুখানুভব করিতে-ছিলেন, লজ্জা বিপক্ষ হওয়াতে, সে সুখে বঞ্চিত হইলেন; কেননা লজ্জার প্রভাবে তাঁহার মস্তক অবনত হইল।

মালতী কাহাকে দেখিয়া বিস্মিত, আনন্দিত ও পরে লজ্জিত হইলেন?—বিজয়কেতুকে দেখিয়া। বিজয়কেতু কিরূপে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন তদ্বিষয় পাঠক পরে জ্ঞাত হইবেন। এক্ষণে আমরা কর্ম্মান্তরে নিযুক্ত হইলাম। পাঠক! বিজয়-কেতুর পরিত্রাণের সংবাদ হঠাৎ মালতী শুনিলে, আনন্দে তাঁহার মৃত্যু হইবার সম্ভব ছিল, সেই কারণে চতুরা চম্পকলতা অগ্রে ও সম্বন্ধীয় কোন কথা না তুলিয়া, গান গাইয়াছিলেন।

বিজয়কেতু পালঙ্গোপরি বসিয়াছিলেন। মালতীকে লজ্জি-তাবস্থায় হেটমুণ্ডে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়া, কৌতুক করি-বার জন্য বলিলেন, "আমি থাকাতে মস্তক অবনত হইল, তাহাহইলে যে আমি কষ্টের কারণ হইয়াছি বলা বাহাল্য, এস্থলে আমার আর থাকা উচিত নহে।"

বিজয়কেতুর কথায় মালতীর মস্তক উন্নত হইল এবং সে কথার উত্তরও তাঁহার তালুদেশ পর্য্যন্ত উঠিল, কিন্তু মুখ হইতে নির্গত হইতে পারিল না। কারণ মালতী মস্তক তুলিয়া দেখি-লেন, বিজয়কেতু ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বহির্গত হইতেছেন। যে গৃহে বিজয়কেতু ছিলেন, মালতীর পক্ষে সে গৃহ নহে—

তাঁহার হৃদয়-পিঞ্জর অথবা হৃদয়াগার। বিজয়কেতু অনেক কষ্টে, অনেক যত্নে ও অনেক দেব দেবীর কৃপায় সেই হৃদয় পিঞ্জরে অথবা হৃদয়াগারে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, আবার তাহা শূন্য করিয়া পলায়ন করিতেছেন। তদ্দর্শনে মালতীর মন হইতে আনন্দ, লজ্জা তিরোহিত হইল। তিনি চঞ্চল পদে বিজয়কেতুর সম্মুখীন হইলেন—বাহুদ্বয় বিস্তার করিলেন—একবার বিজয়কেতুর মুখাবলোকন করিলেন, চক্ষে জল আসিল, অনন্তর অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল; সে অশ্রু-ধারা যেন বিজয়কেতুকে তিরস্কার করিতে ক্ষরিত হইতে লাগিল। বিজয়কেতু সেই তিরস্কারে কুণ্ঠিত, দুঃখিত, দয়া ও প্রেমরসার্দ্র হইলেন। তাঁহার চক্ষেও জল আসিল ও সেই জল বিন্দু বিন্দু তাঁহার অজ্ঞাতে ভূতলে, বক্ষে নিপতিত হইতে লাগিল। মন অতীব ব্যাকুল হইয়া উঠিল, বিজয়কেতু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, বাহু-পাশে মালতীকে বন্ধন করিলেন ও প্রিয় সম্ভাষণে বলিলেন, "প্রিয়ে! সুস্থির হও, কেঁদনা, আমি যাইব না। আমি অকারণে তোমার মনে ব্যথা দিয়াছি, আমি অপরাধী—আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।"

মা। "নাথ! আপনি পদে পদে এই পাপিনীর জন্য যৎপরো-নাস্তি কষ্ট পাইতেছেন, পদে পদে অপমানিত হইতেছেন, পদে পদে বিপদে নিপতিত হইতেছেন—আপনি নির্দ্দোষী,

ভাবিয়া দেখিলে, আমিই যথার্থ অপরাধিনী।"

বি। "তুমি স্বমুখেই আপন দোষ স্বীকার করিলে—দোষী ব্যক্তির ত বিচারে দণ্ড হওয়া উচিৎ?"

মা। "হওয়া উচিত, কিন্তু আমার ত সমুচিত দণ্ডই হইয়াছে, মন, প্রাণ, ধন, যৌবন সমস্তই ত রসিকরাজ কাড়িয়া লইয়াছেন। বাকী কেবল কায়া ছিল, তাহাও বাহু-পাশে আবদ্ধ। তবে আর কি দণ্ড দিবেন? অবিচারে পর-ধনে হস্তক্ষেপ করেন, রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।"

বি। "কি দণ্ড হইবে?"

মা। বক্ষে পাষাণ—কারাবাস।"

বি। "মনে কর, পর-ধনে হস্তক্ষেপ করা হইল।"

মা। "তবে হৃদয়-কারাবাসে আপনার বাসও হইল।" বলিয়া বিজয়কেতুকে বাহু-লতায় বন্ধন করিলেন।

বি। "কারাবাস হইল—পাষাণ কই?"

মা। "বুকে হাতদিয়া দেখুন তাহাও পড়িয়াছে।"

এইকালে বিজয়কেতুর অকস্মাৎ কোন কথা মনে পড়িল। মালতী বক্ষে ছিলেন, কথাটী স্মরণ হওয়াতে বিরক্তের সহিত, সবলে তাঁহাকে অন্তরিত করিলেন ও বেগে গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন।

মালতী বিজয়কেতুর নিষ্ঠুরতা দর্শনে একান্ত বিস্মিত হইলেন ও মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, অনেক কষ্টে

পাইয়াছিলাম—আবার হারাইলাম! কারণ? কারণ ত কিছুই দেখিতেছি না, তবে বিনা মেঘে বজ্রপাত হইল কেন? অবশ্যই কোন না কোন কারণ আছে। নচেৎ উন্মত্তের ন্যায় হইয়া কেন আমার মর্ম্মে ব্যথা দিয়া যাইবেন? বাক্যের প্রকৃত অর্থ জ্ঞাত না থাকাতে, হয় ত কি বলিতে কি বলিয়াছি,—না হয় আমার নিকট যথাযোগ্য সন্মান পান নাই—তাই ক্রোধভরে চলিয়া গেলেন। আমি যে নির্ব্বোধ, সভ্যতা, ভব্যতা, জানি না, তাহা ত নাথ জ্ঞাত নহেন, সুতরাং ইহাতে তাঁহার কিছু মাত্র দোষ নাই, সকলই আমার ভাগ্যদোষ। পূর্ব্বজন্মে কত গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা করিয়াছিলাম, এক্ষণে আমাকে সেইসকল মহাপাপের ফলভোগ করিতে হইতেছে ও আরো কত করিতে হইবে। নাথ ক্রোধভরে চলিয়া গেলেন, আর কি ফিরিয়া আসিবেন না,—আর কি তাঁহার সহিত দেখা হইবে না,—আর কি তাঁহাকে বক্ষে স্থান দিতে পারিব না,—আর কি তাঁহার সহিত কথা কহিতে পাইব না, আর কি তাঁহার শ্রুতিমধুর বাক্য শুনিতে পাইব না—আর কি তাঁহার ভালবাসার পাত্রী হইতে পারিব না? কেমন করেই পারিব? আমার ত তেমন কপাল নহে, সুখের কপাল হইলে, আমাকে ফেলিয়া যাইতেন না—আমার উপর কুপিত হইতেন না—এবম্প্রকারে মালতী বহুবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দেখিতেছ কি ?

রজনী সার্দ্ধ এক প্রহর সময়ে, চন্দ্রকেতু প্রভাবতীর সহিত উপবনে ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহাকে বলিলেন, প্রিয়ে! রাগ সম্বরণ করিতে নাপারিয়া আমি একটী কুকার্য্য করিয়াছি, তাহাতে আমার মন এরূপ অনুতাপে তাপিত হইয়াছে, যে কিছুতেই মনের শান্তি পাইতেছি না, অনুক্ষণই মন কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইতেছি।”

তৎশ্রবণে প্রভাবতী জিজ্ঞাসিলেন, ‘কি কুকার্য্য ?’

চ। “বসন্তকুমারকে যে হত্যা করিয়াছিল, তাহার বধাজ্ঞা দিয়াছি।”

প্র। “সে ত কুকার্য্য হয় নাই, উচিত কার্য্যই হইয়াছে। আমার সাত নাই, পাঁচ নাই, একটী মাত্র কন্যা। বড় সাধ ছিল, বসন্তকুমারের সহিত তাহার বিবাহ দিব, তাহারা দুই জনে মনের সুখে কালক্ষেপ করিবে—আমি চক্ষে দেখিয়া মানব জন্ম সার্থক করিব—সেই পাপিষ্ঠের জন্যই ত আমি সে আশা ভরসায় নৈরাশ হইয়াছি ?”

চ। “প্রিয়ে! আমি এক্ষণে স্থির বুদ্ধিতে চিন্তিয়া দেখিতেছি,

বধাজ্ঞা দেওয়া কুকার্য্যই হইয়াছে; কারণ হত্যাকারীর আকৃতি ও গর্ব্বিত কথাতে স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে, যে সে এক জন সামান্য লোক নহে।

প্র "বসন্তকুমারকে সে কেন হত্যা করিয়াছে?"

চ। "কেন হত্যা করিয়াছে, তদ্বিষয় কিছুই প্রকাশ পাই নাই. সুতরাং তৎকারণ জ্ঞাত হইতে পারি নাই। কেবল এই মাত্র জ্ঞাত হইয়াছি, মালতীর বাগান বাটীতে বসন্ত-কুমারকে হত্যা করিয়াছে।"

প্র। "মালতীর বাগান বাটীতে দুইজন যুবক কাটাকাটি করাতে ত আমার ভাল বোধ হইতেছে না, বোধ হয় চম্পকলতা যাহা বলিয়াছিল তাহাই ঘটিয়াছে।"

চ। "চম্পকলতা কি বলিয়াছিল?

প্র। "একদিন কথায় কথায়, মালতীর সহিত যে বসন্ত-কুমারের বিবাহ হইবে, এই কথা উঠে। কিন্তু সেই কথায় চম্পকলতা অসন্তুষ্ট হইয়া বলে, এ সম্বন্ধ মালতীর ইচ্ছা বিরুদ্ধ। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন? সে উত্তর করিল, আমি তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া জ্ঞাত হই-য়াছি, তিনি মানসে অন্য এক যুবাকে পতিত্বে বরণ করি-য়াছেন। আমি আবার চম্পকলতাকে জিজ্ঞাসিলাম, মালতীর সহিত সে যুবকের দেখা হইল কোথায়? সে বলিল, যখন আমরা কাশী হইতে স্বদেশে ফিরিয়া আসি,

সেই সময় পথিমধ্যে সেই যুবকের সহিত দেখা হয়। সেই যুবক আমাদিগের পরমবন্ধু, অধিক কি বলিব, তিনি আমাদিগকে যবনহস্ত হইতে পরিত্রাণ করিয়া না দিলে, আমাদিগের কখনই সতীত্ব রক্ষা হইত না। চম্পকলতার বলা শেষ হইলে, সেই যুবকের কুল, শীল জানিবার জন্য আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সেই যুবকের নাম, ধাম এবং সে কাহার পুত্র তাহা তুমি জান। সে উত্তর করিল জানি—যুবকের নাম বিজয়কেতু,—ধাম হস্তিনাগড়,—হস্তিনাগড়ের অধিপতি নরেন্দ্রকুমারের পুত্র।"

চন্দ্রকেতু এতক্ষণ নিঃস্তব্দভাবে শুনিতে ছিলেন। প্রভাবতীর কথা শেষ হইলে, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "প্রিয়ে! আমি সর্ব্বনাশ করিয়াছি, রাজা নরেন্দ্রকুমার আমার পরম হিতকারী। এক্ষণে উপায়! বিজয়কেতু ত জীবিত নাই, তিনি অনেক্ষণ জল্লাদ হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

চন্দ্রকেতু যেখানে দাঁড়াইয়া প্রভাবতীর সহিত কথা কহিতে ছিলেন, তাহার অদূরেই রাজপথ। রাজপথনিপতিত কোন ব্যক্তির চীৎকারধ্বনি চন্দ্রকেতু শুনিতে পাইলেন। দ্রুতপদে তথায় যাইয়া দেখিলেন, একটী মনুষ্য পড়িয়া রহিয়াছে। "ভয় নাই,—ভয় নাই—তুমি কে এবং কেনই বা এ অবস্থায়

এখানে নিপতিত” এবম্প্রকার অনেক বাক্য চন্দ্রকেতু ব্যয় করিলেন, কিন্তু একটী কথারও উত্তর পাইলেন না, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা গোঁঙ্গানি আর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তর্দ্দশনে চন্দ্রকেতু স্থির করিলেন, ভয় পাইয়া মূর্চ্ছাগত হইয়াছে। অনন্তর তিনি তাহার গাত্রে হাত দিয়া দেখিলেন, গাত্র ঘর্ম্মাক্ত, এমন কি ঘর্ম্মস্রোতে পরিহিত বস্ত্রখানি সমস্ত আর্দ্র। রক্তের গতি দ্রুত হওয়াতে বক্ষঃস্থল ধড়্ ধড়্ করিতেছে। যখন বক্ষঃস্থলে হাত দিলেন, তখন তিনি জানিতে পারিলেন, মূর্চ্ছাগত ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, কি কোন ক্ষত্রিয়; কারণ গলায় পৈতা রহিয়াছে।

যৎকালে চন্দ্রকেতু মূর্চ্ছাগত ব্যক্তিকে চৈতন্য করিতে চেষ্টা পাইতেছিলেন, সেই সময় একজন নগরপাল একটী আলো লইয়া তথায় আসিল। সেই আলোতে দেখিলেন, সে ব্যক্তি ক্ষত্রিয় নহে, তাঁহার পুরোহিত নৈসদ তর্কবাগীশের ছাত্র কমলাকান্ত।

পাঠক! বিজয়কেতু যৎকালে মহানাদে যান, সেই সময় পথিমধ্যে যে কমলাকান্তের সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এ ব্যক্তি সেই কমলাকান্ত। তৎকালে ইহার সঙ্গে তল্পীদার হরিদাস ছিল। বিজয়কেতু চম্পকলতার সঙ্গে মহানাদ হইতে বালণ্ডায় আসিবার সময় কমলাকান্তকে সমভিব্যাহারে লইয়া আসিয়াছিলেন। কমলাকান্তের উপাধি বিদ্যাভুড়ভুড়ী।

চন্দ্রকেতু উচ্চৈঃস্বরে বিদ্যাভুড়ভুড়ীকে ডাকিতে লাগিলেন। এক্ষণে ভুড়ভুড়ীর চৈতন্য হইয়াছিল, উত্তর করিল, "অ্যাঁ।"

চ। "পড়িয়া রহিয়াছ কেন? ভয় পাইয়াছ না কি?"

ভুড়ভুড়ী জিজ্ঞাসার উত্তর না দিয়া, শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "জল খাবো।" তথায় জলপাত্র ছিল না, চন্দ্রকেতুর আদেশানুসারে নগরপাল নিকটবর্ত্তী জলাশয় হইতে উত্তরীয় ভিজাইয়া জল আনিয়া দিল। ভুড়ভুড়ীর জল পান হইলে, চন্দ্রকেতু জিজ্ঞাসিলেন, "তোমার কি হইয়াছে?"

ভু। "অ্যাঁ।"

চ। "তোমার কি হইয়াছে?"

ভু। "বাবারে! ঐ বুঝি আসিতেছে!"

চ। "কি আসিতেছে?"

ভয়ে ভুড়ভুড়ী কাঁপিতেছিল। কম্পিত স্বরে বলিল, "কা-কা-লী, বা-বা-বা-বারে! কালী।"

চ। "কালী কোথায়?"

ভু। "ম—ন্দি—রে।"

চ। "মন্দিরে কালী-তা কি হইয়াছে?"

ভু। বা-বা-রে! দু-ই, হা-তে, কো-প।"

চ। "দুই হাতে কোপ কি?"

ভু। "ক-রি-তে-ছে-ন।"

চ। 'কে কোপ করিতেছে?'

"ভুড়ভুড়ী চন্দ্রকেতুকে জিজ্ঞাসিল, "তুমি কে?"

চ। "আমি চন্দ্রকেতু।"

মহারাজ! এই বলিয়া ভুড়ভুড়ী নিঃস্তব্ধ হইল।

তদ্দর্শনে চন্দ্রকেতু মনে করিলেন, তাঁহার নাম শুনিয়া ভয়ে ভুড়ভুড়ী আর কথা কহিতেছে না। ভয় ভঞ্জন জন্য বলিলেন, "তোমার ভয় নাই, দুই হাতে কে কোপ করিতেছে কাহাকে দেখিয়া আসিয়াছ?"

ভু। "যাহারা কালীর কাছে বিজয়কেতুকে বধ করিতে গিয়াছিল, কালী তাহাদের সকলকে বধ করিয়াছেন, তাই দেখিয়া আমি ভয়ে দৌড়িয়া আসিয়াছি।

চ। "তুমি তথায় গিয়াছিলে কেন?"

ভু। "আমি দেখিতে গিয়াছিলাম।"

চ। "বিজয়কেতুকে কি জল্লাদেরা বধ করিয়াছে?"

ভু। "পারে নাই—যখন তাহারা বিজয়কেতুর বধের উদ্যোগ করিতেছিল, সেই সময় মন্দিরের কপাট খুলিয়া খড়্গ হস্তা দিগম্বরী কালী বাহির হইলেন। তৎপরেই দুই হাতে জল্লাদগণকে কাটিতে লাগিলেন।'

চ। 'তারপর কালী কোথায় গেলেন?'

ভু। 'মন্দিরের মধ্যে।'

চ। "বিজয়কেতু কোথায়?'

ভু। 'তা আমি জানি না, আমি ভয়ে দৌড়িয়া আসিয়াছি।"

বিজয়কেতু জীবিত আছেন শুনিয়া চন্দ্রকেতু যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। 'কালী স্বহস্তে জল্লাদগণকে বধ করিয়াছেন, এ অতি অসম্ভব কথা, এ কথা কখনই বিশ্বাস যোগ্য নহে, অবশ্যই ইহার মধ্যে কোন নিগুঢ় কারণ আছে' যখন চন্দ্রকেতু এবম্প্রকার মনে মনে ভাবিতেছিলেন, সেই সময় নগরের দক্ষিণদিক অকস্মাৎ কোলাহলপূর্ণ হইল। "কিসের শব্দ!" বলিয়া চন্দ্রকেতু শব্দের অভিমুখে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। শব্দ প্রথমে অস্ফুট ও অনতি উচ্চ ছিল, পরে ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট ও গগনভেদী হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে জানিতে পারিলেন, মুসলমানেরা নগর আক্রমণ করিয়াছে। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, দ্রুতপদে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পথিমধ্যে প্রধান সেনানায়ক * জয় ও বিজয়সেনের সহিত তাঁহার সাক্ষাত হইল। তাঁহারা দুই জনে অশ্বারোহণে চন্দ্রকেতুর অভিমুখে আসিতেছিলেন। চন্দ্রকেতু তাঁহাদিগকে

---

* হামা ও দামা এই দুই নামের পরিবর্ত্তে, জয়সেন ও বিজয়সেন নাম ব্যবহৃত হইল। এরূপ কিম্বাদন্তী আছে, যে হামা ও দামা এক গর্ভ সম্ভূত। হাড়োয়া রোডের পার্শ্বে হামা ও দামার কাটান একটী পুষ্করিণী অদ্যাবধিও বর্ত্তমান রহিয়াছে ও সকলে উহাকে হামা দামার পুষ্করিণী বলিয়া ডাকিয়া থাকে।

বলিলেন, "দেখিতেছ কি? মুসলমানেরা নগর আক্রমণ করিয়াছে,—ঐ শুন, নগরবাসীদিগের রোদনে নগর কম্পিত হইয়েছে অতএব অবিলম্বে নগরবাসীদিগকে রক্ষা করিতে সসৈন্যে বহির্গত হও. কালহরণ করিলে নিষ্ঠুর দস্যুদল কাহার কিছু রাখিবেক না ও অধিকাংশ লোকের প্রাণ বিনষ্ট করিয়া যাইবেক। আমার বোধ হয়, পাপিষ্ঠেরা মন্ত্রীকে বিশেষ লক্ষ করিয়া আসিয়াছে, কারণ সেই দিকেই অধিক গোলমাল হইতেছে।'

জয়সেন কহিলেন, 'আমরা প্রস্তুত আছি, কেবল রাজাজ্ঞার জন্য এতক্ষণ বিলম্ব করিতেছিলাম, আর বিলম্ব করিবার আবশ্যক নাই, এই দণ্ডেই আমরা সসৈন্যে নগর রক্ষার্থে গমন করিতেছি।'

বিজয়সেন কহিলেন, "মহারাজ! মুসলমানেরা অত্যন্ত ছিদ্রান্বেষী ও কপট। নগর রক্ষার্থে সকলে গমন করিলে, সেই অবকাশে যদি তাহারা দুর্গ ও অন্তঃপুর আক্রমণ করে? আমার মতে, সৈন্যদল দুই ভাগে বিভাগ করুণ, এক দল, নগর রক্ষার্থে গমন করুক, এক দল দুর্গ মধ্যে থাকুক।"

চ। "তবে তুমি নগর রক্ষার্থে গমন কর, জয়সেন দুর্গ ও অন্তঃপুর রক্ষার জন্য থাকুন।"

বিজয়সেন "যে আজ্ঞা" বলিয়া তথা হইতে ভেরীধ্বনির দ্বারা সৈন্যগণকে ডাকিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ যুদ্ধের বেশে সজ্জিত ছিল, সেনানায়কের আহ্বানে সকলে দ্রুতপদে ভেরীর

ধ্বনি লক্ষ করিয়া তথায় আসিতে লাগিল। অনন্তর বিজয়-সেন নগর রক্ষার্থে এক দল সৈন্য লইয়া যাত্রা করিলেন। চন্দ্র-কেতু তাহার কিয়ৎক্ষণ পরে অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

চন্দ্রকেতু যখন দুর্গ হইতে অন্তঃপুরে গমন করেন, সেই সময় পথি মধ্যে কোন এক অদৃশ্য স্থান হইতে কএক জন মুসলমান সৈন্য অকস্মাৎ বহির্গত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। একে রজনীকাল, তাহাতে যুদ্ধোপযোগী অস্ত্র তাঁহার কাছে ছিল না, বিশেষ আক্রমণকারিগণের সংখ্যা অধিক, সুতরাং তাঁহাকে শীঘ্রই ধৃত হইতে হইল। চন্দ্রকেতু যেই ধৃত হইলেন, অমনি মুসলমানেরা "আল্লা আল্লা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তৎপরেই দেখিতে পাওয়া গেল, অসংখ্য মুসলমান সৈন্য দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

দুর্গ রক্ষার ভার জয়সেনের উপব অর্পিত ছিল। মুসল-মানেরা দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে দেখিয়া, জয়সেন অসীম বিক্রমের সহিত সমরসাগরে ভাসমান হইলেন। রাত্রিকালের যুদ্ধ—স্বপক্ষ, বিপক্ষ নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া উভয় দলের পক্ষেই অতীব কষ্টকর হইয়া উঠিল। সুতরাং যে যাহাকে সম্মুখে পাইতে লাগিল, সে অমনি তীক্ষ্ণ অসিধারে তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করিতে লাগিল। হিন্দু ও মুসলমান সৈন্যগণের শোণিতে দুর্গের অধি কাংশ স্থান প্রাবিটকালের ন্যায় পঙ্কিল হইল।

কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ করিতে করিতে জয়সেন মুসলমান হস্তে প্রাণ

পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু সংবাদ হিন্দু সৈন্যগণ জ্ঞাত হইতে পারিল না।

বিংশতি পরিচ্ছেদ।

আমায় কেন নিকা কর না।

মন্ত্রীর বাটীর পূর্ব্বদিকে একটী পুষ্করিণী—ঐ পুষ্করিণীর পশ্চিম পাড়ের উপর ডাল পালা বিশিষ্ট একটী পুরাতন অশ্বত্থ বৃক্ষ—বৃক্ষের তলদেশ বৃত্তাকারে ইট দিয়া বাঁধান—তাহার উপর কএক জন মুসলমান সৈন্য একটী রমণীকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান। তাহাদের প্রত্যেকের বামহস্তে এক একটী মশাল, সেই আলোতে দেখিতে পাওয়া গেল, রমণীর বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ কি পঞ্চদশ বর্ষ। প্রায় সকল লেখকেই নায়ীকাকে সুন্দরী আঁকিয়া থাকেন এবং অল্প বয়েস শুনিলেই নবীন পাঠকেরা মনে করেন, নায়ীকা সুন্দরী হইবেন। নবীন পাঠক! আমাদিগের এ নায়ীকা আপনাদের মনোহারিণী হইবেন না; কেননা আপনাদের যে প্রকারের সুন্দরীর আবশ্যক আমাদের এ নায়ীকা সে প্রকারের সুন্দরী নহেন। কিন্তু তাই বলিয়া এরূপ মনে করিবেন না, আমাদিগের নায়ীকা "কালিন্দী বা কাওরাণীর" ন্যায় কুৎসিতা। অত্যন্ত কুৎসিতাও

নহেন, অত্যন্ত সুন্দরীও নহেন—দুইয়ের মাঝখানে থাকিবার যোগ্য। গহনাপ্রিয় পাঠক! এ নায়ীকা আপনারও মন মুগ্ধ করিতে পারিবেন না; কারণ অঙ্গে অধিক অলঙ্কার নাই, কেবল দুই হাতে দুইগাছি স্বর্ণবালা, কাণে দুইটী মাকড়ী, দুই পায়ে চারি গাছি মল, নাকে একটী নলক। নাকে নলক শুনিয়া বোধ হয় কত পাঠক হাসিতে হাসিতে গড়াইয়া পড়িবেন ও কত বিদ্রুপ করিবেন। পাঠক বিদ্রুপই করুন, আর গড়াইয়া পড়ুন, তাহাতে আমাদিগের কোন আপত্তি নাই, কেবল তাঁহাদের নিকট আমাদের প্রার্থনা এই, তাঁহারা যেন আমাদের নায়ীকার মত রমণীর মুখে একটী নলক দিয়া একবার স্থির দৃষ্টিতে দেখেন, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন, নলক যুক্ত মুখের হাসি কি মধুর! আমাদের নায়ীকা তবে কাহার মনকে আকর্ষণ করিবেন? গুণগ্রাহী প্রবীণ পাঠকের। নবীন পাঠক! রমণীই হউক আর পুরুষই হউক, গুণই সুন্দর ভূষণ ও সৌন্দর্য্যের কারণ। ইহার দৃষ্টান্ত অম্র—একটী অম্রের বাহ্যাকৃতি অত্যন্ত কদর্য্য, কিন্তু অভ্যন্তর অমৃতময়—আর একটী অম্রের বাহ্যাকৃতি অত্যন্ত মনোহর, অভ্যন্তর কুস্বাদু অম্লরসপূর্ণ—পাঠক বলুন দেখি, এই দুইটী অম্রের মধ্য কোনটী উৎকৃষ্ট? পাঠকের এ প্রশ্নের উত্তর এই, যেটীর মধ্যে অমৃত সেইটী ভাল। এ নায়ীকার গুণ কি পরে জানিতে পারিবেন।

যে কএক জন সৈন্য রমণীকে বেষ্টন করিয়াছিল, তাহাদের

মধ্যে একজন রমণীকে বলিল, সুন্দরি! আমাকে চিনিয়াছ? আমি দিল্লীশ্বরের সেনাপতি—নাম ফতেউল্লা।

র। "চিনিলাম—মহাশয়! আপনি ভাগ্যবান, ঈশ্বর আপনাকে উচ্চপদস্থ করিয়াছেন এবং আরও করিবেন। কেননা তিনি দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন কর্ত্তা—আপনি শিষ্ট, মিষ্টভাষী, দান্ত, ক্ষান্ত, বাদান্য, দয়ালু, অধিক কি বলিব, আপনি সর্ব্বগুণাধার।

ফ। 'সুন্দরি! তোমার নাম?'

র। 'আমার নাম ইন্দুমতী।'

ফ। 'তোমার সাদী হইয়াছে?'

ই। 'হয়েছে।'

ফ। 'সুন্দরি!' বলিতে সাহস হয় না, যদি এ দাসের প্রতি 'নেক্‌নজর' কর—আমারে কেন নিকা কর না।'

ই। 'পামর! পুরীষজীবী শূকরে কি অমৃতের স্বাদ লইতে পারে? তুই কি আমাকে অসতী যবন কামিনী মনে করিয়াছিস? তুই জানিস্ না, হিন্দুরমণিগণ প্রাণ অপেক্ষা সতীত্ব অধিক ভালবাসে।

'তোবা—তোবা—আল্লারসুল-তোবা' বলিয়া ফতেউল্লা কর্ণবিবরে অঙ্গুলি দিল। তদবস্থায় কিয়ৎক্ষণ নিঃস্তব্ধ থাকিয়া ইন্দুমতীকে বলিল, "সাবধান সাবধান, তুমি যে কথা বলিলে উহা আমাদিগের অশ্রুতব্য। একান্ত তোমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হই-

য়াছি বলিয়া, এবার তোমাকে ক্ষমা করিলাম, আর যেন দ্বিতীয় বার এরূপ কথা শুনিতে না হয়। তুমি সহজে আমাকে ভজিবে, না বলপ্রয়োগ করিতে হইবে?'

ই। 'বলপ্রয়োগ কর জমালয় যাইবে?'

ফ। 'কে পাঠাইবে?'

ই। 'মহারাজ চন্দ্রকেতু।'

ফ। ('হা—হা—হা) আর হাসি রাখা যায় না, (হা—হা—হা) সুন্দরি! (হা—হা—হা) চন্দ্রকেতু কোথায়? তুমি কি এখনো শুন নাই, (হা—হা—হা) চন্দ্রকেতু যে এতক্ষণ যমালয়ের অদ্ধেক পথে (হা-হা-হা) সুন্দরি! এখনো সম্মত হও, সম্মত তোমাকে হইতেই হইবে, বল-প্রয়োগ অপেক্ষা সহজে সম্মত হইলে সুখের হয়।'

ইন্দুমতী নিঃস্তব্ধ হইযা হেঁট মুখে কি ভাবিতে লাগিলেন।

ফ। 'সুন্দরি। সম্মত হইলে?'

হে বিপদ কাণ্ডারি হরি! আজ্ আমি ঘোর বিপদে পড়িয়াছি, আমাকে উদ্ধার কর। তোমার পদ-তরী ভিন্ন এ বিপদ-সাগর হইতে পরিত্রাণ পাইবার অন্য কোন উপায় নাই। মধুসূদন! আমার সতীত্ব রক্ষার ভার তোমার উপর অর্পণ করিলাম। ইন্দুমতী এবম্প্রকার মনে মনে বলিতেছেন, এমত সময় ফতেউল্লা আবার জিজ্ঞাসা করিল, 'সুন্দরি! রাজি হইলে?'

চাতুর্য্যজাল বিস্তার ভিন্ন উপায়ান্তর নাই ভাবিয়া, ইন্দুমতী বলিলেন, হাঁ রাজি—কিন্তু—

ফ। 'সদয় হইয়া আবার একটু কিন্তু রাখিলে কেন?'

ই। 'ভয় করে।'

ফ। (হা-হা হা,) ভয়,—কারে ভয়? আমি তোমার খসম, তুমি আমার জরু—আমার জান,—তোমার ভয়?'

ই। 'বীরবর! তুমি জান না, অত্যন্ত ভয় আছে, এমন কি আমার সে ভয় না ঘুচিলে আমি তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিব না।'

ফ। 'সুন্দরি! তুমি শীঘ্র বল, কি করিলে সে ভয় যায়, আমি তাহা করিতে প্রস্তুত আছি।'

ই। 'আমার স্বামীর নাম বিজয়কেতু, তিনি অতিশয় দুরন্ত লোক, তিনি জীবিত থাকিতে তোমার প্রার্থনায় সম্মত হইতে পারিব না।'

ফ। ('হা-হা-হা) সুন্দরি! ইহার জন্য এত ভয়, এত গুরুতর কার্য্য নহে—অতি সামান্য। আজ্ঞা করিলেই তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে।'

ই। 'আজ্ঞা করিলে হইবে না, তোমাকে নিজে যাইতে হইবে। তিনি বীরকেশরী, তাঁহার বধ সাধন শৃগালের অসাধ্য।'

ফ। 'সুন্দরি! তুমি জান না, হিন্দুর মধ্যে আজ কাল কেহ বীর'

কেশরী নাই—আমরাই বীরকেশরী,—হিন্দুরা 'গিধোড়। ভারতবর্ষ আমাদের 'একচেট, হইয়াছে। আচ্ছা সুন্দরি! তোমার অনুরোধে নিজেই তাহাকে বধ করিতে যাইব। সৈন্যগণ!—(হুজুর হুজুর হুজুর) তোমাদিগকে আমার সঙ্গে একটা 'গিধোড়, মারিতে যাইতে হইবে, (বহুত আচ্ছা খোদাবন্দ—বহুত আচ্ছা খোদাবন্দ—আল্লা আল্লা হো—আল্লা আল্লা হো)—সুন্দরি! কোথায় গেলে তার দেখা পাইব।'

ই। 'অধিকদূর যাইতে হইবে না, তিনি এই নগর মধ্যেই আছেন।'

ফ। 'নগর মধ্যে কোথায় আছে?'

ই। 'তোমাদের সৈন্য দলে।'

ফ। 'আমাদের সৈন্য দলে! আমাদের সৈন্য দলে হিন্দু কেন?'

ই। 'মিত্র ভাবে থাকেন নাই—শত্রু ভাবে, শত্রু সংখ্যা কমাইবার জন্য।—বীরবর তিনি তোমাদের পরমশত্রু।'

ফ। 'আমাদের শত্রু? সৈন্যগণ!—(গাজির বন্দাগণ)-শীঘ্র প্রস্তুত হও, (যো হুকুম বন্দিকো)—সুন্দরি! আমাদের পরম শত্রু নিপাত করিতে যাইতেছি, আইস, যাত্রাকালে একবার তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া যাই, বলিয়া ফতেউল্লা বাহুদ্বয় বিস্তার করিতে উদ্যত হইল। ইন্দুমতী 'ও কি?

এখন নহে, অগ্রে আমার মনস্কামনা পূর্ণ কর, তৎপরে— এই কএকটী কথা বলিয়া একটু অন্তরে গিয়া দাঁড়াইলেন। তদ্দর্শনে ফতেউল্লা দুঃখিত অন্তঃকরণে ক্ষান্ত হইল। ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া বলিল, 'তুমি এই দণ্ডেই তাহাকে দেখাইয়া দিতে পারিবে?'

ই। 'হাঁ, পারিব।'

ফ। 'তবে আর বিলম্ব প্রয়োজন নাই, অগ্রগামিনী হও।'

'ফাঁদ ত পাতিলাম, পাখী নিশ্চয় পড়িবে কি না, অনিশ্চিৎ; এই কএকটী কথা ইন্দুমতী মনে মনে বলিয়া অগ্রগামিনী হইলেন। ফতেউল্লা ও অন্যান্য সৈন্যগণ ইন্দুমতীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল।

একবিংশতি পরিচ্ছেদ।
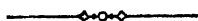
হাঁ,-মি-টি-ল।

অর্থ লোলুপ মুসলমানেরা নগরবাসীদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল। তদ্দর্শনে নগরবাসীরা অস্ত্রধারণ করিল। মুসলমানেরা বলিষ্ঠ, কষ্টসহ, অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত, তাহাদিগের সম্মুখে যুদ্ধ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা কতক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিতে

পারে? নগরবাসীরা মুসলমানদিগের তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। আহত ব্যক্তিদিগের কর্কশ চীৎকারে, হিন্দু মহিলাদিগের রোদনে, বিজিগীষু নিষ্ঠুর মুসলমানদিগের ভীষণ গর্জ্জনে, অস্ত্রের ঠনাঠন শব্দে, অশ্বদিগের হেষারবে ও পদতাড়নে, নগর কম্পিত হইতে লাগিল।

বিজয়সেন সসৈন্যে আসিয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। হিন্দুসৈন্যগণ দলে দলে বিভক্ত হইয়া অত্যাচারী মুসলমান দিগের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত হইল। কিন্তু যুদ্ধের নিয়মানুসারে যুদ্ধ হইল না, রাত্রিকাল, বিশেষ অন্ধকারের যুদ্ধ, সম্মুখে যে যাহাকে পাইল সে তাহাকে মারিতে লাগিল এইকালে বিজয় সেন একজন মুসলমান হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

হিন্দুসৈন্যগণ মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিলে, মুসল- মানেরা নগর লুণ্ঠনে ক্ষান্ত হইল এবং প্রাণপণে হিন্দুদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। মুসলমানেরা নগর লুণ্ঠনে ও নগরবাসীদিগের প্রহারে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। হিন্দুরা এ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করে নাই, সুতরাং ক্লান্ত হয় নাই, হিন্দুহস্তে মুসল- মান সংখ্যা ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইতে লাগিল। তর্দ্দশনে মুসল মানেরা নগর পরিত্যাগ করিয়া মন্ত্রীর বাটীর অদূরবর্ত্তী প্রান্তরা- শ্রয় গ্রহণ করিল এবং মুসলমানদিগের যে সকল সৈন্য দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিল তাহারা হিন্দুকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া এই-

কালে প্রান্তর মধ্যে আসিয়া মিলিত হইল। পাঠক! এক্ষণে দেখুন, কোন পক্ষের জয় হয়।

মুসলমানেরা প্রান্তরের দক্ষিণ প্রান্তে, হিন্দুসৈন্যগণ প্রান্তরের উত্তর প্রান্তে দণ্ডায়মান। মুসলমানদিগের সর্ব্বপ্রধান সেনাধ্যক্ষ মহম্মদ গোরাচাঁদ—গোরাচাঁদের অধীন সেনাপতি আলিখাঁ—আলিখাঁর অধীন সেনাপতি ফতেউল্লা—কোন ফতেউল্লা?—যে ফতেউল্লা বিজয়কেতুকে বধ করিবার জন্য ইন্দুমতীর সঙ্গে সঙ্গে নগর মধ্যে ভ্রমিতেছে। হিন্দুদিগের সেনাপতি জয় ও বিজয়সেন কিন্তু যুদ্ধে দুই জনেই বিনষ্ট হইয়াছেন, চন্দ্রকেতু ধৃত হইয়াছেন। সেনাপতি নাই, রাজা নাই, সৈন্যগণ কাহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ করিবে?—বিজয়কেতুর। বিজয়কেতু সেনাপতির ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রান্তরের পূর্ব্বদিকে প্রশস্ত রাজপথ—তাহার উভয় কূলে, অশ্বথ, বট, নিম, আম্র, কাঁঠাল, শিরীষ, তিন্তিড়ী, দেবদারু, বকুল, বাদাম, তাল, জাম, কদম্ব, নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষাবলী। ফাল্গুণমাস—বৃক্ষদিগের যৌবনকাল, এই কালে বসন্তের সমাগম হয়। বসন্ত সমাগমে মলয়ানিল প্রবাহিত হইতে থাকে তাহাতে বৃক্ষসকল বৃদ্ধের সাজ্ পরিত্যাগ করে—যৌবনকালের সাজে সজ্জিত হয়—নবপত্র ও পল্লবরূপ আভরণ অঙ্গে ধারণ করে, এই সময়ে লোহিত পত্রাচ্ছাদনে বৃক্ষসকল এরূপ

অন্ধকার ময় হয় যে, উহার মধ্যে বসিয়া থাকিলে, রাত্রি-কালের কথা দূরে থাক, দিনের বেলা কেহ কাহাকে দেখিতে পায় কি না সন্দেহ।

পাঠক! যদি অতীত কালের যুদ্ধ বর্ত্তমানে দেখিতে চাহেন, তবে উপরোক্ত একটী বৃক্ষে উঠুন, ও একটী ডালকে ঘোড়া করিয়া তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন, তাহা হইলে উভয় দলের যুদ্ধ দেখিতে পাইবেন। আপনি ভীত হইবেন না, কেন না মুসলমানেরা আপনাকে দেখিতে পাইবে না। যদি বলেন, অন্ধকারে যুদ্ধের কি দেখিব? এক্ষণে অন্ধকার নাই, মশালের আলোতে উভয় দল যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইতেছে। পাঠক! ঐ দেখুন, মুসলমানদিগের অশ্বারোহিগণ তীরের গতিতে আসি-তেছে। আবার এদিকে দেখুন, হিন্দুদলের অশ্বারোহিগণ যাই-তেছে। ঐ দেখুন, উভয় দল একত্রে মিলিত হইল, কাটাকাটী আরম্ভ হইল। ঐ শ্রবণ করুন, উভয় দলের অস্ত্রাঘাতের ঠণা-ঠণ, ঝণাঝণ শব্দ হইতেছে। এ আবার কি! কাহার হাতে তীর ধনু, কাহার কাঁদে বন্দুক, কাহার হাতে অসি-ঢাল, কাহার হাতে তীক্ষ্ণ বর্শা, দৌড়িয়া যাইতেছে, দৌড়িয়া আসিতেছে, এরা কারা? উভয় দলেরে খড়্গী, শূলী, ধনুকী ও গোলান্দাজ সৈন্য। পাঠক! এইবার শেষ, দেখুন, ভাল করিয়া দেখুন, কোন পক্ষ জয়ী হয়। ঐ দেখুন, যুদ্ধ পরাজিত হতাবশিষ্ট মুসলমানেরা বারগোব পুরের বনের দিকে পলায়ন করিতেছে

বিজয়ী হিন্দুদল ফিরিয়া আসিতেছে। যুদ্ধ শেষ হইল। কথক কথক সৈন্যগণ দুর্গাভিমুখে গমন করিল, কথক কথক সৈন্য বিজয়কেতুর সঙ্গে রহিল। বিজয়কেতু নগরের চতুর্দ্দিক ভ্রমিতে লাগিলেন ও ভীত নগরবাসীদিগকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন। এই সময় একটী রমণী হঠাৎ তাঁহার পদতলে আসিয়া পড়িল ও কাঁন্দিতে কাঁন্দিতে বলিল, "যুবরাজ! আমাকে রক্ষা করুন, ঐ পাপিষ্ঠ যবনগণ আমার সতীত্ব নাশের চেষ্টা করিতেছে। আমি কৌশলে উহাদিগকে আপনার নিকটে আনিয়াছি, আমাকে রক্ষা করুন।'

বি। 'ভয় নাই, স্থির হও, তুমি নিরাপদ হইয়াছ—তুমি কে?'

র। 'আমি ইন্দুমতী।'

পাঠক! আমাদের ইন্দুমতী ও ফতেউল্লা এতক্ষণ পরে সম্মুখে অসিয়াছেন, এক্ষণে আপনারা দেখুন, ফতেউল্লা বিজয়কেতুকে বধ করে, কি বিজয়কেতু ফতেউল্লাকে বধ করেন?

বি। 'ইন্দুমতি! ইন্দুমতি! তোমার ভয় নাই—তুমি আমার জীবনদাত্রী—তোমার দত্তা জীবন এই দেহে থাকিতে তোমার সতীত্বের কোন বিঘ্ন হইবে না।'

ই। 'যুবরাজ! পাপিষ্ঠদিগকে বিনষ্ট করিতে আর বিলম্ব করিবেন না, উহারা পলাইয়া যাইবে—ঐ পলাইতেছে—ঐ পলাইতেছে।'

ফতেউল্লা! পলাইও না—পলাইও না—ফের—ফের—অস্ত্রধর—অস্ত্রধর—ত্বরায় বিজয়কেতুকে বধ কর—বিলম্ব করিও না—প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিও না—ফের—ফের—ফের। ফিরিলে না, তবে কি নিশ্চয়ই পলাইবে? কোথায় পলাইবে? তোমার যম বিজয়কেতু নিকটে দণ্ডায়মান।

ফতেউল্লা পলাইতেছে দেখিয়া বিজয়কেতু সিংহের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাকে আক্রমণ করিলেন। ফতে-উল্লার সঙ্গে যে সৈন্য ছিল, তাহাদের একজন বিজয়কেতুর হস্তে বিনষ্ট হইল, কএকজন পলায়ন করিল। ফতেউল্লা ধৃত হইল। ইন্দুমতী যেখানে দণ্ডায়মান ছিলেন, বিজয়কেতু ফতেউল্লাকে কেশাকর্ষণ করিয়া তথায় আনিলেন ও বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিলেন। ফতেউল্লা ঘুরিতে ঘুরিতে ইন্দুমতীর সম্মুখে যাইয়া পড়িল। 'পাপিষ্ঠ! তুই যে মুখে আমাকে 'নিকা করিতে চাহিয়াছিলি, তোর সেই মুখ এই পদাঘাতের যোগ্য বলিয়া, ইন্দুমতী ফতেউল্লার মুখে বাম পদের আঘাত করিলেন। তুই যে চক্ষে আমাকে সুন্দরী দেখিয়াছিলি, ও অসদ্ অভিপ্রায়ে ঘন ঘন কটাক্ষপাত করিয়াছিলি তোর সেই চক্ষু অন্ধ হউক, বলিয়া ইন্দুমতী ফতেউল্লার চক্ষে তীক্ষ্ণ বর্ষার আঘাত করিলেন।

ফ। 'সুন্দরি! ক্ষমা কর, আর না, যথেষ্ট হইয়াছে। সুন্দরি! তুমি এজন্মে আমার হইলে না, কিন্তু জন্মান্তরে যেন

তোমাকে পাই, আইস, এজন্মের মত একবার আলিঙ্গন করি।'

'নরাধম! এখনো তোর আলিঙ্গনের অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই, তবে আলিঙ্গন কর্।' বলিয়া ইন্দুমতী করস্থিত বর্ষা সবলে ফতেউল্লার বক্ষঃস্থলে ধরিলেন ও সদর্পে কহিলেন, 'কেমন দুরাশয়! আলিঙ্গনের সাধ মিটিল।'

ফতেউল্লা অস্ফুট স্বরে বলিল 'হাঁ—মি—টি—ল।' এতদ্ভিন্ন ফতেউল্লার আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। ইন্দুমতী যেই বর্ষা তুলিয়া লইলেন, অমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফতেউল্লার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। রজনী প্রভাতা হইলেন, লোহিত সূর্য্য পূর্ব্বগগনে সমুদিত হইলেন। বিহঙ্গমগণের কলরবে, নগরবাসীদিগের সুখ, দুঃখের কথোপকথনে, পয়স্বিনী গাভীদিগের হাম্বা রবে নগর কোলাহলে পূর্ণ হইল।

বিজয়কেতু ইন্দুমতীর সহিত কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় একজন সৈনিক কৃতাঞ্জলি পুটে কহিল, "মহাশয়! সর্ব্বনাশ হইয়াছে! আমরা বুঝি প্রভুকে হারাইয়াছি।"

বি। "কেন—কেন—কেন সংবাদ কি?"

সৈ। 'আর কি! এত দিনে বঙ্গের-সুখ-রবি অস্তমিত হইল, আর কখন যে সমুদিত হইবে সে আশাও নাই। কোন্ দেব-দেবীর কোপানলে যে বঙ্গের এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিল, বলিতে পারি না। আহা, ক্রমে ক্রমে কি শোচনীয় অবস্থাই

ঘটিল! যে হিন্দুরা যবনদিগকে সাতিশয় ঘৃণা করিতেন, অস্পৃশ্য বোধে যাহাদের ছায়া পর্য্যন্ত মাড়াইতেন না, যাহাদিগকে সম্মুখে আসিতে দিতেন না, এক্ষণে সেই হিন্দুদিগকে তাহাদের সম্মুখে, যোড় করে, 'খোদাবন্দ' বলিয়া দাঁড়াইতে হইবে, ক্রীতদাসের ন্যায় আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতে হইবে।'

বি। 'সৈনিক! কেন তুমি অকারণে অনুতাপ করিতেছ—যবনযুদ্ধে ত হিন্দুরা বিজয়ী হইয়াছেন?'

সৈ। 'হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে ফল কি? মহারাজ চন্দ্রকেতু ধৃত হইয়া যবনশিবিরে নীত হইয়াছেন, এতক্ষণ জীবিত আছেন কি না সন্দেহ, কেন না অনেকক্ষণ হইল, আমি তাঁহাকে যবনাশ্রমে দেখিয়া আসিয়াছি।'

দ্বাবিংশতি পরিচ্ছেদ।

বারগোব পুরের বন।

বারগোব পুরের বন অতি বিস্তীর্ণ, শাপদ জন্তুতে ও কেওড়া, বান, খুঁদুর, গরান, হেঁতাল প্রভৃতি গাছে সমাচ্ছন্ন। এই বন লবণাম্বু নদী বিদ্যাধরী কর্তৃক দুই খণ্ডে বিভক্ত। উত্তর খণ্ডে মুসলমানদিগের শিবির, শিবিরের উত্তর প্রান্তে একটী বটবৃক্ষ তাহার তলে গোরাচাঁদ ও রাম হাজরা উপবিষ্ট, চন্দ্রকেতু

তাঁহাদের সম্মুখে বন্ধন দশায় দণ্ডায়মান, দুই পার্শ্বে দুই জন অস্ত্রধারী রক্ষক।

গোবাচাঁদ চন্দ্রকেতুকে জিজ্ঞাসিলেন, "বালণ্ডাপতি এক্ষণে তুমি স্বাধীন—না দিল্লীশ্বরের অধীন?"

চ। 'স্বাধীন।—ক্ষত্রিয়েরা প্রাণ থাকিতে পরাধীন হয় না—তুই কে?'

রাম হা রা। 'উনি কে, এখনো কি চিনিতে পার নাই? উনি দিল্লীশ্বরের প্রেরিত সেনাপতি,—তোমার কাল,—বালণ্ডার অধিপতি'

চ। 'চন্দ্রকেতু জীবিত থাকিতে?'

রা। 'চন্দ্রকেতু কি এখনো জীবিত?'

চ। 'জীবিত কি না অবিলম্বেই জানিতে পারিবি।'

রা। 'এ জন্মে না জন্মান্তরে?'

চ। 'ক্ষণকাল পরেই।'

রা। 'ক্ষণকাল পরেই ত চন্দ্রকেতুর প্রাণ আমার এই হস্তে—এই তরবারে বিনষ্ট হইবে।'

চ। 'রে হিন্দুকুলপাংশুল! সম্মুখ হইতে দূর হ? নরাধম! কুকুরে কি যজ্ঞহবি উচ্ছিষ্ট করিতে পারে—না ছার মশার দংশনে কেশরীর মৃত্যু হয়? তুই জানিস না, চন্দ্রকেতু এখনো পর্য্যন্ত জীবিত।'

রা। 'চন্দ্রকেতু! এক্ষণে তুমি কোথায়? ক্ষান্ত হও। যে

সিংহাসনে বসিয়া আমাকে কারারুদ্ধ করিতে অনুমতি দিয়াছিলে, এ তোমার সেই সিংহাসন নহে এবং এক্ষণে তুমি স্বাধীন নহ,—বন্দী, আজ রাম হাজরা তোমার উপর ওরূপ হুকুম জারি করিলেও করিতে পারে।'

চ। 'চক্ষু! দর্শনশক্তি হীন হও। কর্ণ! বধির হও, আর যেন তোমাদিগের সাহায্যে পামরের কলুষময় দেহ দেখিতে ও শ্রুতিকটু কথা শুনিতে না হয়।'

গোরাচাঁদ। 'চন্দ্রকেতু! গর্ব্ব পরিত্যাগ কর, যদি তুমি মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী না হও, ও দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার না কর, তবে হাজরা মহাশয়ের কথা কখনই মিথ্যা হইবে না, শীঘ্রই তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইবে।'

চ। 'তুই কে?'

গো। 'স্মরণ আছে কি, কএক দিন গত হইল এক জন ফকির তোমার সভায় গিয়াছিল?'

চ। 'আছে—তুই কি সেই ছদ্মবেশী যবন?'

গো। 'হাঁ, আমি সেই ছদ্মবেশী যবন ফকির।*

---

*এরূপ জনশ্রুতি আছে, গোরচাঁদ ফকিরের বেশে রাজসভায় যাইয়া, লৌহফলা ও বেড়ায় চাঁপা ফুল ফুটাইয়াছিলেন। যে স্থানে চাঁপাফুল ফুটিয়াছিল, অধুনা সেই স্থানকে লোক বেড়াচাঁপ বলিয়া ডাকে। বেড়াচাঁপা টাকীরোড়ের পার্শ্বে।

রা। 'এইবার উনি কে চিনিয়াছ কি ?'

চ। 'চিনিয়াছি—এক দল দস্যুদলের প্রধান।'

চন্দ্রকেতুর কথা শুনিয়া রামহাজারা সক্রোধে বলিল, "চন্দ্রকেতু! তোমার অন্তিমকাল উপস্থিত,—একবার এ জন্মের মত তোমার উপাস্য দেবতার নাম উচ্চারণ করিয়া লও, আর তোমার নিস্তার নাই।" বলিয়া রামহাজরা চন্দ্রকেতুকে বধ করিতে অসি তুলিল, কিন্তু সে অসি চন্দ্রকেতুর শোণিত পান করিতে পারিল না, রাম হাজরার মুণ্ডের সঙ্গে দূরে গিয়া পড়িল। কে রাম হাজরার মুণ্ড দ্বিখণ্ডিত করিল?—মহাবল পরাক্রান্ত বিজয়কেতু। পাঠক! বিজয়কেতু চন্দ্রকেতুকে মোচন করিতে কতিপয় অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে তীরের গতিতে মুসলমান শিবিরে আসিয়া পড়িলেন। মুসলমানেরা রাত্রি জাগরণের কষ্টে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত, কেহই অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত ছিল না। হিন্দুদিগের দারুণ অস্ত্রাঘাতে ও অশ্বের পদচাপনে তাহারা চিরনিদ্রায় অভিভূত হইল। এমন কি গোরাচাঁদ ভিন্ন এক জন প্রাণীও জীবিত রহিল না।

গোরাচাঁদ এই দুর্দ্দৈব উপস্থিত দেখিয়া, প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিলেন, অসীম সাহসে বিজয়কেতুকে আক্রমণ করিলেন। বিজয়কেতু লঘুহস্তে গোরাচাঁদের আঘাত রক্ষা করিয়া স্বীয় করস্থিত অসির দ্বারা গোরাচাঁদের উপর আঘাত করিতে লাগিলেন। উভয়েই বলিষ্ঠ, উভয়েই অস্ত্রবিদ্যার

সুশিক্ষিত, সুতরাং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়ের অস্ত্রযুদ্ধ হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে বিজয়কেতু সজোরে গোরাচাঁদের গ্রীবাদেশে অস্ত্রাঘাত করিলেন। যুদ্ধজনিত ক্লেশে ক্ষীণবল হওয়াতে গোরাচাঁদ সে আঘাত রক্ষা করিতে পারিলেন না। ভূশায়ী হইলেন। তদ্দর্শনে হিন্দুদল উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। বিজয়কেতু স্বহস্তে চন্দ্রকেতুর বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন। চন্দ্রকেতু অশ্রুপূর্ণলোচনে বিজয়কেতুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কোন কথা বলিতে পারিলেন না। যুদ্ধে বিজয়ী হইয়াছেন, কোথায় আনন্দিত হইবেন, তাহা না হইয়া চন্দ্রকেতু রোদন করিতেছেন দেখিয়া, বিজয়কেতু একান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন ও অতি বিনীত ভাবে চন্দ্রকেতুকে জিজ্ঞাসিলেন, 'মহাশয়! হিন্দু-শত্রু পাপিষ্ঠ যবনদল বিনষ্ট হইয়াছে—আমরা যুদ্ধে জয়ী হইয়াছি—হিন্দু সৈন্যগণ জয়ধ্বনি করিতেছে—কাহাকেও নিরানন্দ দৃষ্ট হইতেছে না—আপনি রোদন করিতেছেন কেন?'

চন্দ্রকেতু রোদন করিতে করিতে বলিলেন, 'বৎস! আমার রোদনের কারণ দুইটী ও তাহা অত্যন্ত শোচনীয়; বলিতে বুক বিদীর্ণ হয়। প্রথম কারণ,—তোমার—" চন্দ্রকেতু, তোমার অবধি বলিয়া আর বলিতে পারিলেন না, একেবারে শোকবিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

বিজয়কেতু চন্দ্রকেতুর মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন।

জিজ্ঞাসিলেন, "মহাশয়! তোমার কি?—আমার বধাজ্ঞা? তাহাতে আপনি লজ্জিত এবং দুঃখিত হইতেছেন কেন? সে বিষয়ে আপনার দোষ কি? তাহাতে আমি দোষী। আমি যদি অহঙ্কার প্রকাশ না করিতাম—সরলভাবে আত্ম পরিচয় দিতাম, তাহা হইলে কখনই বধাজ্ঞা হইত না। বিশেষ অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহা অখণ্ডনীয়। এ অবস্থায় আপনি কেন অতীত কার্য্য স্মরণ করিয়া মনকে সন্তাপিত করিতেছেন। আপনার রোদনের দ্বিতীয় কারণ?"

চ। 'তাহা আর কি বলিব? বোধ হয় আমার পরিবারের মধ্যে কেহ জীবিত নাই, পামর রামহাজরা আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে।" (রোদন)।

বি। 'কেন, সে কি করিয়াছে?'

চ। 'আমার একটী সুশিক্ষিত কপোত আছে, সে আমার সহচর, অত্যন্ত স্নেহের পাত্র, বিপদকালের পরম বন্ধু এবং একান্ত আজ্ঞানুবর্ত্তী বার্ত্তাবহ।* আমি মুসলমান সৈন্য

---

* এরূপ জনপ্রবাদ আছে, চন্দ্রকেতু কপোতের দ্বারা দূরদেশ হইতে সংবাদ আনিতেন ও তথায় সংবাদ প্রেরণ করিতেন। এ জনপ্রবাদ পাঠক বিশ্বাস করেন কি না বলিতে পারি না; কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি। আমরা যে কেন বিশ্বাস করি তাহার প্রমাণ দিবার জন্য পেরিস নগরীর ইতিহাস পাঠকের দর্শনপথে ধরিতেছি।

কর্ত্তৃক ধৃত হইলে, কপোতও ধৃত হইয়াছিল। রামতাজরা গৃহ সন্ধান জানিত, সে তোমার আগমনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সেই কপোত ছাড়িয়া দিয়াছে।'

বি। 'কপোত ছাড়িয়া দেওয়াতে কেহ জীবিত থাকিবেন না কেন?'

চ। 'আমি আমার পরিবারের মধ্যে এই বলিয়া রাখিয়াছিলাম, যদি আমি যবন যুদ্ধে পরাস্ত হই কিম্বা আমার প্রাণ বিয়োগ হয়, তবে সেই সংবাদ জ্ঞাত হইবা মাত্র সকলে প্রাণ পরিত্যাগ করিবে; জীবিত থাকিলে, যবন-হস্তে কাহারও সতীত্ব রক্ষা পাইবে না। ইহাও বলিয়া রাখিয়াছিলাম, কপোতের নিকট তোমরা ঐ অশুভ সংবাদ পাইবে অর্থাৎ যুদ্ধের সময় কপোত অন্তঃপুরে আসিলে তোমারা এই স্থির করিবে, যুদ্ধে আমার মৃত্যু হইয়াছে, না হয় পরাস্ত হইয়াছি। বৎস্য বিজয়কেতু! আমার আদেশানুসারে বোধ হয়, এতক্ষণ সকলে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে।' বলিয়া চন্দ্রকেতু ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

বি। 'মহাশয়! রোদন সম্বরণ করুন, বিপদকালে ধৈর্য্য ধরা উচিত। বিশেষ যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, এ স্থলে আর কালহরণে করিলে, ঘোর বিপত্তি সংঘটন হইবার সম্ভব।' এই কথা বলিয়া বিজয়কেতু ও চন্দ্রকেতু বারগোব

পুরের বন হইতে আশ্বারোহণে বালণ্ডা নগরীতে গমন করিলেন।

ত্রয়োবিংশতি পরিচ্ছেদ।

কপোত।

রাণী প্রভাবতী একাকিনী করতললগ্নমস্তকে বিমর্ষভাবে বসিয়া আছেন, এমন সময় চম্পকলতা তথায় আসিলেন। প্রভাবতী তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, 'চম্পকলতে! মালতী কোথায়, অনেকক্ষণ তার কোন সংবাদ না পাওয়াতে আমার মন অত্যন্ত অস্থির হইয়াছে।'

চ। 'মন সুস্থির করুন, তিনি নিরাপদে শয়নগৃহে অবস্থিতি করিতেছেন।—যুদ্ধের কোন সংবাদ পাইয়াছেন কি?'

প্র। 'না,—তুমি কি কিছু পাইয়াছ?'

চ। 'আমিও পাই নাই।'

প্র। 'চম্পকলতে! আজ যে কি বিপদ ঘটে, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। রাত্রিকালে মহারাজ যুদ্ধে গিয়াছেন,—বেলা প্রায় এক প্রহর হইল—এখনোও ফিরিয়া আসিলেন না কিম্বা যুদ্ধের কোন কুশল সমাচারও পাওয়া গেল না, সেই জন্য আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছে,

কোন কার্য্যে মনে সুখ পাইতেছি না—কেবল ভয়, চিন্তা আসিয়া আবির্ভূত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আরো কতকগুলিন অলক্ষণের চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে—বাম বাহু ও চক্ষু নাচিতেছে। রসনা পুনঃ পুনঃ দশনে দংশিতে হইতেছে।—চম্পকলতে! ঈশ্বর যেন তাহা না করেন, যদি মহারাজ যুদ্ধে পরাস্ত হন, তাহা হইলে আমাদিগের উপায় কি হইবে?—মুসলমানেরা ত আমাদিগের অন্দর মহলে আসিবেক ও—'—কি, কুবাক্য বলিবে?—পাপ চক্ষে দেখিবে? তাহা কখনই পারিবে না, কখনই তাহাদের কুঅভিষ্ট পূর্ণ করিতে দিব না। যেই শুনিব, মহারাজ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছেন, অমনি জলে ডুবিয়া, এ প্রাণ পরিত্যাগ করিব, কখনই নির্ম্মল কুল কলঙ্কিত করিতে জীবিত থাকিব না।—ও কি! কি দেখিলাম! হা নাথ,—হা জীবিতেশ্বর,—হা হৃদয়বল্লভ! তুমি কি এ অভাগিনীকে এ জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়াছ, না যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছ?' বলিয়া প্রভাবতী ভূতলে নিপতিতা হইলেন। পড়িবা মাত্র তাঁহার কথা ও জ্ঞান অন্তর্হিত হইল। চম্পকলতা নিকটে ছিলেন। অকস্মাৎ প্রভাবতীকে মূর্চ্ছিতাবস্থায় নিপতিত হইতে দেখিয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রোদন শুনিয়া, অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাগণ ক্রমে ক্রমে দ্রুতপদে তথায় আসিতে লাগিল।

কারণ কি কেহই জ্ঞাত ছিল না, চম্পকলতা প্রভাবতীকে ক্রোড়ে লইয়া কাঁদিতেছেন দেখিয়া, সকলে চম্পকলতার সঙ্গে সঙ্গে বিনাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে প্রভাবতীর চৈতন্য হইল। এইকালে দেখিতে পাওয়া গেল, কপাটের উপর একটী কপোত স্থিরভাবে বসিয়া রহিয়াছে। পাঠক! এই কপোত রামহাজরা ছাড়িয়া দিয়াছিল। প্রভাবতী কপোতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'কপোত! স্বাধীন হইয়াছিলে, ইচ্ছা করিলেই অরণ্যচর, স্বজাতি দলে যাইতে পারিতে, তাহা না যাইয়া কেন আমার পরমশত্রু হইয়া এ অশুভ সংবাদ দিতে আসিলে?—না—না, তুমি আমার শত্রু নহ, পরম বন্ধু। আমি মিথ্যা তোমার উপর দোষারোপ করিতেছি। কেন না তুমি যদ এ সুক্ত সংবাদ অগ্রে আসিয়া না দিতে, তাহা হইলে ত নিশ্চয়ই আজ যবনহস্তে জাতিকুল বিনষ্ট হইত। কপোত! তুমি পক্ষীজাতি, তোমার কৃত-উপকারের প্রত্যুপকার কি করিব, আইস, এ জন্মের মত তোমাকে একবার ক্রোড়ে লই।'

প্রভাবতী কপোতকে ক্রোড় লইয়া সকলকে বলিলেন, 'দেখ রমণিগণ! পাপিষ্ঠ যবনহস্ত হইতে যদি তোমরা সতীত্ব রক্ষা করিতে চাহ, তবে আমার সঙ্গে আইস।' বলিয়া প্রভাবতী অগ্রগামিনী হইলেন। অন্যান্য মহিলাগণ কেহ কোন কথা বলিলেন না, সকলে রোদন করিতে করিতে তাঁহার পশ্চা-

দগামিনী হইলেন। অনন্তর একটী সরোবরতীরে যাইয়া উপ-স্থিত হইলেন। কেহ ঈশ্বরকে, কেহ ভাগ্যকে, কেহ মুসলমানদিগকে, কেহ বা রামহাজরাকে নিন্দা করিয়া পর্য্যায়ক্রমে অর্থাৎ অগ্রে রাণী প্রভাবতী, তৎপরে হৈমবতী, তৎপরে মালতী, তৎপরে চম্পকলতা ও এলোকেশী ও তৎপরে অন্যান্য মহিলাগণ জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। ক্ষণকালের মধ্যে অন্তঃপুর শ্মশানের ন্যায় হইল।

বিজয়কেতু ও চন্দ্রকেতু আসিয়া দেখিলেন, অন্তঃপুরে মনুষ্যের গতিবিধি নাই, কোলাহল নাই—অন্তঃপুর নিস্তব্দ, ভয়াবহ। তদ্দর্শনে চন্দ্রকেতু কপালে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। বিজয়কেতু, চন্দ্রকেতুকে রোদন করিতে দেখিয়া, অতি বিনীতভাবে বলিলেন, 'মহাশয়! রোদন করিয়া কি হইবে, উহাতে অনিষ্ট ভিন্ন বাঞ্ছিত বিষয়ের ফলোৎপাদন হয় না। অদৃষ্টের লিখন অখণ্ডনীয়। আপনি যদি এইখানে বসিয়া, একদিন, একমাস, একবৎসর, একযুগ, শতযুগ, সহস্র যুগ রোদন করেন তাহা হইলেও উহাতে কোন ফল পাইবেন না। বিশেষ আপনি রোদনই বা কেন করেন? আপনি কিসে জানিলেন যে, আপনার পরিবারেরা জীবিত নাই? আমার বোধ হয়, যবনভয়ে ভীত হইয়া কোন এক নিভৃতস্থানে সকলে লুক্কায়িত রহিয়াছেন।

চা 'হা অদৃষ্ট! হা বৎস বিজয়কেতু! এ দগ্ধ হৃদয়ে কি আর

প্রবোধ বাক্য স্থান পায়। লুক্কায়িত (উঃ)—বৎস বিজয়কেতু! লুক্কায়িত আর কোথায়?—(উঃ!)—ঐ জল-মধ্যে।' বলিয়া চন্দ্রকেতু রোদন করিতে লাগিলেন।

বি। 'মহাশয়! যদি জলে ডুবিয়া সকলে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকেন তবে অবিলম্বে সেইখানে চলুন আমি লোকমুখে শুনিয়াছি, জলে ডুবিলে হঠাৎ প্রাণ বহির্গত হয় না।'

চন্দ্রকেতু বিজয়কেতুর কথার অনুবর্ত্তী হইলেন, যে সরোবরজলে তাঁহার পরিবারেরা চিরকালের মত লুক্কায়িত হইয়াছিলেন, রোদন করিতে করিতে, ধীরে ধীরে তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, সকলে জলে অবস্থিতি করিতেছেন। 'হা বিধাতঃ! আমার ভাগ্যে কি এই ছিল—আমাকে ইহা দেখিতে হইবে বলিয়াই কি আমি অক্ষত শরীরে যবনহস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম? এবং ইহা দেখিয়াও কি জীবিত থাকিব? হাঁ থাকিব?' বলিয়া চন্দ্রকেতু ক্ষণকাল নিঃস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। অনন্তর জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। আর তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া গেল না। *

বিজয়কেতু এতক্ষণ চন্দ্রকেতুর নিকটে দণ্ডায়মান থাকিয়া

* অদ্যাবধিও ঐ সরোবরকে লোক চন্দ্রকেতুর 'দহ' বলিয়া ডাকে। পাঠক! আমরা গল্পের অনুরোধে চন্দ্রকেতুর বংশ জলে ডুবাইয়া ধ্বংস করিলাম না, প্রকৃত ঘটনার অনুরোধে আমরা নিষ্ঠুর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

অনিমিষ নয়নে কি দেখিতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, 'জলের উপর ও কি ভাসিতেছে! যাহা ভাসিতেছে, তাহা কি আমি যথার্থই চক্ষে দেখিতেছি? না নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে দেখিতেছি? না চন্দ্রকেতুর শোকে আমার এরূপ ভ্রম জন্মিতেছে? হুঁ, এ কি ভ্রম! এতদূর ভ্রম? না, ভ্রম নহে, যথার্থই মালতী জলের উপর ভাসিতেছে। মালতি! কোন্ মালতী?—চন্দ্রকেতুর কন্যা মালতী?—চম্পকলতার সখী মালতী?—রাজমহলের বনে যে মালতীর সহিত আমার দেখা হয়?—যে মালতীকে অসংখ্য যবন বধ করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলাম?—যে মালতীর অন্বেষণ করিতে মহানাদে গিয়াছিলাম?—যে মালতী ঘূর্ণিতবায়ুতে জলমগ্ন হইয়াছিল ও সেইকালে যে মালতীর জন্য পাগলের ন্যায় হইয়াছিলাম?—যে মালতীর জন্য বসন্তকুমারকে বধ করিয়াছিলাম?—যে মালতীর জন্য বন্দী হইয়াছিলাম—বন্ধন কষ্ট সহ্য করিয়াছিলাম—ঘাতকগণের কুবাক্য শুনিয়াছিলাম—ঘাতক কর্ত্তৃক কালীর সম্মুখে নীত হইয়াছিলাম? জলের উপর ভাসিতেছে, এ কি সেই মালতী? মালতি! মালতি! মালতি! মালতীকে পাইব বলিয়া মৃত্যুকে ভয় করি নাই, অক্ষুব্ধ চিত্তে কতবার মৃত্যুমুখে পড়িয়াছি, একবারও ভীত হই নাই। এবার সেই মালতী মৃত্যু কর্ত্তৃক গ্রাসিত হইয়াছে। এক্ষণে আমি কি করিব? মৃত্যুভয়ে কি মালতীর অনুগামী হইব না? অবশ্যই হইব।' বলিয়া

বিজয়কেতু মুদ্রিত চক্ষে জলের উপর পড়িতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু পড়িতে পারিলেন না, পশ্চাৎ হইতে একটী রমণী দুই হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ধরিলেন।

বি। 'তুমি কে—কেন আমাকে ধরিলে? আমাকে ছাড়িয়া দেও, আমি মালতীর নিকট যাইতে শুভযাত্রা করিতেছি। বাধা দিও না, ছাড়িয়া দেও, ত্বরায় মালতীর নিকটে যাইয়া এ দগ্ধহৃদয় সুশীতল করি। আমি কখনই আর মায়ামুগ্ধ হইব না, এ অসার সংসারে বিচরণ করিব না এবং যে চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছি তাহাও আর খুলিব না। আমি তোমার নিকট মিনতি করিতেছি, আমাকে ছাড়িয়া দেও, বৃথা কষ্ট দিও না। অনুমানে বোধ হইতেছে শত্রু নহ, কোন হিতৈষী বন্ধু। আশীর্ব্বাদের পাত্র হও, আশীর্ব্বাদ করিতেছি, যেন দীর্ঘজীবী হও—প্রণামের পাত্র হও, প্রণাম করিতেছি, আশীর্ব্বাদ কর, যেন অবিলম্বে মালতীর নিকট যাইতে পারি। আর কেন, আমি জগৎ বিস্মৃত হইয়াছি—তোমরাও আমাকে বিস্মৃত হও,—আমার দোষগুণ, সতাসৎ, কার্য্য বিস্মৃত হও—আজ অবধি ভাবিও, বিজয়কেতু নামক কোন ব্যক্তি এ ধরাধামে ছিল না।'

রমণী। 'নাথ'——

'নাথ' এই কথাটী শুনিবামাত্র বিজয়কেতুর গাত্র লোমাঞ্চ হইয়া উঠিল। অনন্তর জিজ্ঞাসিলেন, 'তুমি কে?'

র। 'জীবিতেশ্বর! আ——'

বি। 'আমাকে জীবিতেশ্বর বলে, মালতী ভিন্ন এ জগতে ত আর কেহ নাই—তুমি কি মালতী?—মালতি! তুমি আমাকে ছাড়িয়া এতক্ষণ কোথায় গিয়াছিলে? ছি, প্রিয়ে! তুমি অতি নিষ্ঠুরা, তোমার মায়া নাই, দয়া নাই, ভাব দেখি, আমি কি সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছিলাম, তোমার এ গুরুতর অপরাধের আর কি দণ্ড দিব—যে হৃদয়কে সন্তাপিত করিয়াছিলে, আইস, সেই হৃদয়ে তোমাকে স্থান দেই' বলিয়া দুই হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক রমণীকে বক্ষে ধারণ করিলেন ও চক্ষু উন্মীলিত করিয়া রমণীর মুখাবলোকন করিলেন। যেই মুখাবলোকন করিলেন অমনি রমণীকে ছাড়িয়া দিয়া অন্তরে গিয়া দাঁড়াইলেন। কিয়ৎক্ষণ একটী মাত্র বাঙনিষ্পত্তি হইল না, সবিস্ময়ে একদৃষ্টে রমণীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। রমণীও অশ্রুপূর্ণলোচনে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বিজয়কেতু রমণীকে জিজ্ঞাসিলেন, 'তুমি কে?'

রমণী নীরবে রোদন করিতেছিলেন। উত্তর করিলেন, 'আমি ইন্দুমতী।'

বি। 'কোন ইন্দুমতী?'

র। 'যে ইন্দুমতী গঙ্গাকূলে নিপতিত ছিল এবং আপনার প্রযত্নে যে ইন্দুমতী সেই দিন জীবন পাইয়াছিল—

যে ইন্দুমতী কালীর সাজে ঘাতকগণকে বধ করিয়া আপনাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিল—যে ইন্দুমতীকে গত রজনীতে যবনদিগের হাত হইতে আপনি রক্ষা করিয়া দিয়াছিলেন—আমি সেই ইন্দুমতী।'

বি। 'তুমি সেই ইন্দুমতি! ইন্দুমতি! কতএকবার আমি তোমাকে তোমার ধাম, তোমার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, একবারও তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দেও নাই, কিন্তু আজ তোমাকে সে পরিচয় দিতে হইবে।'

ই। 'প্রাণে—যুবরাজ! আমার ধাম রাজমহল। আমি ক্ষত্রিয় কুলদুবা—দিল্লীশ্বর পৃথুরায়ের সেনাপতি যশোবন্ত সিংহের কন্যা।'

বি। 'তোমার মনের অভিপ্রায়?'

ইন্দুমতী জিজ্ঞাসার উত্তর না দিয়া, মনে মনে বলিতে লাগিলেন, মনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিব?—না করিব না। প্রকাশে ত ফল দেখিতেছি না—তবে প্রকাশে প্রয়োজন? মনের কথা মনেই থাক, প্রকাশ করিব না।

বি। 'নিঃস্তব্ধ রহিলে--মনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে না?'

ই। 'প্রকাশ'—এ জন্মে না।' বলিয়া ইন্দুমতী রোদন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে বিজয়কেতু অতীব ব্যথিত হৃদয় হইলেন। অতি কাতরস্বরে বলিলেন, 'ইন্দুমতি!

তুমি আমার জীবন দাত্রী, তোমাকে অদেয় এ জগতে কিছুই নাই, অতএব ত্বরায় বল, কি দিলে বা কি করিলে তোমার মনের অভিলাষ পূর্ণ হয়, তুমি শীঘ্র বল,—আমি এই দণ্ডেই তাহা করিতে প্রস্তুত আছি।'

'ইন্দুমতী যাহাঁকে প্রাণের অধিক ভালবাসে—যিনি জীবিত থাকিলে, ইন্দুমতী জীবিত থাকিবে—যাঁহার জন্য ইন্দুমতী গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছে—সকল সুখে বঞ্চিত হইয়াছে—যাহাঁর সুখে সুখী—যাহাঁর দুঃখে দুঃখী, ইন্দুমতী তাঁহার জীবন বিপদে নিক্ষেপ করিয়া সুখাভিলাষিনী হইতে চাহে না। ইন্দুমতীর অভিলাষ দুইটী। একটী—আপনার জীবনরক্ষা হউক, অপরটী—এ জন্মে অপ্রকাশ্য।'

'ইন্দুমতি! কেঁদনা, অপরটী অপ্রকাশ্য কেন? বল, আমার নিকট তোমার অপ্রকাশ্য কিছুই নাই, আমি তোমার রোদনে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছি।'

'ইচ্ছা, দা——'

'বলিতে বলিতে ক্ষান্ত হইলে কেন?—বল।'

'ইচ্ছা দাসী হ——'

বিজয়কেতুর মুখ গম্ভীর হইল। বিনীতভাবে কহিলেন, 'ইন্দুমতি! মার্জ্জনা করিও, আমি তোমার নিকট অপরাধী হইলাম, তোমার প্রার্থনায় অনুমোদন করিতে পারিলাম না,

কেন না, আমি আর মায়ামুগ্ধ হইব না। এ জীবন পরিত্যাগ করিতে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা আর লঙ্ঘন করিব না। ইন্দুমতি! কিছু মনে করিও না—এই শেষ দেখা হইল।' বলিয়া বিজয়কেতু লম্ফ দিয়া জলে পড়িলেন। পতিত হওয়াতে সরোবরের জল উচ্ছলিত হইল, ইন্দুমতীরও হৃদয়—সরোবরে শোক-বারি উথলিয়া উঠিল। অনন্তর কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধরিয়া, আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, 'যাঁহাকে এক বার চক্ষে দেখিয়া, একান্ত অনুগত দাসী হইয়াছি—এতদিন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে ছায়ার ন্যায় বেড়াইয়াছি—মানসে যাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি—তিলার্দ্ধকালের জন্য যাঁহাকে বিস্মৃত হইতে পারি নাই, আজ কি সেই প্রিয়তম বিচ্ছেদে এ পাপ জীবন, দেহে ধারণ করিব? না, করিব না।' বলিয়া ইন্দুমতী জলশায়িনী হইলেন।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।